

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

NEW RIA in Whitechapel

50% off fee
on your first transaction*

Ria Money Transfer

69 Whitechapel High Street, E1 7PL | 0207 377 5708

পূর্ব লন্ডনে চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক বাঙালি তরুণ খুন

ছেলেকে পেটানো ও ছুরিকাঘাতের
নির্মম দৃশ্য দেখতে হলো মা'কে

বাঙালি তরুণরাই খুন করলো
আরেক বাঙালি তরুণকে

দেশ রিপোর্ট: পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকায়
নির্মমভাবে খুন হয়েছেন ২০ বছর বয়সী এক
তরুণ। তিনি সৌখিন আর্টিস্ট ও বিজনেস স্টুডেন্ট
ছিলেন। তাঁর নাম সৈয়দ জামানুর ইসলাম।
ওয়েজার স্ট্রিটে ঘরের পাশেই বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত



একদল তরুণ তাকে তাঁর মায়ের সম্মুখে প্রথমে
বেইজবল বেট দিয়ে বেধড়ক পেটায় এবং পরে
ছুরিকাঘাত করে খুন করে।
ঘটনাটি ঘটেছে গত ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেল
সাড়ে ৫টার দিকে। এ ঘটনায় কমিউনিটিতে
চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।
বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ঘটনার কিছু আগে
কয়েকজন তরুণ জামানুর ইসলামকে ঘর থেকে
ডেকে নিয়ে যায়। এসময় তার মা তাকে বাইরে
যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু মায়ের নিষেধ আমলে
না নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন তিনি। ঘরের পাশে
ওয়েজার স্ট্রিটে পৌঁছলে বাংলাদেশী একদল তরুণ
পৃষ্ঠা ২০

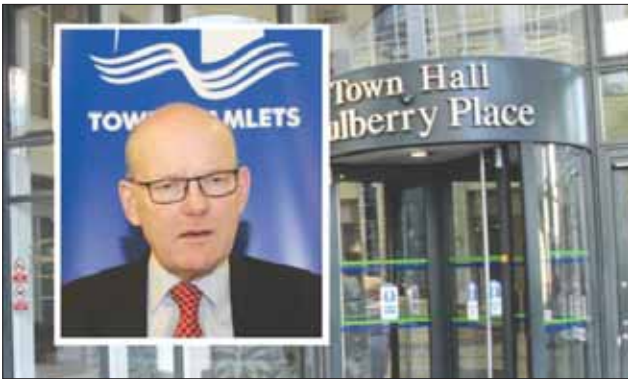
স্বাগতম বাংলা নববর্ষ ১৪২৮



আজ ১৪ এপ্রিল শুক্রবার। বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ সালের প্রথম দিন। পহেলা
বৈশাখ। আজকের দিনটি সারা বছর বাঙালিয়ানা চর্চার সূচনার দিন, বাংলা
সাহিত্য ও সংস্কৃতি লালন ও ধারণের দিন।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা নবপ্রজন্মের বৃটিশ-বাঙালিদেরকে
এই দিনটি যেনো বাঙলা সংস্কৃতিচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রেরণা যোগায়।
সাপ্তাহিক দেশ'র অগণিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভাকাজী, শুভানুধ্যায়ীদের
নববর্ষের শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ।

-সাপ্তাহিক দেশ পরিবার

টাওয়ার হ্যামলেটস নিয়ে 'অফস্ট্যাড'র চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট চিলড্রেন সার্ভিসের বেহাল দশা



দেশ ডেস্ক, ১৫ এপ্রিল : টাওয়ার হ্যামলেটসের চিলড্রেন সার্ভিসে বেহাল দশা
বিরাজ করছে। কাউন্সিলের বর্তমান নেতৃত্ব ও প্রশাসন বারায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে
বেড়ে ওঠা শিশুদের যথাযথ নিরাপত্তা ও সেবা দিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয়
দিয়েছে। অফিস ফর স্ট্যান্ডার্ডস ইন এডুকেশন, চিলড্রেন সার্ভিসেস এন্ড ফিল্ডস
(অফস্ট্যাড) গত ৭ এপ্রিল এক প্রতিবেদন

পৃষ্ঠা ২০

সার্ভিসের মানোন্নয়নে ব্যাপক
উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে
- জন বিগস



অফস্ট্যাড রিপোর্ট প্রমাণ
করে জন বিগসের
নেতৃত্বের দক্ষতা নেই
- অহিদ



বাজেট বরাদ্দ কাটার
कारणेই আজকের
এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে
- রাবিনা খান



লুৎফুর আমলের দোহাই
লেবার প্রশাসনের একটি
অজুহাত
-কনজার্ভেটিভ

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

100% Free ESOL courses for taxi drivers

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call **02070961188**

EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning

Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

M: 07539 316 742
221 Whitechapel Road, (2nd Floor) London E1 1DE

শতাধিক ট্রেনার ও
ম্যানেজারের প্রশিক্ষক
আবদুল হক চৌধুরী
সার্বিক সহযোগিতায়
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ



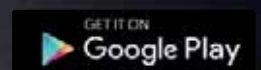
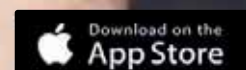
ABDUL HAQUE CHOWDHURY



Cheap International Calls

- No contract
- No hidden fees
- Keep your number
- View full call history
- Printed call statement on order
- Setup Call-Direct for easy dialing
- Share one account with many phone numbers

simplecall.com
02035 700 700



Download Free App



সিলেটে চাঞ্চল্যকর রাজন হত্যা মামলা চার আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল



সিলেট, ১২ এপ্রিল : সিলেটে শিশু শেখ সামিউল আলম রাজন হত্যা মামলায় চার আসামিকে নিম্ন আদালতের দেয়া মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। একই সাথে আদালত তিন আসামির সাত বছর করে কারাদণ্ড ও দুই আসামির এক

পৃষ্ঠা ২০

তারেক রহমানের শাশুড়ির বিরুদ্ধে থ্রেফতারি পরোয়ানা

ঢাকা, ১২ এপ্রিল : সম্পদের হিসাব গোপনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় বিএনপির জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের শাশুড়ি সৈয়দা ইকবাল মান্নান বানুর বিরুদ্ধে থ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। গত বুধবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ

পৃষ্ঠা ২০



ভারত থেকে ফিরে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী তিস্তার পানি আসবেই কেউ আটকাতে পারবে না



ঢাকা, ১২ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের দেশ নিচের দিকে। তাই তিস্তা দিয়ে পানি আসবেই। কেউ তা আটকে রাখতে পারবে না। তিস্তা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাকে বলেছেন, তার সরকার ও আমাদের সরকার ক্ষমতায় থাকতেই তিস্তা চুক্তি

হবে। শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থ রক্ষা আমরা করতে জানি। আমার জীবন থাকতে দেশের স্বার্থবিরোধী কোন কিছুই হতে দেইনি, হতে দেবোও না। শেখ হাসিনা কখনো দেশ বেঁচে না; বরং যারা রাজনীতিতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তারাই দেশ বেঁচে।'

গত মঙ্গলবার বিকালে গণভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। নিজের সদ্যসমাগত ভারত সফরের অভিজ্ঞতা জানাতে ঢাকা এই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যের

পর প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

'আরো ৫ বছর ক্ষমতায় থাকতেই

পৃষ্ঠা ৩৮



শেখ হাসিনা ভারত থেকে খালি
হাতে ফিরেছেন- খালেদা জিয়া

MADISON
STEAK & LOBSTER

**FREE PARKING
AVAILABLE**

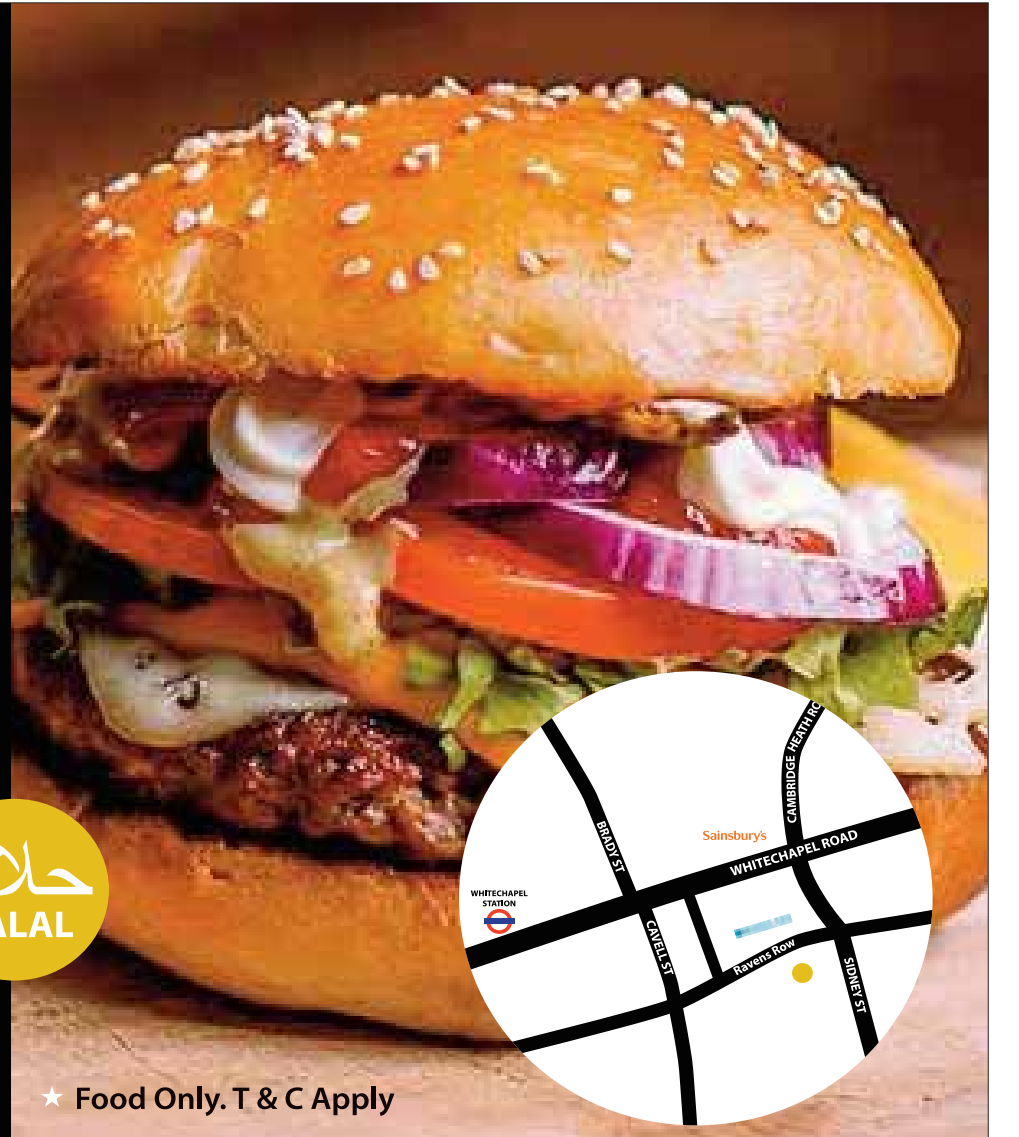
Tel: 020 7247 0679

51 Raven Row, London E1 2EG

www.madisonsteakandlobster.com



★ Food Only. T & C Apply



খুলনা সিটি করপোরেশন চেয়ার ঠিক থাকলেও কাজ করতে পারছেন না মেয়র

ঢাকা, ১২ এপ্রিল : দায়িত্ব নেওয়ার ২ বছর ১ মাসের মাথায় সাময়িক বরখাস্ত হন। নাশকতার মামলায় ২৮ দিন জেল খাটেন। এরপর আইনি লড়াইয়ে জিতে চেয়ার ফিরে পান। তিনি হলেন খুলনার মেয়র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি। কিন্তু ক্ষমতা ফিরে পেলেও রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপে তিনি এখন কোণঠাসা। গত সাড়ে তিন বছরে তিনি নগরের উন্নয়নে তেমন কিছুই করতে পারেননি। নগর ঘুরে দেখা গেছে, ফুটপাথগুলোর বেশির ভাগই স্থায়ী-অস্থায়ী ব্যবসায়ী এবং নির্মাণসামগ্রীর দখলে চলে গেছে। দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে হাটের জায়গা। একটু বৃষ্টিতেই সড়ক তলিয়ে যায়। ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ে পানি। যেখানে-সেখানে আবর্জনার স্তুপ। সঙ্গে যানজট তো আছেই। পিটিআই মোড়, নিরাল মোড়, ফারাজীপাড়া মোড়, নতুন বাজার, তেঁতুলতলা মোড়, কদমতলা, হোটেল সিটি ইনের বিপরীত পাশে ও জিলা স্কুলের সামনে বর্জ্য পড়ে থাকে সারা দিন। এ ছাড়া নগরের বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটির নিচে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখতে দেখা যায়। এসব এলাকা দিয়ে চলাচলের সময় পথচারীদের বিড়ম্বনা পড়তে হয়। এ বিষয়ে মেয়র মনিরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, খুলনা শহরে জলাবদ্ধতা অনেক পুরোনো সমস্যা। তা ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত শহর খুলনা। অনেক পুকুর ও খাল ভরাট হয়ে গেছে। এখানকার নালাগুলো তুলনামূলক ছোট ও সেকেলে। বৃষ্টির সময় যদি নদীতে জোয়ার থাকে, তখন বৃষ্টির পানি অপসারিত হতে একটু সময় লাগে। তবে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

খুলনা সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা আনিছুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, পিটিআই মোড়, জিলা স্কুল, হোটেল সিটি ইনের বিপরীতে, নিরাল মোড়সহ কিছু জায়গায় জমি না পাওয়ায় সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) তৈরি সম্ভব হচ্ছে না। এগুলো তৈরি হলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আসবে। আর রাতে বর্জ্য অপসারণের কাজ কিছুটা শুরু হয়েছে। উন্নয়ন না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে মেয়র বলেন, সাড়ে তিন বছরে কোনো সরকারি প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া যায়নি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি থেকে পাওয়া খোক বরাদ্দও প্রতিবছর কমছে। সর্বশেষ ২০১২ সালের অক্টোবরে নগরের বিভিন্ন সড়ক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। সিটি করপোরেশন সূত্র জানায়, পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্প দাখিল করা হলেও একটিও মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেনি। চলতি অর্থবছরেও অনুমোদনের জন্য চারটি প্রকল্প জমা দেওয়া হয়েছিল। এগুলোরও অনুমোদন মেলেনি। বর্তমানে সিটি করপোরেশনে সরকারি অর্থায়নে ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পটি চালু আছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটি শেষ হবে। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) জেলা সম্পাদক কদরত ই খুদা বলেন, একটি প্রকল্প জমা দেওয়ার পর তা পাস করতে বিভিন্ন দপ্তরে জোর তদবির করতে হয়। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হয়নি। তা ছাড়া সরকারের সঙ্গে মেয়রের সম্পর্ক ভালো না থাকাও একটা কারণ। নাগরিক নেতা ও বিশিষ্টজনেরা যা বলেন গত প্রায় চার বছরে নগরে দৃশ্যমান উন্নয়ন না থাকায় ও নতুন কোনো

প্রকল্পের অনুমোদন করতে না পারায় মেয়রের ওপর অনেকটাই ক্ষুব্ধ নাগরিক নেতা ও বিশিষ্টজনেরা। শুধু রাজনৈতিক কারণেই মেয়র কাজ করতে পারছেন না, এমনটা মানতে নারাজ তাঁরা। শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির বলেন, রাজনৈতিক চাপের কারণে খুলনার মেয়র মনিরুজ্জামান অনেকটা নিষিক্রয়। সিটি করপোরেশনে পারিষদদের মধ্যে বড় অংশটি সরকারের বাইরে থাকা দলের। এ জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তৎকালীন খুলনা পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান এনায়েত আলী বলেন, এটা ঠিক, রাজনৈতিক কারণে চাইলেও মেয়র অনেক কিছু করতে পারছেন না। তাঁর কাজ বর্তমানে অনেকটা গতানুগতিক। সাবেক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি তালুকদার আবদুল খালেক বলেন, 'সিটি করপোরেশনে যে রকম উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। আমার সময়ের কিছু সরকারি ও দাতা সংস্থার প্রকল্প চলছে। সেগুলোর গুণগত মান ভালো না। এ কারণে নতুন কোনো প্রকল্প অনুমোদন দিতে আগ্রহী হচ্ছে না মন্ত্রণালয়।' এসব ব্যাপারে মনিরুজ্জামান বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অনেক কাজ হয়েছে। এখনই সব কাজের মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া ধারাবাহিকতা না থাকলে অনেক কিছু থমকে যায়। সিটি করপোরেশনের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, অনেক সিদ্ধান্ত মেয়র নিজের মতো করেই নেন। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় থাকে ধীরগতি। বর্তমানে তিনি খুব হিসাব-নিকাশ করেই চলছেন। একদিকে দল, অন্যদিকে মেয়র পদে নতুন কোনো বামেলায় না জড়াতে তিনি সদা সতর্ক। এ জন্য সিটি করপোরেশনে বিভিন্ন সময় সরকারি দলের অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের টেন্ডারবাজি ঠেকাতে তিনি শক্ত ভূমিকা নিতে পারেন না। এ ছাড়া সরকারদলীয় কর্মকর্তা-

বাংলাদেশে আপত্তিকর পোস্ট সরাবে ফেসবুক

ঢাকা, ১১ এপ্রিল : নারীর প্রতি সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় উগ্রবাদ সম্পর্কিত যে কোনো ধরনের পোস্ট আবেদনের প্রেক্ষিতে অপসারণ করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক রাজি হয়েছে। এসব বিষয়ে ফেসবুকে পোস্টদাতাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রতিনিধি দল যাবে। আমরা যা চেয়েছি প্রায় সব বিষয়ে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সম্মত হয়েছে। আমরা যদি ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি তাহলে প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে যে কোনো সুবিধা পেতে পারি। এখন তারা কতটুকু বাস্তবায়ন করবে তা পর্যালোচনার বিষয়। ৩০শে মার্চ সিঙ্গাপুরে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল বৈঠক করে। ওই বৈঠক নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। এসময় তিনি বলেন, ফেসবুকে আমাদের সংসদ সদস্যদের নামে ভুয়া ফেসবুক আইডি আছে। আমরা তালিকা পাঠালে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ ভুয়া আইডিগুলো বন্ধ করে দেবে। এ জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে স্পিকারের কাছে তালিকা চাওয়া হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি এ তালিকা পাওয়া যাবে তত তাড়াতাড়ি পাঠানো হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তারানা হালিম জানান, তারা আন্তরিক। কোনো রকমভাবে জঙ্গিবাদকে সমর্থন করেন না। জঙ্গিবাদকে উৎসাহ প্রদান করে এমন কন্টেন্ট নিয়ে অত্যন্ত চেষ্টার ফিরে পান তিনি।

জঙ্গিবাদী ও ধর্মীয় উগ্রবাদী বিভিন্ন পোস্টের বিষয়ে তারা বলেন, সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অপসারণ করবেন। এদিকে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিতে যাচ্ছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। তারানা হালিম বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্ট বা ভিডিও'র মাধ্যমে যে সহিংসতা হয়, এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ফেসবুক, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিভিন্ন নারী সংগঠনের সঙ্গে একটি দৃশ্যমান কর্মসূচি গ্রহণ করবে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ যে সচেতনতার আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে সেটি খুব দৃশ্যমান হবে। ফেসবুক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) বুস্ট করার জন্য বাংলাদেশে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যে সমস্ত এসএমই আছে সেগুলো কিভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করে আরো প্রসার ঘটানো যায়, এ বিষয়ে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ দৃশ্যমান সহযোগিতা বৃদ্ধি করবে। ফেসবুকের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের মামলার তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ফোকাল পয়েন্টদের নাম ফেসবুকের কাছে পাঠানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পুলিশ হেড কোয়ার্টার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ডিবি পুলিশ, সিআইডি, র‍্যাব, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন থেকে ফোকাল পয়েন্ট পাঠাবেন, যা ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবো।

FOR LOCAL PEOPLE

GREEN VISION TRAINING

DISTANCE LEARNER

GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

ONSITE

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:

Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170

Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk

241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

06 cont

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES

- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES

- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are OCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965

Business Development Centre, UNIT 7
7-5 Greatorex Street, London E1 5NF

Info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

CDH-Registered Centre

Highfield

ncfe.

ASDAN

Plumber 24/7

Bathroom & Kitchen installation specialist

- Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer
- Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

Mobile- 07957 148 101

Local engineer for you

মোবাইল কোম্পানিগুলোর ক্ষমতার উৎস কোথায় কাউকে পরোয়া করে না তারা

ঢাকা, ১২ এপ্রিল : মোবাইল ফোন অপারেটররা কাউকেই পরোয়া করছে না। কোনো নির্দেশনাও মানছে না তারা। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। কোম্পানিগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে দেশের ১৩ কোটি গ্রাহক। দিনের পর দিন তাদের সেবা তলানিতে এসে ঠেকেছে। হরিলুটের মতো করে টাকা কেটে নিচ্ছে। কিভাবে টাকা কাটা হচ্ছে তার হিসেবও দিচ্ছে না তারা। কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় দিনের পর দিন তারা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিকার চাইলেও কোনো ব্যবস্থা হয় না। অনেক গ্রাহক প্রতারণিত হয়ে কার কাছে যাবে তাও বুঝতে পারে না। অরাজকতা এমন পর্যায়ে ঠেকেছে যে এ নিয়ে আন্দোলনে নামার কথাও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উঠে আসছে। অনেকের প্রশ্ন- মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর ক্ষমতার উৎস কোথায়? অনেক গ্রাহক তাদের ‘নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া’ কোম্পানি বলেও আখ্যায়িত করছেন। তাদের মতে, ভারতীয় উপমহাদেশে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে তখন তারা সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন চালিয়ে অর্থ লোপাট করে নিয়ে যেত এবং সমাজের মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠীকে তারা বিশেষ সুবিধা দিত। এখনও মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো একইভাবে মানুষের পকেট কেটে টাকা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। এখনও কিছু মুষ্টিমেয় লোক ‘নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া’র কাছ থেকে সুবিধা পাচ্ছে। দেশে বর্তমানে ৬টি মোবাইল ফোন কোম্পানি।

এর মধ্যে ৫টি বেসরকারি ও একটি রাষ্ট্রীয়। বেসরকারিগুলো হলো গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, রবি, এয়ারটেল ও স্টিসেল। আর রাষ্ট্রীয় কোম্পানি টেলিটক। এর মধ্যে রবি ও এয়ারটেল সম্প্রতি একীভূত হয়েছে। স্টিসেলের অপারেশন নেই বললেই চলে। ১৯৮৯ সালে স্টিসেল এশিয়ায় প্রথম মোবাইল ফোন অপারেটর হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৭ সালে যাত্রা শুরু করে গ্রামীণফোন। এরপর আসে অন্য অপারেটরগুলো। এই যাত্রার পর থেকে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিনিয়তই নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর কাছে। কোনো নির্দেশনাই তারা মানেন না। এ নিয়ে বিটিআরসি থেকে বারবার তাগাদা দেওয়া হলেও জবাব আসে না। সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, বিটিআরসির চেয়েও উপর মহলে তারা যোগাযোগ রক্ষা করে। তাহলে বিটিআরসির নির্দেশনা কেন মানতে হবে? তারা সরকারকে সর্বোচ্চ ট্যাক্স দেয়। সরকারের অনেক উর্ধ্বতন তাদের উলটো তোষামোদ করে চলে। ফলে তারা এই ধরনের নির্দেশনা মানতে বাধ্য নয়। একজন গ্রাহক বলেন, কয়েকদিন আগে একটি মোবাইল ফোন কোম্পানির ধানমন্ডি কাস্টমার সেন্টারে তিনি ফোন করেছিলেন। নেটওয়ার্ক ঠিকমতো না পাওয়ার অভিযোগ জানান তিনি।

জবাবে কাস্টমার সেন্টার থেকে তাকে জানানো হয়, এই এলাকায় আমাদের টাওয়ারের যে ধারণক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি গ্রাহককে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই ঠিকমতো নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা উপর মহলে বিষয়টি জানিয়েছি। আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতেও মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর অরাজকতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানেও কঠোরভাবে তাদের মনিটরিং করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনে বিটিআরসি গণশুনানির আয়োজন করেছিল। সেখানে অনেক গ্রাহক তাদের ক্ষোভের কথা বলেন। একজন আইনজীবী তো তাদের ব্রিটিশ বেনিয়া আখ্যায়িত করেন। আরেকজন তাদের কাবুলিওয়ালা বলে সম্মোদন করেন। তারা মানুষের পকেট থেকে টাকা কেটে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই চোখ বন্ধ করে আছে। মোবাইল কোম্পানিগুলোর টাকা কাটতে বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তারা। তার একটি হলো- কল সেন্টারে ফোন করা হলে প্রথম মিনিট ফ্রি। এরপর থেকে দুই টাকা করে মিনিটে কাটে। কিন্তু কেউ কাস্টমার সার্ভিসে ফোন দিলে তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে তার তিন-চার মিনিট লেগে যায়। ততক্ষণে ওই ব্যক্তির মোবাইল ফোন থেকে ১০/১২ টাকা কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এর কোনো

প্রতিকার নেই। গতকাল ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর উপর মানুষ চরম বিরক্ত। তারা প্রতিকার না পেয়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের সরণাপন্ন হচ্ছেন। যেভাবে গণজাগরণ মঞ্চের তৈরি হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই ফেসবুকে সংগঠিত হচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। সব ধর্মের, সব পেশার, সব মতের মানুষ এই একটি জায়গায় একমত হয়েছেন। কারণ তাদের সবার মধ্যেই ক্ষোভ। তাদের মতে, এভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোর এই অরাজকতা থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য সরকারিভাবেই উদ্যোগ নিতে

হবে। এখন প্রশ্ন হলো-কীভাবে এটা আলোচনায় এলে সরকার উদ্যোগী হবে সেটাই আলোচনা করে বের করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মোবাইল কোম্পানিগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বাংলাদেশের চিত্র পুরো উলটো। মোবাইল অপারেটরদের ভাবটা এমন যে, তারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের ট্যাক্স না পেলে সরকার বাজেট দিতে পারবে না। সংশ্লিষ্ট একজন বলেন, যখন মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো ছিল না- তখন কি সরকার বাজেট দেয়নি? তখন কি দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলেনি? তাহলে এখন কেন তাদের এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাদের অতি মাত্রায় গুরুত্ব দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের পকেট কাটার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে বের হওয়া দরকার।

নববর্ষে ইলিশ না খাওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, ১২ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পহেলা বৈশাখে ইলিশ খাওয়া পরিহার করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত মঙ্গলবার ভারত সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা উপলক্ষে গণভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণার পর সাংবাদিকরা যখন আসন ছেড়ে উঠতে শুরু করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী অকস্মাৎ বলেন, কথা আছে, কথা আছে। এ সময় তিনি দাঁড়িয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে পহেলা বৈশাখে ইলিশ না খাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা ইলিশ খাবেন না, ইলিশ ধরবেন না। এ সময় প্রধানমন্ত্রী পহেলা বৈশাখের একটি খাদ্য তালিকাও দিয়ে দেন। এই তালিকায় রয়েছে খিচুড়ি, সবজি, মরিচ ভাজা, ডিম ভাজা ও বেগুন ভাজা।



BEANIBAZAR UPOZILA PROGOTI EDUCATION TRUST (UK)

নব-নির্বাচিত কার্যকরী কমিটির

অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

INAUGURATION CEREMONY & CULTURAL PROGRAMME 2017

You are cordially invited to attend the Committee Inauguration Ceremony & Dinner of Beanibazar Upozila Progoti Education Trust (UK). This will be attended by many media personals, businessmen and other community activists.

Date: Monday 17th April 2017
Time: 5:30pm
Venue: Royal Regency Banqueting Hall
501 High Street North, Manor Park
London E12 6TH

Chief Guest: **Mr John Biggs**
Executive Mayor
London Borough of Tower Hamlets

Special Guests: **Mr Pasha Khandaker**
President, BCA
Mr Syed Nahas Pasha
President, London Bangla Press Club

R.S.V.P

Habibur Rahman Moyna
Mohammed Samim Ahmed
Moynul Hoque

- President 07931 455 592
- General Secretary 07949 882 527
- Treasurer 07411 966 416



www.bupet.co.uk
info@bupet.co.uk

সিলেটের 'আতিয়া মহল' বিধ্বস্ত পাঁচতলা ভবনে কান্না আর উচ্ছ্বাস

সিলেট, ১২ এপ্রিল : ভবনের বাইরের দিকের দেয়ালগুলো কোনোটিই অক্ষত নেই। বাইরে থেকে চোখে পড়ে, ভবনের দ্বিতীয় তলার বাথরুমের মেঝের অর্ধেকটা নেই। বাকি অর্ধেক অনেকটা শূন্যে ঝুলে আছে কমেড। তৃতীয় তলার একটি কক্ষের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে পিলারগুলো। অর্ধেক ভেঙে যাওয়া পিলার বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে বাকি হয়ে। কোনো ফ্ল্যাটের বাথরুম ও ছোট্ট ব্যালকনির অস্তিত্বই নেই। কোথাও পিলারের ভেতরের রড বেরিয়ে আছে, কোথাও বেকে আছে। ঝুলে থাকা ছাদ যেন খুলে পড়বে যেকোনো সময়।

প্রথম দেখায় আতিয়া মহলকে মনে হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত কোনো দেশের বোমা হামলায় ক্ষতিবিক্ষত কোনো পরিত্যক্ত ভবনের মতো। জঙ্গি নির্মূল অভিযান শুরুর ১৯ দিন পর গতকাল মঙ্গলবারই প্রথম ভবনটিতে বাসিন্দাদের প্রবেশের অনুমতি দেয় প্রশাসন।

বাইরে থেকে যতটা বিধ্বস্ত দেখায় তার চেয়ে কয়েকগুণ ভয়াবহ অবস্থা ভবনের ভেতরের। বোমার বিস্ফোরণে নিচতলার দেয়ালগুলো কালো হয়ে আছে। বিশেষ করে নিচতলার যে ফ্ল্যাটে জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ। সদর দরজা ভাঙা, ভেতরের দেয়ালগুলো বিস্ফোরণে কালো হয়ে গেছে। তাতে লেপ্টে আছে বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া বিভিন্ন জিনিস। এতই বিকট যে এখন আর দেয়ালের প্রকৃত রং আঁচ করার উপায় নেই। ফ্ল্যাটের ভেতর কিছুই নেই। বিস্ফোরণের আঘাতে ছাদে ঝুলে থাকা সিলিং ফ্যানের পুরোটাই গুঁড়া গুঁড়া হয়ে গেছে, কেবল ঝুলে আছে মূল কাঠামোর সঙ্গে ফ্যানের কয়েলের অংশবিশেষ। যেন বিস্ফোরণের ভয়াবহতা জানাতে এটা টিকে আছে।

এই ফ্ল্যাটের মতো না হলেও পুরো ভবনই কমবেশি বিধ্বস্ত। এখানে-ওখানে ভাঙা দেয়াল, ভবনের কক্ষগুলোতে ভাঙাচুরা, এলোমেলো পড়ে থাকা আসবাব দেখে মনে হয় ভেতরে রীতিমতো ঝড় বয়ে

গেছে।

দীর্ঘদিন পর নিজেদের আবাসস্থলে ফিরে বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। নিঃস্ব হওয়ার যন্ত্রণায় কেউ হাউমাউ করে কাঁদছেন, কেউ গুঁড়িয়ে যাওয়া আসবাবের মধ্যে মূল্যবান গহনা খুঁজে পাওয়ার আনন্দে নেচে উঠছেন। আবার কেউ নির্বাক পাথর যেন।

গতকাল সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ী এলাকায় 'আতিয়া মহল' ঘুরে দেখা গেছে এমন চিত্র। পাঁচতলা ভবনের তৃতীয় তলার ১৩ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতেন শাহানা বেগম। পেশায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফেঞ্চুগঞ্জের প্রধান সহকারী তিনি। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল ভবনের মতো তিনিও বিধ্বস্ত। ফ্ল্যাটের করণ দশা দেখে তাঁর কান্না থামছিলই না।

কান্না ভেজা কণ্ঠে শাহানা বেগম কালের কণ্ঠকে বললেন, 'প্রতিদিন অফিস এক-দুই ঘণ্টা করেই এখানে ছুটে এসেছি। দাঁড়িয়ে থেকেছি দিনের পর দিন। আজ (গতকাল মঙ্গলবার) যখন ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেল, তখন বুকটা কাঁপছিল। ভবনের কাছাকাছি এসে বাইরে থেকে ভেতরের কিছু অংশ দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম-সব শেষ।'

শাহানা বেগম 'আতিয়া মহলে' উঠেছিলেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে। পারিবারিকভাবে তাঁর বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ায় গ্রামের বাড়ি ছেড়ে এখানে উঠেছেন সপরিবারে। আগামী ২৪ এপ্রিল বিয়ে। সব চলছিল যথারীতি। কিন্তু ঠিক এক মাস আগে গত ২৪ মার্চ জঙ্গি নির্মূল অভিযান তাঁর সব কিছু এলোমেলো করে দিয়েছে।

গৃহস্থালির সামগ্রী সংগ্রহ করা শাহানার শখ। যেখানে যান পছন্দের কিছু পেলেই কিনে আনেন। ঘরের মধ্যে দুমড়ে যাওয়া একটা স্টিলের শোকেস দেখিয়ে বললেন, 'এখানে সাজিয়ে রাখা ছিল আমার শখের ক্রোকারিজগুলো। তার মধ্যে একটা বাকি কিছু স্বর্ণ রাখা ছিল। এনগেজমেন্টের সময় স্বস্তরবাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছিল। এসে দেখি কিছুই নেই।' এতটুকু বলেই

সোনার গয়না রাখার শূন্য দুটি ব হাতে নিয়ে শব্দ করে কাঁদতে শুরু করেন তিনি। কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন, সোফা, টেলিভিশন, ফ্রিজ, খাট কিছুই অক্ষত পাইনি। সব কিছু তখনই হয়ে গেছে। নিজের প্রাতিষ্ঠানিক সনদপত্র, অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুই বছরের কাজের মূল্যায়নের (এসিআর) কাগজসহ অনেক জরুরি কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে।

শাহানার মতো প্রায় সব হারিয়েছে অন্তত ১২টি পরিবার। কেউ হয়তো কিছু আসবাব অক্ষত পেয়েছে, কেউ কিছু জামাকাপড়। বিশেষ করে ভবনের প্রথম তিনটি তলার বাসিন্দাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি। ভবনটির দ্বিতীয় তলার ৭ নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম পেশায় সেন্টার ফ্রেশের বিক্রয় ব্যবস্থাপক। 'আতিয়া মহলে' ফিরে নিজের ঘরে কিছুই পাননি জানিয়ে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আসবাব, ফ্রিজ, টেলিভিশন তো একেবারে শেষ। ঘরে তিন ভরি স্বর্ণ আর নগদ ৩৮ হাজার টাকা ছিল, সেগুলোও নেই।'

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দক্ষিণ সুরমার ইনাত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কান্তা ভট্টাচার্য। থাকতেন 'আতিয়া মহলের' চতুর্থ তলার ১৯ নম্বর ফ্ল্যাটে। তিনি বললেন, 'সোফা ভেঙে গেছে, কুশন আঙনে জুলেছে। একটি খাট ছাড়া বাকি আসবাব, টিভি সবই নষ্ট হয়ে গেছে। টাকা ও স্বর্ণ ছিল। কিছু পেয়েছি, কিছু পাচ্ছি না।' স্বামী ও তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সনদপত্রসহ জরুরি কাগজগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বলে তিনি জানান। এরপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'জিনিসপত্র যাক, বেঁচে যে আছি এটাই অনেক।'

তবে তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বাসিন্দার সংখ্যাই বেশি। দ্বিতীয় তলার বাসিন্দা বাসন্তী রানী দেব বলেন, 'দেয়াল ভেঙে গেলেও আমাদের আসবাব তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রান্নাঘর একেবারে গুঁড়িয়ে গেলেও বাকি কক্ষগুলোর আসবাব ঠিক আছে।' তবে ঘরে রাখা তিন লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র খুঁজে পাচ্ছেন না বলে তিনি জানান।

জোবায়দা রহমানকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

ঢাকা, ১২ এপ্রিল : বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে সম্পদের তথ্য গোপন মামলার রুল খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। একই সঙ্গে আগামী ৮ সপ্তাহের মধ্যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে মামলা পরিচালনার জন্য বিচারিক আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণ দেবনাথের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

এ বিষয়ে জোবায়দা রহমানের আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলছেন, জোবায়দা রহমান দেশের বাইরে আছেন তাই আদালত আট সপ্তাহের সময় দিয়েছে, যেন কোনো রকম বাঁধাবিধন ছাড়া বিচারিক আদালতে গিয়ে তিনি মামলা পরিচালনা করতে পারেন। তিনি বলেন, তিনি এখন বিদেশে আছেন এবং এ মামলায় তিনি জামিনে আছেন এবং হাইকোর্ট তার জামিন বহাল রেখেছেন। হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে জোবায়দার সঙ্গে আলাপ করে আপিলের সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও তিনি জানান।

গত ১০ জানুয়ারি এ মামলার রুলের চূড়ান্ত শুনানি শেষে রায়ের জন্য (সিএডি) যেকোনো দিন ঘোষণার করা হবে মর্মে তারিখ ধার্য করা হয়। এর আগে গত বছরের ০২ নভেম্বর বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি জে বি এম হাসানের হাইকোর্ট বেঞ্চের একজন বিচারপতি এ মামলা শুনতে বিরতবোধ করে



মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানোর আদেশ দেন। আইন অনুসারে পরবর্তীতে তৃতীয় বেঞ্চ গঠন করে শুনানির জন্য পাঠান প্রধান বিচারপতি।

আদালতে জোবায়দা রহমানের পক্ষে ছিলেন এজি মোহাম্মদ আলী, অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল।

দুদকের পক্ষে ছিলেন খুরশীদ আলম খান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল শেখ একেএম মনিরুজ্জামান কবির।

২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ঘোষিত আয়ের বাইরে ৩৫ কোটি টাকার মালিক হওয়া ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে রাজধানীর কাফরুল থানায় এ মামলা দায়ের করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মামলায় তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমান ও শাওন্ডী ইকবাল মান্ন বানুকে আসামি করা হয়। পরে একই বছরে জোবায়দা রহমানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এর বিরুদ্ধে আপিল করা হলেও আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন। কিন্তু এ মামলায় আসামিপক্ষ দুদককে পক্ষভুক্ত করেননি।

একাউন্টেন্ট প্রয়োজন?

তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্ত

HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs

Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843

69 Vallance Road
London E1 5BS

Mr. Abul Hyat Hossain

We are registered licence holder in public practice

E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk

Our Popular Services

- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

খোঁয়াজ জুয়েলার্স

Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers

পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।

আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।

310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY

'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!

Paying too much?

Example, আমাদের অনেক কাস্টমার ৪/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিচ্ছেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।

Serving for last 8 years

TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typing (e3 cheap car insurance broker))

আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main Insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।

Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com

(We do not help CAB/TRADE Insurance)

IMRAN TRAVELS

Established Agent serving the community since 1996

Appointed Agent

We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj

■ Umrah fare from £330
■ Complete package from £595 (Minimum 4 person, 5 nights)

T: 0207 375 0800
M: 07984 959 885
07828 235 600

273A Whitechapel Road, London E1 1BY
www.imrantravels.co.uk, E: imrantravels@hotmail.com

Direct Sylhet from £390+Tax
From January 2017

QATAR AIRWAYS القطرية

Dhaka return from £475
Terms & Conditions apply

We are open 7 days a week

Low cost travel agent

Hajj & Umrah Specialist

ইমাম, খতীব ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি পরামর্শ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

হিব্বুত-তাহরীর ব্রিটেন-এর পক্ষ থেকে মুসলিম সংগঠনের সদস্য, মসজিদের ইমাম, খতীব ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতি একটি পরামর্শ। গত কয়েকদিনে ওয়েস্টমিনস্টারে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের মুসলমান কমিউনিটি আবারও একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে পুলিশের নথি অনুযায়ী জানা যায় যে, আক্রমণকারীর অভিপ্রায় কখনো প্রকাশ পাবেনা এবং আক্রমণকারী একাই এই ঘটনার জন্য দায়ী। এ ঘটনায় অন্য কেউ জড়িত ছিলো না। এ সত্ত্বেও ঘটনাটির পর পরই এটি একটি ইসলামী সন্ত্রাসবাদী হামলা হিসেবে রিপোর্ট করা হয়। নানা ধরনের প্রচারণা শুরু হয় বিভিন্ন ইসলামিক আদর্শ ও কথিত “মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলবাদ বৃদ্ধি”কে প্রশ্ন করে।

তা সত্ত্বেও, ঘটনার আশু পরবর্তীকালে এটি একটি ইসলাম অনুপ্রেরিত ‘সন্ত্রাসী’ ঘটনা হিসেবে প্রতিবেদন করা হয়েছে এবং একই সাথে ইসলামের মূল আদর্শকে প্রশ্নবদ্ধ করে ও মুসলিম সমাজকে মৌলবাদীতা ও উগ্রপন্থার অনুপ্রেরক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়।

এমন একটি পরিবেশে মুসলিম সম্প্রদায় ঘটনাটির নিন্দা জানানোর জন্যে অনেক চাপের সম্মুখীন হয়, যদিও পুরো ঘটনাটির সত্যতা তখনও জানা যায়নি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই রকম নৃশংস ভাবে মানুষ হত্যা ইসলামে ভিত্তিহীন। তাই মুসলমানদের তাদের সুন্দর ধর্মকে এই মিথ্যা অপবাদ থেকে পৃথক করার প্রাকৃতিক ইচ্ছাটা স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রায় সবধরনের নিন্দাবাদগুলোই, চাপ এবং ভয়ের মুখে অনেকটা ক্ষমা চাওয়ার মতোই ছিল। বড়ো সমস্যা হলো এই ধরনের জনসম্মুখে প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ক্ষতিকর পরিণতি নিয়ে আসতে পারে।

প্রথমত, সমাজের বিশিষ্ট মুসলমানদের এই ধরনের প্রকাশ্য নিন্দাবাদ, এই ধারণাকে দৃঢ় করে যে, মুসলমানদের কৈফিয়ত দেওয়া বা ক্ষমা চাওয়ার কারণ আছে এবং এটি অযোযিতভাবে প্রমাণ করে যে মুসলমানদের সমষ্টিগতভাবে দোষ শিকারের ও প্রয়োজন আছে। সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই ধরনের নিন্দাবাদ বা কার্যকলাপ থেকে অমুসলিমরা ভাবে যে, মুসলমানদের তাদের নিজেদের বিবেকের কাছে দোষী বলই তারা বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ধারা তাদের নিরীহতা প্রমাণ করতে চায়।

এই ধরনের কার্যবলী মূল সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণকে মিথ্যা দৃষ্টতা দিয়ে ঢেকে রাখায় বলবৎ করে। মুসলিম বিদ্বৈষী লোকজন এবং নীতি নির্ধারকরা এর সুবিধা নিয়ে এই প্রমাণ করতে চায় যে, ইসলামী ধারণাই সহিংসতার সৃষ্টি করে। ব্রিটেনে “প্রিভেন্ট” নামক কৌশল এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তাদের কার্যকলাপ চালায় যে, একজন লোক যত বেশি ইসলামিক সে তাদের জন্যে তত বড় সম্ভাব্য রাজনৈতিক হুমকি। তাই এই ধরনের প্রকাশ্য নিন্দাবাদ মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজেদের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

এই ব্যাপারগুলো আমরা সম্প্রতি এবং অতীতে লক্ষ্য করেছি। আমরা শুনেছি বহু কণ্ঠ যারা “প্রিভেন্ট” প্রোগ্রাম এর বিপক্ষে কথা বলেছে, যাকে তারা অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং অনধিকারমূলক ভাবে আখ্যায়িত করেছে, কিন্তু এখন রাজনীতিবিদরা সেই “প্রিভেন্ট” প্রোগ্রাম এবং আরো নজরদারী ক্ষমতার জন্য লবিং করে বেড়াচ্ছে।

কিছু মুসলিম তাদের নিতান্ত অবস্থায় মৌলবাদী আখ্যা থেকে বাঁচার জন্য অন্য মুসলিমদেরকে চরম মৌলবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করছে। এই ধরনের কার্যকলাপ শুধু মাত্র অমুসলিমদের মিথ্যা অপবাদকেই বলবৎ করেনা বরং এটা তার মুসলিম ভাইদেরকে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করে।

দ্বিতীয়ত, এ ধরনের প্রবলভাবে দোষারোপ করার প্রবণতা আমাদেরকে বিশ্বের অস্থিতিশীলতার মূল কারণসমূহ যেমন যুদ্ধ, দখল, অত্যাচার, অবিচার এবং মুসলিমদের জন্য দ্বৈত নীতি থেকে বিভ্রান্ত করে রাখে। এই ধরনের ক্ষমা প্রার্থনাকারী এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি পরিষ্কার অসংযোগ লক্ষ্য করা যায়। যখন কিছু মুসলিম ওয়েস্টমিনস্টারের ঘটনার জন্যে তাদের নিন্দাবাদে বহাল থাকে পুরো দেশে তখন তাদের প্রতিবাদি কণ্ঠ এই ঘটনা থেকে ব্রেস্ট্রিটে সরিয়ে নেয়। দেখা যায় যে, মুসলিমরা যখন তাদের স্বনির্দেশকারী নিন্দাবাদে লিপ্ত তখন জনগণ তাদের বাস্তব জীবন পরিবর্তনকারী সমস্যার সমাধান নিয়ে বিক্ষোভে ব্যস্ত।

তৃতীয়ত, এইসব কারণগুলোকে প্রাধান্য না দেয়ায় আমরা আমাদের সমাজে ব্যর্থ হয়েছি, আমাদের সমাজে আজ অনুভব করে তাদের পক্ষে বলার কোন প্রকাশ্য বক্তা নাই। যখন ওয়েস্টমিনস্টারে চারজন মানুষ দুঃখজনকভাবে অপহৃত হয়েছে তখন একই সময়ে দুইশত নিরীহ মানুষ মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিমান হামলার দ্বারা মসুল-এ খুন হয়েছে। যারা কিনা ওয়েস্টমিনস্টারের ঘটনার জন্য প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ চালিয়ে গিয়েছেন, তাদের মধ্যে কয়জন মুসলিম নেতা বা প্রভাবশালী লোকজন এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন?

আমাদের মুসলিম উম্মার প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তা আমরা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে দিই যখন আমরা ইরাক, মায়ানমার, ইয়েমেন, সোমালিয়া, সিরিয়ার মুসলিমদের অবস্থাকে উপেক্ষা করি। তারা কি এইভাবে তাদের পরিস্থিতি নীরবে সহ্য করে যাবে এবং তাদের প্রাণ হারানো শুধুমাত্র পরিসংখ্যানে পরিণত হবে?

উপরলিখিত কারণে, অপকটভাবে ক্ষমাপ্রার্থনার মতো নিন্দাবাদ জানানো আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে কোনো সুফল বয়ে আনেনা বরং অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

কোনোভাবেই এটা প্রথম বা শেষ চেষ্টা নয় যার দ্বারা ইসলামকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হবে। এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা চিন্তা এবং প্রতিফলন এর মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করি। যারা গণমাধ্যমে কথা বলেন তাদের নীরব থাকাকাই উত্তম যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তব তথ্য বেরিয়ে আসে।

আমাদের উচিত অলস চিন্তাবাদ এবং সমালোচনাহীন প্রচার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা, যারা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এই ধরনের ঘটনার জন্যে দোষারোপ করে অনুরূপভাবে আমাদের আরো উচিত নীতিনির্ধারকদের মুখোশ খুলে দেওয়া যারা এই ঘটনাগুলোকে তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আমাদের দরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করা যাতে তারা তাদের পরিচিত অমুসলিমদের কাছে দীন ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে পারে এবং তারা যেন গণমাধ্যমের মিথ্যা আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় ইসলাম থেকে দূরে সরে না যায়। আমাদের এ-ও দেখতে হবে যে আমাদের এই সুন্দর ধর্ম এবং জীবনব্যবস্থা, সেকুলার সমাজ সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

আল্লাহ যেন সঠিক এবং উত্তম পথে দৃঢ় রাখেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের নিজেদের জন্যে ক্ষতিকারক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করেন।

‘হে, যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহকে ভয় করো এবং সরাসরি কথা বোলো। তিনি [তারপর] তোমাদের জন্য তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল এর আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে’ (সূরা ৩৩: ৭০-৭১)।

হিব্বুত তাহরীর, ব্রিটেন

২ এপ্রিল ২০১৭

WESTMINSTER LAW CHAMBERS



ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক
সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে
আইনী সেবা দিয়ে আসছেন।

FOR FAST, FRIENDLY & PROFESSIONAL SERVICES

PROPERTY LAW

- ব্যবসা ও লীজ ক্রয় বিক্রয়
- বাড়িঘর ট্রান্সফার
- ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্ট সমস্যা
- বাংলাদেশে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

FAMILY LAW

- ডিভোর্স, প্রপার্টি ও আর্থিক বিষয়
- বাকাদের বিষয়
- ইসলামিক তালাক
- যেকোন ধরনের কেইস

IMMIGRATION LAW

- ইমিগ্রেশন সমস্যা যত জটিল হোক না কেন
- সব ধরনের APPLICATIONS, APPEALS, JUDICIAL REVIEW
- EU SETTLEMENT & CITIZENSHIP
- কাজে থেকতার হলে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা
- LITIGATION

BUSINESS LAW

- Company, Commercial, পার্টনারশীপ ও অন্যান্য Civil Cases
- Motoring & Other Criminal Cases
- সব ধরনের এফিডেভিড, পাওয়ার অব এটর্নি ও Statutory Declarations

243A WHITECAPEL ROAD, LONDON, E1 1DB
TEL: 020 7247 8458

Email: info@westminsterchambers.com
www.westminsterchambers.com

Mobile: 077 1347 1905

mrprinters

digital • design • print • promotional items

QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991

Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.

SPECIAL OFFERS

Roller Banners

from £39

With Stand & Carry Case.
VAT & design extra.
Limited period only

5000 A5 Leaflets

from £65

Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

50,000 A4 Menus

from £600

Printed full colour on 130gsm gloss.
Excludes design and delivery



flair...

creative

- Concepts
- Corporate ID
- Illustration
- Print
- Display
- Web

vibrant...

print

- Menus
- Stationary
- Flyers
- Leaflets
- Posters
- Folders
- Brochures
- Calendars
- NCR Bill Books
- Wedding Cards
- Magazines
- Books

big impact...

displays

- Posters
- Vinyl Banners
- Pull-up Banners
- Pop-up Stands
- Prints on Canvas
- A Boards

020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ



শেখ হাসিনার দিল্লি সফর পানি সমস্যার সমাধান না হওয়া হতাশাজনক

ভূ-আঞ্চলিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের প্রায় ‘একঘরে’ হয়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশে চীনের সম্ভাব্য কৌশলগত প্রভাব বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর নিয়ে দিল্লির দরবারে যে বাড়তি আগ্রহ ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা ছিল তাঁর এই সফরটি অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সুরাহা করে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে ভারতের নিজস্ব প্রটোকল ভেঙে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিমানবন্দরে আসা, অতিথিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে আতিথেয়তার বিশেষ সম্মান দেওয়া, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী ভারতীয় সেনাদের সম্মান জানানোসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় যতটা উচ্ছ্বাস ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়েছে, দুই দেশের আনুষ্ঠানিক বৈঠকে তার প্রতিফলন ততটা ঘটেনি বলেই বিশ্লেষকেরা মনে করেন। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের

বকেয়া সমস্যা তিস্তার পানিবন্টন নিয়ে এবারের বৈঠকেও কোনো সমাধান সূত্র বেরিয়ে না আসা হতাশাজনক। অর্থনৈতিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, মহাকাশ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, গণমাধ্যম প্রভৃতি বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে যেসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে, সেগুলো নিঃসন্দেহ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে। তবে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার বিষয়ে যতটুকু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে এর ব্যাপ্তি বা প্রয়োজনীয়তার বিতর্ক নিরসন হবে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে কোনো একটি দিকে হেলে না পড়ে ‘ভারসাম্য’ রেখে চলাই প্রত্যাশিত। তিস্তার বিষয়ে এবার দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাত বছর আগে ঢাকায় তাঁর পূর্বসূরি মনমোহন সিংয়ের প্রত্যয়েরই পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি বলেছেন, ‘তাঁর এবং শেখ হাসিনার সরকার শিগগির

তিস্তার পানিবন্টনের সমাধান করবে।’ অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তার ব্যাপারে তাঁর আগের অবস্থানে অনড় থেকে বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশকে অন্যান্য নদী থেকে পানি পাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরানোর কৌশল বলেই সন্দেহ হয়। কেননা, অন্য যেসব নদীর কথা তিনি বলেছেন, সেগুলোর পানিপ্রবাহ অভিন্ন নদীগুলোর সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক আলোচনার অংশ। ওই নদীগুলো এমন নয়, যেখান থেকে বাংলাদেশ নতুন করে পানি পাবে এবং তিস্তার ঘাটতি মেটাতে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি সফরের প্রাক্কালে ‘বন্ধুত্ব বহতা নদীর মতো’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। ওই নিবন্ধের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদেরও প্রশ্ন, যেই দুই নিকট প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ভাষা-সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনধারায় এত মিল, তারা কেন পানি সমস্যার সমাধান করতে পারবে না?

ওরা ‘জল’ দেবে না, গোলাবারুদ দেবে

মাসুদ মজুমদার

ওরা ‘জল’ দেবে না, গোলাবারুদ দেবে। সাথে দেবে ফেলানিদের মতো লাশ ও ফেনসিডিল। মানুষ মেরে গরু রক্ষা করবে। শেখ হাসিনার প্রশস্তি গেয়ে বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাবে। শেরেবাংলার বিখ্যাত তত্ত্ব- ‘যখন দেখবে ওরা আমার গুণগান করছে, তখন নিশ্চিত জানবে আমি তোমাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছি’। বঙ্গবন্ধুকন্যা দিল্লির দরবারে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতার মতো দৃঢ়তাটুকুও দেখাতে পারলেন না। সাবাস মমতা, আমাদের স্বার্থ ও অধিকার আমলে নিলেন না, পশ্চিমবঙ্গবাসীকে তো আশ্বস্ত করলেন। ভেবে দেখার বিষয় ছোট দেশ, সক্ষমতা সীমিত, নিরাপত্তা চুক্তির গরজ থাকবে আমাদের, সামরিক সমঝোতার জন্য লালায়িত থাকব আমরা। ভারত কেন এতটা মরিয়া। এ কেমন বন্ধুত্বের যুদ্ধবিলাস! এ ধরনের পরিস্থিতিতেও প্রধানমন্ত্রী কম করে দু’বার প্রকাশ্যে বলেছেন, বিএনপি কিভাবে পড়শি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে বোঝাপড়া করে ক্ষমতায় এসেছিল। সাবেক একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে ঠেকিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করে তথ্য দিয়েছেন- ‘২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এলো। আর সে ক্ষমতায় আসার পেছনে ভালো একটি চুক্তি ছিল, বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ। এই সম্পদ গ্যাস বিক্রি করতে চাইল আমেরিকা, কিনবে ভারত। আমেরিকার কোম্পানি গ্যাস তুলবে, ভারতের কাছে বিক্রি করবে।’ এটি একটি মাত্র উপমা। আমাদের রাজনীতিবিদেরা যখন জনগণের দালালি করেন, তখন সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ কক্ষপের মতো মুখ খোলসের ভেতর ঢুকিয়ে রাখে। জনগণ উপেক্ষিত হলে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি দাপট দেখাতে উপস্থিত হয়। এর প্রমাণ অসংখ্য। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের সময় এরশাদ-রওশন ও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিংয়ের ভূমিকা মঞ্চনাটকের মতোই সরাসরি, প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট। বাংলাদেশের আমজনতা কিছু জানে না, এটা ধরে নেয়া ঠিক নয়। জনগণ অতশত ধার ধারে না, শুধু কে কার দালাল এটা মোটা দাগে বুঝতে চায়। শেখ হাসিনা নিজেকে ভারতের ‘বন্ধু’ ভাবেন, খালেদা জিয়াকে ভাবেন ভারতের ‘দালাল’। নেতা-নেত্রীদের এমন বোকার স্বর্গে বসবাসকে বুদ্ধিজাত ভাবতে চাই না। কারণ, সাউথ ব্লকের অদৃশ্য হাত সম্পর্কে কমবেশি সবার জানা। র-এর পূর্বাপর ভূমিকাও স্পষ্ট। তাঁবেদারদের আচরণও রাখঢাক করে লাভ নেই। তাই কে ভারতের দালাল কে নন- এ বিতর্ক নতুন করে তোলার প্রয়োজন নেই। রাজনীতিতে দালাল শব্দটি সব সময় ছিল, এখনো আছে। রুশ-ভারতের দালাল, মক্কাপন্থী, পিকিংপন্থী চিহ্নিত হতেন অনেকেই। ’৭১ সালে পাকিস্তানি দালাল শব্দটি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত এবং চিহ্নিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সব প্রতিপক্ষ দালাল হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। ’৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়ও দালাল চিহ্নিত করার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যেত। ইংরেজ দালালদের নাম ইতিহাস চিহ্নিত করে রেখেছে। পুরো উপমহাদেশ দেশ বিভাগের সময়টিতে যেকোনো একটি প্রভাব বলয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনির ভেতর ছিল। কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ছিল ইংরেজ শাসনের কমন প্রতিপক্ষ, কিন্তু চিন্তা-চেতনায় পরস্পরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। জনগণও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দুই শিবিরে। কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করত। বাস্তবে কংগ্রেস নেতৃত্ব ছিল হিন্দু জনগোষ্ঠীর আস্থাভাজন ও ভরসাস্থল। অপর দিকে মুসলিম লীগ ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এটা সত্য যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ‘উদার ধর্মপন্থী’ দল হলেও হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ধারণ করা ছাড়া ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে খুব একটা ভাবেনি। সেই দিনের প্রেক্ষাপটে হিন্দুরা কংগ্রেসের, মুসলিমরা মুসলিম

’৭১ থেকে আমরা নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। পাকিস্তান এখন কমপক্ষে দেড় হাজার মাইল দূরে। মনস্তাত্ত্বিক দালালি ছাড়া বাস্তবে পাকিস্তানের দালাল সন্ধান করা রাজনৈতিক বাতিক হতে পারে, এতে অন্য কোনো লাভ নেই। যে ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি, সে একই কারণেই ফেবিয়াও অর্থহীন। লাভালাভের জায়গায় আঞ্চলিক রাজনীতি ও উপমহাদেশের নতুন মেরুকরণের প্রশ্ন জড়িত। তাই দালালির পরিসরও বিস্তৃত অবস্থায় নেই। তাই দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক চুক্তির সমঝোতা স্মারক দ্বিপক্ষীয় বোঝাপড়া ও লাভ-লোকসানের বিষয়। এই বৈষম্যের মধ্যে পাকিস্তান অগ্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতায়ুদ্ধের সময় ভারতের স্বীয় স্বার্থ রক্ষার নেপথ্য ভূমিকা কম পীড়াদায়ক নয়। ভারতের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে আশ্বাসন চিহ্নিত করে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতে চাননি অনেক বামপন্থী। অনেকেই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে

বাংলাদেশের মানুষ মনে করে না ভারতের সব মানুষ বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতিপক্ষ। কিন্তু ভারত সরকারের আশ্রাসী ভূমিকা এবং নেতিবাচক অবস্থান, বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে ঔদাসীন্য জনগণ হজম করবে কেন? বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বসমাজের সদস্য।

লীগের ব্যানারে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। তা ছাড়া ’৪৭-এ দেশ বিভাগ ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। সে সময়ও কিছু মুসলমান কংগ্রেসের প্রভাববলয়ে ছিল। কিছু হিন্দুও ছিল মুসলিম লীগ বলয়ে। তা ছাড়া দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হলেও বাংলা-পাঞ্জাব বিভক্তির কারণে প্রবল রক্তক্ষরণ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরও অনেক মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে আসেনি। অনেক হিন্দুও পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারত যায়নি। পাঞ্জাবের চিত্র ছিল আলাদা। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের জোয়ারে ভেসে যায়নি এমন ব্যতিক্রমও ছিল। ওলামায়ে হিন্দের একটা অংশ কংগ্রেসের সাথে সহাবস্থানের চেষ্টা করেছেন- এদের পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ অসম্মান করত না, কিন্তু ‘কংগ্রেসি মাওলানা’ হিসেবে চিনত। কিছু কমরেড ও ওলামায়ে হিন্দের এই অংশ মনে করত ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ কোনো ধার্মিককে বাড়তি সুবিধা দেবে না, বরং সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘু হয়ে অরক্ষিত হয়ে পড়বে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নতুন যাতনায় ফেলবে। ২৪ বছরের অভিজ্ঞতা কম-বেশি সবার আছে। তাই ইতিহাসের স্মৃতিরোমন্থন ছাড়া দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট নতুন করে লালন করে কোনো লাভ নেই।

সুখকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেননি। মওলানা ভাসানীসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই ভারতের চোখে বিশ্বস্ত ছিলেন না। নকশাল ও মাওবাদী ভীতি ভারতকে তখন তাড়িয়ে ফিরছিল। মুক্তিযুদ্ধোত্তর দিনগুলোতে দেখলাম সবাই বলাবলি করছে, আওয়ামী লীগ ভারতের দালাল, জাসদ বি টিম। অনেকেই মস্কোয় বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা তুলেছেন। পিকিংপন্থীরাও দালালের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। ভারত নিজের স্বার্থে যা যা করেছে সেই তালিকা দীর্ঘ। কিন্তু সব কিছু চাপিয়ে ভারত-আমাদের ‘বন্ধু’, পড়শি এবং মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক শক্তি। সব কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরও জাতীয় স্বার্থের বোঝাপড়ায় ভারতের সাথে আমাদের টানাপড়েন থাকা সম্ভব। আছেও। যেমনি এবারো তিস্তাচুক্তি হলো না। অর্থহীন আশাবাদের গল্প শোনানো হলো। এর বাইরেও যেসব চুক্তি আমাদের স্বার্থে হওয়া দরকার ছিল- তা হয়নি। ভারত যা চেয়েছে তা হয়েছে। তার পরও ভারত বিদ্যে লালন করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাই না। পূর্বাপর বলে আসছি, পড়শি পালটানো যায় না। ইচ্ছে করলে বাংলাদেশের মানচিত্র তুলে নিয়ে কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় বা আরবদের সাথে স্টেটে দেয়া সম্ভব নয়। ভারতও জোর করে

আমাদের মানচিত্র খামছে ধরতে পারবে না। তাতে ভারতের মানচিত্রে টান পড়বে না- সেটা সাত বোন কিংবা আসাম-বাংলাও নিশ্চিত করে জানে না। আবার বাংলাদেশের মানচিত্র উপড়ে ফেলে অন্যত্র সরিয়ে দিতেও পারবে না। ১৬ কোটি মানুষকে কষ্ট দেয়া সম্ভব। হজম করার কিংবা পদানত করে রাখার সাধ্য কারো নেই। তাই সহাবস্থান, সমঝোতা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে চলার কোনো বিকল্প নেই। দুর্ভাগ্য, আমাদের ক্ষমতার পালাবদলে ভারত নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভেতর ভারতবিদ্বেষ জন্ম নেয়। তার ওপর আমাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা নিয়ে ভারত যখন টালবাহানা করে, তখন অনেকেই ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে নয়, সরকারকে প্রতিপক্ষে রেখে ভারতবিরোধী অবস্থান নেয়। ভারতবিদ্বেষ বা বিরোধিতা মানে ভারত রাষ্ট্রের বিরোধিতা নয়, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জনগণকে বাংলার মানুষ সম্মান করে। ভারত সরকার ভারত ও জনগণ এক বিষয় নয়। শিবসেনা ও নরেন্দ্র মোদির গো-রক্ষা আন্দোলন ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সমর্থন দিচ্ছে না। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও গুজরাটের দাঙ্গা ভারতীয়দের অল্প কিছু ধর্মাত্ম ছাড়া অনার্য সমর্থন জোগায়নি। বাংলাদেশের মানুষ মনে করে না ভারতের সব মানুষ বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতিপক্ষ। কিন্তু ভারত সরকারের আশ্রাসী ভূমিকা এবং নেতিবাচক অবস্থান, বাংলাদেশের স্বার্থের ব্যাপারে ঔদাসীন্য জনগণ হজম করবে কেন? বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বসমাজের সদস্য। মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের বাইরে আমাদের শুধু প্রতিপক্ষ নেই, বন্ধুও আছে। তাই বাংলাদেশের মানুষ কখনো ভীর্ণ কাপুরুষের মতো আচরণ করবে না। কারো বিগতাদার ধরনের আচরণকে একটা সীমার বাইরে সমীহ করবে না। চুক্তির বেড়া জালে বাংলাদেশকে কাবু করা সহজ নয়। যদি সহজ হতো তাজউদ্দীনের চুক্তি ছুড়ে ফেলার প্রশ্ন উঠত না। ২৫ সাল চুক্তির মাজেজা ভিন্ন হতো। শেখ হাসিনার চুক্তি ও সমঝোতায় যতটুকু বাড়াবাড়ি আছে ততটুকুই তাকে ডুবাবে, জনগণের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরার কোনো কারণ নেই। জনগণ যখন ফুঁসে ওঠার গরজ বোধ করবে, তখন কাউকে বাঁশি বাজাতে হবে না, তাই দালালির মূল্য জনগণের কাছে নেই, বন্ধুত্বের গভীরতাও জনগণ মাপতে জানে। ভারত সরকার যখন বাংলাদেশীদের জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করে ১৬ কোটি মানুষের ম্যাগনেটের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করে, রাজনৈতিক পালাবদলে খেলোয়াড় সেজে যায়, তখন ভারতবিদ্বেষ ও বিরোধিতা রাজনৈতিক মর্যাদা পায়, অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে সময় যারা জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের ভূমিকাকে সমর্থন দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বক্তব্য দেয়, ভূমিকা পালন করে তখন তারা ভারতের দালাল হবে না কেন! জাতীয় স্বার্থে প্রতিবাদী কণ্ঠকে উচ্চকিত করে যারা সরকারের অন্যায় ভূমিকার প্রতিবাদ করে তখন তারা দেশপ্রেমিক হবে না কেন? হ্যাঁ, ক্ষমতাপাগলরা প্রায় দ্বিমুখী আচরণ করে। ক্ষমতায় থাকলে ভারতের পা চাটে। অবস্থান পরিবর্তন হলে বিদ্যেঘের রাজনীতি করে। এরা দালাল নয়, মানসিক গোলাম। এরা জনগণের সমর্থনের তোয়াক্কা করে না, দেশ-জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ক্ষমতা উপভোগ করে।

বিশ্বনাথ ডেভেলোপমেন্ট সোস্যাল ট্রাস্ট ইউকে'র নতুন কমিটির অভিষেক

এসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকে'র মাসিক সভা



বিশ্বনাথ ডেভেলোপমেন্ট সোস্যাল ট্রাস্ট ইউকে'র নতুন কমিটি অভিষেক অনুষ্ঠান গত ৩ এপ্রিল সোমবার পূর্ব লন্ডনে একটি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ট্রাস্টের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া ও সহ সভাপতি মাহফুজুর রহমান রিপনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ ইয়াছিন ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস'র

নির্বাহী মেয়র জন বিগস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পিকার কাউন্সিলার খালেছ উদ্দিন আহমদ, ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার সারিনা আক্তার, কাউন্সিলার আয়াছ মিয়া, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনার কাউন্সিলার অ্যাটাসে মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। এ সময় অতিথিদেরকে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। আগত অতিথিরা ট্রাস্টের ম্যাগাজিন সাফল্য-২০১৭ এর

মোড়ক উন্মোচন করেন। এরপর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ নতুন কমিটির সবাইকে একে একে ফুল দিয়ে বরণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জন বিগস তার বক্তব্যে ট্রাস্টের ভূয়সী প্রসংসা করেন। তিনি নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানান এবং ট্রাস্টের কার্যক্রমে তাঁর সহযোগিতা থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক কাউন্সিলার মতিনুজ্জামান, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্টের যুগ্ম সম্পাদক ট্রাস্টি মোহাম্মদ মজনু মিয়া, সিনিয়র ট্রাস্টি শাহ শামীম আহমদ,

ময়নুল হোসেন আব্দুর, আসাদুর রহমান, আখলাকুর রহমান, আবদুর রুসন চেরাগ, মোঃ মানিক মিয়া, রেদোয়ান আহমদ সুহেল, পংকি মিয়া, এনামুল হক এনাম, সাইদুল ইসলাম, সানজিদা রুবা, জালালাবাদ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি আসিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দিন আনছার, সংগঠনের ট্রাস্টি মহববত শেখ, ওয়ারিছ আলী, আবদুর শহীদ চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন রেকল, আনোয়ার খান, মর্তুজা মিয়া, সেলিম আহমদ, ফখরুল হোসেন জনী, মুরাদ মিয়া, আশিক মিয়া, সুহেল আহমদ, ট্রাস্টি মুহিত মিয়া, সিরাজুল ইসলাম, মুজিবুর রহমান রাসেল, সাহেদ মুনায়েম, আবদুর রব মাসুম, আনোয়ার আলী, বশির আহমদ, বাবুল আহমদ, সাইস্তা মিয়া, ফজলুল হুদা, দারা মিয়া, মিজানুর রহমান সেলিম, আবদুল্লাহ আল নোমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, তারেক আহমদ, জুবায়ের সিদ্দিক সেলিম, বাবুল খান, এজে লিমন, ইকবাল আহমদ, জাহেদ আহমদ, বুলবুল আহমদ, সাহীন তাপাদার, মতিউর রহমান, জোসনা বেগম, নাসরিন চৌধুরী মায়া, আবদুল্লাহ চৌধুরী, রুবেল আহমদ, লুৎফুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বিলেতের খ্যাতনামা শিল্পী বাপিতা, শতাব্দী, শাহনাজ সুমি ও শিবলু। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



গত ১১ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের আল-হুদা সেন্টারে এসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকে'র মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সংগঠনে চেয়ারপার্সন মাওলানা আব্দুল কারীমের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হাসনাত চৌধুরীর পরিচালনায় পবিত্র কালমে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা নাসির উদ্দিন আহমদ। সভার শুরুতে সংগঠনের চেয়ারপার্সন উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তারপর আলোচ্য বিষয়ের উপর ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হয়। এতে সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৬ মে সংগঠনের এজিএমকে সফল ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সকল সদস্য গুরুত্বোপেক্ষ করেন। সংগঠনের সকল সাধারণ সদস্যের এজিএম-এ উপস্থিত থেকে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংগঠনের উন্নতি অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পরামর্শ পদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা এবিএম হাসান, মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মাওলানা রেজওয়ানুর রহমান, মাওলানা সাহেদ আহমদ, ক্বারী মনোয়ার হোসেন, মাওলানা সোহেল সিদ্দিকী, কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সব ধরনের খবর

বুটেনজুড়ে

প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে

সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গোসারী শপে



feast & Mischti

RESTAURANT & SWEETMEAT

ফিফ্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

গরম গরম ...

সকালের নাস্তায় পরোটা
বিকলে জিলাপি, হালিম, চানা-পিয়াজু ...

যত খুশি তত খান

বাফেট

£9.99

including soft drink
৩০+ আইটেম

Child £5.99 with soft drink

৪০ জনের প্রাইভেট রুমসহ ১৩০ সিট

For Party Booking: 020 7377 6112

245-247, Whitechapel Road
London E1 1DB

Wi-Fi ZONE

MasterCard VISA

DELTA Major cards accepted.

WE BOOK UMRAH FULL PACKAGE

TICKET • HOTEL 3-5 STARS • VISA • TRANSPORT
EXPERIENCED MUALLIM TOUR GUIDE AROUND MECCA AND MADINA

TAKING BOOKINGS FOR UMRAH

SPECIAL OFFER FOR ADVANCED BOOKINGS

ZAM ZAM TRAVELS

MONEY TRANSFER AND CARGO

388 GREEN STREET, LONDON, E13 9AP

0208 470 1155

zamzamtravelsuk@gmail.com

কারি ইন্ডাস্ট্রির বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে জরিপ শুরু করতে যাচ্ছে অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ



ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রথম রোড শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৭ সালে পাঁচটি রোড শোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ডব্লিউবিসিসি। তারই অংশ হিসেবে গত ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার নিউপোর্টের অভিজাত এক হোটেলে প্রথম শো অনুষ্ঠিত হয় ডব্লিউবিসিসির সেক্রেটারি জেনারেল মাহবুব নূর মাবস এর পরিচালনায় রোড শো অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের চেয়ারম্যান পল স্কালী এমপি। তিনি বলেন, বৃটেনে কারি ইন্ডাস্ট্রি অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। দক্ষ শেফের অভাবে এ শিল্প হুমকির মুখে। তবে তিনি মনে করেন অনেক ব্যবসায়ী শুধু ব্যবসা খুলেই লাভের মুখ দেখতে চান। আর তাই কেনা দামের চেয়েও কমে কারির দাম। আর এতে করে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কিছুদিন পরে ব্যবসা বন্ধ করতে বাধ্য। তাছাড়া পিআর বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়েও এক রকম উদাসীন। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই কারির বর্তমান চিত্র তুলে ধরতে একটি জরিপ পরিচালনা করা হবে। আর এতে করে কারি ইন্ডাস্ট্রির বাস্তব অবস্থা বের করা সম্ভব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন চেম্বার চেয়ারম্যান দিলাবর এ হুসাইন। তিনি বলেন, এবারের প্রত্যেকটি রোড শোতে কারি ক্রাইসিস ও এর সমাধানের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। ওয়েলস বা বৃটেনে বর্তমানে কি পরিমাণ রেস্টুরেন্ট ও টেকওয়ে আছে তার সাম্প্রতিক কোন জরিপ না থাকায় কেউ বলছেন আট হাজার, দশ হাজার, বার হাজার বা পনেরো হাজার। আর তাই ডব্লিউবিসিসি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস এবং অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপসহ অন্যান্য

অর্গানাইজেশন মিলে একটি জরিপ শীঘ্রই শুরু করা হবে। আর এতে করে কারি ইন্ডাস্ট্রির বাস্তব চিত্র তুলে ধরা সম্ভব। কারি ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্টাফ সংকট, অসময়ে ইমিগ্রেশনের হানা, পিআর বা মার্কেটিং ব্যাপারে উদাসীনতা সবশেষে রেন্ট ও রেইট বৃদ্ধি। সব মিলিয়ে বৃটেনের কারি ইন্ডাস্ট্রির পথচলা যেন থমকে যাবার মতো অবস্থা। ইউকে ও ওয়েলসের ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষে কাজ করে আসছে ফেডারেশন অব স্মল বিজনেস। ব্যবসায়ীদের রেন্ট বা রেইটের মতো নানা সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছে এ ফেডারেশন। ইউকে পলিসি পোর্টফলিও ডাইভার্সিটি এন্ড হেলথ এফএসবি চেয়ার হেলেন ওয়েলবি ও উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে একশত ছিয়াত্তর

হাজার সদস্য আছে এ ফেডারেশনের। যে কোন সমস্যা মোকাবিলার জন্য তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আর তাই এ ধরনের রোড শো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কারি ব্যবসায়ীদের বিশেষ করে খাবারের মান উন্নয়নের সাথে সাথে এর প্রাইসিং যথাযথ করা উচিত বলে মনে করেন শেফ অনলাইনের মার্কেটিং ডাইরেক্টর মোঃ আখতারুজ্জামান। বর্তমানে অনেকেই থার্ড পার্টির উপর নির্ভর হওয়াতে নিজস্ব পোর্টাল গড়ে তুলছেন না। এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। ২০১৭ সালের পার্টি রোড শো করবে ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স। এর প্রত্যেকটি রোড শোতে গুরুত্ব সহকারে তুলে

ধরা হবে ইউকে কারি ক্রাইসিস। নিউপোর্টে প্রথম রোড শোতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুয়েটম্যান্ট অফিসার ডেবিড জয়েস, ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাহিম, ডেপুটি সেক্রেটারি ইমতিয়াজ হুসাইন জাকি, ফাইনান্স ডাইরেক্টর আবু তাহের খান, ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ডাইরেক্টর আব্দুল আলিম, মিডিয়া ডাইরেক্টর আফজুল খান, বোর্ড ডাইরেক্টর মোক্তার আহমেদ, শাহ শাফী, অফিসিয়াল ফটো সাংবাদিক জাকু। উল্লেখ্য, আগামী ২৬ এপ্রিল নিউ টাউনে দ্বিতীয় রোড শো অনুষ্ঠিত হবে। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঝিগলী হাই স্কুল এন্ড কলেজের ৫০ বছর পূর্তি

ছাতক উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ঝিগলী হাই স্কুল এন্ড কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যাচ্ছে বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা। পুনর্মিলনী আয়োজনকে সামনে রেখে গত ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের বিগল্যান্ড স্ট্রিটের কেয়ার হাউজে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন শায়েরা মিয়া, আহবাব মিয়া, মখদুছ আলী, ডাঃ সুয়েব আহমদ, নুরুজ্জামান, ফখরুল হক, রফিক আহমদ, আব্দুর রব, আব্দুল ওয়াদদ প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মোঃ আবুল খায়েরকে সভাপতি ও বদরুজ্জামান শামীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। একই সাথে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সভায় জানানো হয় ঐতিহ্যবাহী ঝিগলী হাই স্কুল এন্ড কলেজের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিশাল পরিসরে পুনর্মিলনী, ম্যাগাজিন প্রকাশনা ও স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা আয়োজন করা হবে। এতে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রেটার বড়লেখা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হুইপ মোঃ শাহাব উদ্দিনের সম্মানে নাগরিক সভা



মৌলভীবাজারের বড়লেখা ও জুড়ী থেকে নির্বাচিত সাংসদ ও বর্তমান সরকারের হুইপ আলহাজ্ব মোঃ শাহাব উদ্দিনের সম্মানে এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩ এপ্রিল সোমবার গ্রেটার বড়লেখা এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের বেথনালগ্রিনস্থ হলিবুশ গার্ডেন কমিউনিটি হলে সংগঠনের সভাপতি নাজিম আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও আবুল কালাম রোকন ও তারেক আহমদ সুমনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত নাগরিক সভার

শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ আব্দুল জলিল। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার রাবিনা খান, কাউন্সিলার অলিউর রহমান, ডেপুটি স্পিকার সাবিনা আজার ও কাউন্সিলার আতাউর রহমান। বক্তব্য রাখেন মোঃ শামীম আহমেদ, মোঃ হাফিজ উদ্দিন, মোঃ লুতফর রহমান, মোঃ জাহেদ আহমদ রাজ, মোঃ খলিলুর রহমান, মোঃ নজমুল ইসলাম ও মোঃ সুফিয়ান আহমেদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট সিটি ক্লাব ইউকে'র সভা নাসির আহমদ পংকীর মৃত্যুতে দোয়া



গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের বেথনালগ্রিনস্থ এক রেস্টুরেন্টে সিলেট সিটি ক্লাব ইউকের কার্যকরী পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মুবিন চৌধুরী ময়না। সভায় বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে

আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আলোচ্যসূচীর মধ্যে ছিল ইফতার পার্টির তারিখ নির্ধারণ, ক্লাবের মেম্বারশীপের ফি নির্ধারণ এবং সামার পিকনিকে যাওয়া।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবু বকর ফয়েজী সুমন, আব্দুল মুনিম, এলাহী বকস এনাম, তোফায়েল তপু,

আমিন সামসুল, শাহিন মোস্তাফা, সৈয়দ জুমান জামান, তপু শেখ, সেলিম হোসেন, সৈয়দ মোহাম্মদ আবু, শহীদ আহমদ, শাহ নুরুল আমীন খোকা, সাজা আহমদ, আব্দুল কাদির সমসু, মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, মীর জসিম উদ্দিন জিলহাদ, এমরান আহমদ প্রমুখ।

সভায় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদস্য সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, যুক্তরাজ্য জাসদের দপ্তর সম্পাদক, গ্রেটার লন্ডন জাসদের সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট সিটি ক্লাবের সাবেক সভাপতি শামসুজ্জামান সাবুল, সিলেট সিটি ক্লাব ইউকের সদস্য জাবেদ আহমদ ও নাসিম আহমদের বড় ভাই সিলেট জেলা জাসদের অন্যতম সদস্য, সিলেটের গোলাপগঞ্জের ভাদেশ্বর নিবাসী নাসির আহমদ পংকীর মৃত্যুতে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন শাহ নুরুল আমীন খোকা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বনগ্রাম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বনগ্রাম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র বিশেষ দোয়া মাহফিল গত ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার ইস্ট লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি এ কে এম আব্দুল্লাহ'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক গুলজার হোসেনে পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা জসিম আহমেদ। আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব হবিবুর রহমান,



আবু বাক্কর, আলকাছুর রহমান কমর, ছামিন আলী আবুল, দুলাল মিয়া, আব্দুল মালিক, মোঃ সাইদুল ইসলাম, জয়নুল ইসলাম, তরিক আহমেদ, আলিম উদ্দিন, আকসার হোসেন, কবির হোসেন, আহমদ হোসেন প্রমুখ। সভায় বক্তারা সংগঠনের উন্নয়নে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। শেষে এলাকার মরহুমদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মিছবাহউজ্জামান খান হেলালী। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় যুবসংহতির ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আলোচনা সভা



জাতীয় যুব সংহতির ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ২ এপ্রিল রোববার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুব সংহতির যুগ্ম আহ্বায়ক গোলজার আহমদের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মোঃ জবল উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য আতাউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সদস্য

ব্যারিস্টার গোলাম মুর্শেদ, ইউকে জাপার সিনিয়র সহ সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান পাবেল, মহানগর জাপার সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদ, ইউকে জাপার যুগ্ম সম্পাদক রেজাউল হায়দার রাজু, ইউকে জাপার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মস্তফা মিয়া, শেখ নুর হোসেন প্রমুখ। শেষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয় এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শহীদ জিয়া স্মৃতি কেন্দ্র লাইব্রেরি ইউকে'র পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠিত

শহীদ জিয়া স্মৃতি কেন্দ্র লাইব্রেরি ইউকে'র পরিচালনা পরিষদের এক জরুরি সভা সংগঠনের বৈখানলহীনস্থ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব সৈয়দ জাবেদ ইকবালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে বর্তমান কমিটিকে বিলুপ্ত করে শরীফুজ্জামান চৌধুরী তপনকে চেয়ারম্যান, এমএ কাদির, লুৎফুর রহমান, সৈয়দ জাবেদ ইকবালকে কো-চেয়ারম্যান, সৈয়দ শাকেরজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক, নজরুল ইসলাম খানকে যুগ্ম সম্পাদক, ফয়সল আহমেদকে ট্রেজারার, নবাব আলী হাসান খানকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং মাওলানা কামাল



উদ্দিন, জাহাঙ্গীর আলম শাহজাহান, এমাদুর রহমান, মুস্তাফিজ খন্দকার পায়েল, সজীবুর রহমান, সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, দেওয়ান মইনুল হক উজ্জ্বল, আতিকুর রহমান, জিয়াউর রহমান, সৈয়দ আকবর, সাজ্জাদ আলী, খন্দকার আব্দুল করিম নিপু, মশিউর রহমান ফখরুল, আব্দুল আহাদ, অলিউর রহমান চৌধুরী ফাহিম, জাহাঙ্গীর আহমেদ ও সাদেক আহমেদকে সদস্য করে আগামী দুই বছরের জন্য ২৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

সভায় জাঙ্গাসের কেন্দ্রীয় সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নাহিন আহমেদ মোমতাজীকে সংগঠনের গুরু থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং তাঁকে সংগঠনের বাংলাদেশ সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এছাড়া শহীদ জিয়া স্মৃতি কেন্দ্র লাইব্রেরি ইউকে'র উদ্যোগে শহীদ জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং 'স্বাধীনতার ঘোষণা জিয়া' স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শায়খ জিয়া উদ্দিনের সঙ্গে ইউরোপ জমিয়ত নেতৃবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ব্রিটেন সফররত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি, শায়খ মাওলানা জিয়া উদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপ জমিয়তের নেতৃবৃন্দ।

গত ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে ইউরোপ জমিয়তের সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ মুশাররফ আলী, সহ সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, ট্রেজারার মাওলানা জসিম উদ্দিন, লন্ডন মহানগরী জমিয়তের সভাপতি মুফতি মওসুফ আহমদ, সেক্রেটারি মাওলানা মামুন মুহি উদ্দিন এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মাহফুয আহমদ জিয়া উদ্দিনের



সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

এ সময় দেশের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং শিক্ষানীতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। শায়খ জিয়া

উদ্দিন তাঁর রাজনৈতিক কিছু ইতিহাস ভুলে ধরেন। রাজনীতির পিছল ময়দানে সঠিক পথে অবিচল থাকতে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

TOWER HAMLETS COUNCIL
PROUDLY PRESENTS

BOISHAKHI ME LA

SUNDAY 14 MAY 2017

FREE ADMISSION

WEAVERS FIELDS
TOWER HAMLETS, E2 6HD
THE HEART OF BANGLATOWN
12PM TO 7PM

FEATURING
MILES RINKU BOLLY FLEX

The UK's largest Bangladeshi New Year Celebration!
Don't miss the spectacular Mela Procession
starting from Buxton Street, off Brick Lane, at 11am.

www.towerhamlets.gov.uk/mela

বৈশাখী মেলা ১৪২৪

www.towerhamlets.gov.uk/mela

INDIAN OCEAN

CATERING & EVENTS MANAGEMENT

বিয়ে অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবছেন?

দুশিভার কোনো কারণ নেই। আমাদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

অনুষ্ঠান আপনার, সাজানোর দায়িত্ব আমাদের

Venue Hire

Venue Decor

Catering

Stages

Gates

Lighting

Videography

Beauticians

Cakes

Vehicle Hire

Home Decor

Live Entertainment

Invitation Cards

Customised Chocolates

Photography

আমরা আপনার জন্য ভেন্যু হায়ার, ভেন্যু ডেকোরেশন, ক্যাটারিং সার্ভিস, স্টেজ ও গেট নির্মাণ, লাইটিং, ভিডিওগ্রাফি, বিউটিশিয়ান, কেক, গাড়ি হায়ার, ঘরের সাজসজ্জা, লাইভ এন্টারটেইনমেন্ট, ইনভাইটেশন কার্ড ও ফটোগ্রাফিসহ সব কিছুর ব্যবস্থা করে থাকি।

Contact:
Sayed J Miah (Jay): 07960 950 612
M. E Hossain: 07792 675 520

BRANCHES:

Indian Ocean Chingford Ltd
020 8531 3835 • 020 8531 1115
Indian Ocean Chingford

Indian Ocean Romford Ltd
01708 738 500 • 01708 739 129
Indian Ocean Romford

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রুশনারা আলী এবং জন বিগসের শুভেচ্ছা



বেথনাল গ্রীণ এন্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগস বাংলা নববর্ষ ১৪২৮ উপলক্ষে সবাইকে বিশেষ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এ উপলক্ষে দেয়া বিশেষ বিবৃতিতে নেতৃত্ব দিয়ে বলেছেন, যে কোন নতুন বছরের সূচনা আমাদের জীবনে বিশেষ বার্তা নিয়ে আসে, স্বপ্নের করে নতুন আশার।

এই বিশেষ মুহুর্তে আমরা পুরাতন বছরকে বিদায় জানানোর পাশাপাশি নতুন বছরকে স্বাগত

জানাই। চেষ্টা করি অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার।

টাওয়ার হ্যামলেটসসহ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা ১৪ এপ্রিল, শুক্রবার বাংলা নববর্ষ উদযাপন করছেন।

বাংলা নববর্ষের এই শুভলগ্নে তাই সবার প্রতি থাকলো বিশেষ শুভেচ্ছা। নতুন বছর সবার জীবনে সুখ এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। শুভ বাংলা নববর্ষ। সংবাদ বিভাগ

যুক্তরাজ্য নিউহ্যাম বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

যুক্তরাজ্য নিউহ্যাম বিএনপি শাখার ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি কার্যনির্বাহী ও ৮ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন পেয়েছে। বিএনপি যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এ পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন- মোস্তাক আহমেদ সভাপতি, আহমেদ আলী সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি মদরিছ আলী বাদশা, জহুরুল ইসলাম শামুন, মোঃ ইয়াছিন খান, মোঃ শফিক উদ্দিন, আলী মিয়া, সাদিকুর রহমান, আজিজুর রহমান, খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেবুল মিয়া, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া, আলী হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল করিম নিপু, আজিজুর রহমান লিটন, শেখ নজরুল

ইসলাম, জুনের আহমেদ, লাহিন আহমেদ, আমিনুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোমিন খান মুন্না, সহ-

সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক লাভলু মিয়া, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক



সাংগঠনিক সম্পাদক অলিউর রহমান রাশেদ, মোঃ শিবলী সাহেদ খোশনবিস, কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রকিব, সহ-কোষাধ্যক্ষ দিপু মিয়া, দপ্তর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন রাজু, সহ-দপ্তর সম্পাদক হাসান আহমেদ, প্রচার সম্পাদক ময়নুল ইসলাম, সহ-প্রচার সম্পাদক সাহেদ আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক সুফিয়ান পারভিন, যুব বিষয়ক সম্পাদক শাহ মোঃ জুবৈদ,

হাফিজ জিল্লুর রহমান, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক দুলাল আহমেদ, সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হোসেন আলম, সহ-সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী মিলন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোঃ নুরুল ইসলাম, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর

মিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুলতানা রাজিয়া রাশী, স্বৈচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ বাটি, সহ-স্বৈচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক আফজাল হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক পায়েল মিয়া, সহ-প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আল আমিন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মিজা রনি, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক রমজান আলী, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মুজিব, সহ-প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক জামাল খোকন, কার্যনির্বাহী সদস্য- শামছুল্লাহ মিয়া, শামছুল আলিম শাহিন, মোঃ ছামী চৌধুরী, হানিমুল রাজা, মোঃ সালেহ তাহলিন, মোহাম্মদ ইউ হাকিম, মোঃ জালাল উদ্দিন, আব্দুল আহাদ, আতিক উল্লাহ, কয়ছর আহমেদ, মোঃ কিবরিয়া চৌধুরী, মোঃ শিশু মিয়া, মোঃ রানা মিয়া, মোঃ নুরুল আলম, ডিএম নুরুল আলম, সামছুল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর নূর, মোঃ হাফিজুল ইসলাম, আব্দুস শহীদ, জুনেদ ইসলাম ও আহসান উদ্দিন।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন প্রধান উপদেষ্টা হাজী তৈমুজ্জ আলী, উপদেষ্টা মিজানুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল জলিল খান, মোঃ রুহেল মিয়া, আবুল কালাম, কয়েছ মিয়া, সোহেল আহমেদ ও আব্দুন নূর। সংবাদ বিভাগ

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য স্বাক্ষর আপোদম্বন

বুটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি থোসারী শপে

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES

- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES

- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

■ Worldwide Money Transfer
■ Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

S & M building Maintenance Ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERSION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

No: 231695

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email: s-m-building@hotmail.com

সুখবর সুখবর সুখবর

মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারণের সুবিধার্থে

মুসলীম ম্যারিজ সাটিফিকেট এবং **ডিভোর্স সাটিফিকেট** এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

চেয়ারম্যান- মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা, নয়া নম্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।
(সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন

ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk
170 Cannon Street, London E1 2LH M: 07949872154

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

ম্যানচেস্টারে হাফিজ সৈয়দ ফজলুর রহমান স্মরণে সভা ও দোয়া মাহফিল

নর্থওয়েস্টের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ঐতিহ্যবাহী শাহজালাল মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার ম্যানচেস্টারের দীর্ঘদিনের ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা সৈয়দ ফজলুর রহমান (রহ.) এর জীবন ও কর্ম শীর্ষক এক স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মরহুমের পরিবার ও ম্যানচেস্টারের বাংলাদেশী কমিউনিটির যৌথ উদ্যোগে গত ৩ এপ্রিল সোমবার ম্যানচেস্টারের শাহজালাল মসজিদে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব কবির আহমদ এমবিই'র সভাপতিত্বে ও শাহজালাল মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা খায়রুল হুদা খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল মসজিদ ম্যানচেস্টারের সাবেক ইমাম ও খতিব, দারুল হাদীস লাতিফিয়া লন্ডনের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আবদুল জলিল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দারুল হাদীস লাতিফিয়া লন্ডনের প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, মুহাদ্দিস মাওলানা মুফতি আশরাফুর রহমান, মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, কিথলী শাহজালাল জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা ফখরুল ইসলাম, ব্রাডফোর্ড বায়তুল আমান জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবদুল মতিন, জামেয়া করিমিয়া ম্যানচেস্টারের খতিব আল্লামা ফরাশী, ম্যানচেস্টার সেন্ট্রাল মসজিদের সাবেক খতিব আল্লামা আরশাদ মিসবাহী, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার কভেন্ট্রির উপদেষ্টা আলহাজ্ব মৌলভী মকবুল আলী।

স্মরণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও!হ্যাম সেন্ট্রাল মসজিদের সাবেক ইমাম মাওলানা মুফতী আবদুল ওয়াদুদ, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার কভেন্ট্রির পরিচালক হাফিজ সাব্বির আহমদ, বার্মিংহাম হ্যাভসওয়ার্থ জামে মসজিদের চেয়ারম্যান হাজী আবদুল মুহিত, হাইড বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবদুল মুহাব্বির।

শাহজালাল মসজিদ ম্যানচেস্টারের সাবেক চেয়ারম্যানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব হাসান চৌধুরী, আলহাজ্ব



গোলাম মোস্তফা চৌধুরী এমবিই, আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আলহাজ্ব সুরাবুর রহমান, বর্তমান চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আশিক মিয়া সিজিল, একাউন্টেন্ট আশরাফ আহমদ, গ্রেটার ম্যানচেস্টার বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আবদুল নাসের ওয়াহাব, সাবেক চেয়ারম্যান ময়নুল আমিন বুলবুল, মুহিবুর রহমান বাবু, কাউন্সিলর



লুৎফুর রহমান, কাউন্সিলর আহমদ আলী জেপি, সাবেক কাউন্সিলর আবু চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, মাওলানা হাফিজ সৈয়দ ফজলুর রহমান ছিলেন একাধারে একজন প্রখ্যাত হাফিজ, অভিজ্ঞ আলিম, একনিষ্ঠ ইমাম, সফল শিক্ষক, মমতাবান অভিভাবক, সর্বোপরী সদালাপী হাস্যোজ্জ্বল একজন

পরহেজগার ব্যক্তিত্ব। তিন দশকের অধিক সময় তিনি সকল প্রকার বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে ম্যানচেস্টারের শাহজালাল মসজিদ এবং কমিউনিটির খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ম্যানচেস্টারে কাটিয়ে কমিউনিটির অশ্রুসিক্ত ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি ম্যানচেস্টারে শায়িত আছেন।

স্মরণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দারুল হাদীস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী, মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান, বার্মিংহামের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা রুকনুদ্দীন আহমদ, মরহুমের জামাতা ও বিশিষ্ট আলেম মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, শাহজালাল মসজিদের শিক্ষক হাফিজ মোহাম্মদ জাকারিয়া, হাফিজ মোহাম্মদ জামাল হোসাইন, মসজিদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আলা উদ্দীন আহমদ, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গনি আহমদ চৌধুরী, আলহাজ্ব আনসার খান, আলহাজ্ব সুরক মিয়া, বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আফিজ আলী, জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব আনওয়ার আহমদ চৌধুরী, আনজুমনে আল ইসলাম কভেন্ট্রি সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম কিবরিয়া, ও!হ্যাম শাখার সেক্রেটারি হাফিজ শামসুজ্জামান সুহেল, ম্যানচেস্টার শাখার সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, সোনালী ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজার আবদুল হামিদ, সাপ্তাহিক প্রবাস বাংলা সম্পাদক আফজাল রব্বানী প্রমুখ।

স্মরণ সভায় মরহুম হাফিজ মাওলানা সৈয়দ ফজলুর রহমান (রহ.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে শাহজালাল মসজিদের ইমাম মাওলানা খায়রুল হুদা খানের সম্পাদনায় 'ক্রাউন অফ লাইট' নামে একটি স্মারক প্রকাশ করা হয়। শেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও দরজাবুলদি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত থাকার জন্য মরহুমের পরিবার ও ম্যানচেস্টারের কমিউনিটির পক্ষ থেকে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আলহাজ্ব কবির আহমদ এমবিই, আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা চৌধুরী এমবিই এবং মরহুমের বড় ছেলে সৈয়দ তোফায়েল আহমদ রহমান। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আঞ্জুমনে আল-ইসলাহর সাধারণ সভায় হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য দ্বীনের খাদেম হিসেবে কাজ করতে হবে



আঞ্জুমনে আল-ইসলাহ সভাপতি মাওলানা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী বলেছেন, লা-মায়হাবিরা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইসলামকে ধ্বংস করেছে। দুনিয়ায় ফিতনার সৃষ্টি করছে এবং জঙ্গি তৈরি করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংসারকে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এমনই সময়ে মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এবং স্বাস্থ্য সুন্দরের পথে নিয়ে আসার জন্য দ্বীনের একজন খাদেম হিসেবে কাজ

করতে হবে। তিনি আঞ্জুমনে আল-ইসলাহ ইউকে সেন্ট্রাল কমিটি কর্তৃক আয়োজিত কাউন্সিল ও বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথাগুলো বলেন। ইউকে আল-ইসলাহ সভাপতি মাওলানা হাফিজ আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে কাউন্সিল ও সভা পরিচালনা করেন ইউকে আল-ইসলাহ সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা হাসান উদ্দিন চৌধুরী ও

মাওলানা কাদির আল হাসান। মানচেস্টারে ইকবাল ব্যাংকুয়েটিং হলে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখেন গোলাম মোস্তফা এমবিই ও কাউন্সিলর আহমেদুল হক। সম্মেলনে মাওলানা হাফিজ আব্দুল জলিলকে সভাপতি এবং মাওলানা হাসান উদ্দিন চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট ইউকে আল ইসলাম কমিটি গঠন করা হয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

Instant Cash Service

ইসলামী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক
পূর্বালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক
আল আরামা ইসলামী ব্যাংক, এবি ব্যাংক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক

বারাকাহ সম্ভা ৭ দিনই মোলা
ব্রাড ৮টা পর্যন্ত ইন্সট্যান্ট ক্যাশ সার্ভিস

SEND MONEY TO BANGLADESH EVERY DAY 10AM TO 8PM

Barakah Whitechapel
131 Whitechapel Road
London E1 1DT, 020 7247 2119
(Opposite East London Masjid)

Barakah Manor Park
425 High St North Manor Park
London E12 6TL, 020 8552 6067
(Opposite Baltur Rahman Masjid)

প্রতি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত
তথ্য জানতে লগ্ন অন করুন
www.barakah.info

Taka Rate Line : 020 7247 0800



হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

চেমসফোর্ডে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

চেমসফোর্ড এলাকায় ৩৫ সীটের একটি ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৩ হাজার পাউন্ড। রেইট নাই। রেস্টুরেন্টের সম্মুখে ফ্রি কারপার্কিং সুবিধা আছে। উক্ত এলাকার ৭টি ভিলেজের মধ্যে এটিসহ মাত্র দুইটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। ব্যবসা ভালো। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতার যোগাযোগ করুন।

(14--19) **Contact: 07952 964 754 (সাদিক)**

সিলেট বাগবাড়িতে জায়গা বিক্রি

সিলেট শহরের বাগবাড়িস্থ নরসিং টিলার একতা আবাসিক এলাকায় চতুর্দিক দেয়ালঘেরা ৭ ডেসিমেল নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হইবে। ওসমানী মেডিকেল হাসপাতাল থেকে মাত্র ৭/৮ মিনিটের পায়ে হাঁটার দূরত্বে অবস্থিত। টিনশেডের একটি পাকাগৃহসহ পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সবই আছে। মূল্য আলোচনা সাপেক্ষ। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতার যোগাযোগ করুন।

Mob: 07960 255 209

(WD: 10-13)

অসহায় শামসুলের পাশে দাঁড়ান

‘জুবিনাইল আথ্রাইটিস’ রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল জীবন কাটাচ্ছে শামসুল ইসলাম। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ৫ লাখ টাকা। হৃদয়বান মানুষের প্রতি আবেদন। মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসুন। শামসুলের পাশে দাঁড়ান।

যোগাযোগ:
সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ, লন্ডন
Mob: 07940 782 876
সরাসরি সাহায্যের অর্থ পাঠাতে পারেন
Help for Shamsul

Account number: 5818001005657
Sonali Bank, Shahbazpur Branch
Moulvibazar, Bangladesh



রুম ভাড়া

লুইসাম, গ্রোভ পার্ক
স্টেশনের কাছে
ফার্নিশড ওয়ান
বেডরুম ফ্ল্যাটের
একটি ডাবল বেডরুম
ভাড়া হবে।

Only for Couple
Rent: £550/month,
Including bill
07985 999 758

আবশ্যিক

টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসরত একজন বয়োবৃদ্ধ ডিমেনশিয়া রোগীর দেখাশুনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য একজন মধ্যবয়স্ক মহিলা আবশ্যিক। তিনি দিনে-রাতে সপ্তাহে ৬দিন করে রোগীর সঙ্গে থাকবেন। ১দিন ছুটি।

আগ্রহীদেরকে নিচের নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Contact:
Mr. Islam 07828 186 616

(WD: 13-14)

সাপ্তাহিক দেশ
বৃটেনের যেখানে
বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

- Extension ■ Plumbing ■ Tiling
- Loft Conversions.
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.



শেফ আবশ্যিক

হোয়াইটচ্যাপেলের ফিস্ট রেস্টুরেন্টের জন্য একজন জিলাপী ও একজন মিস্তি শেফ জরুরী ভিত্তিতে আবশ্যিক। আগ্রহীদের শেফ হিসেবে কাজের ভালো অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

Contact:
020 7377 6112
07984 784 130

(WD: 13-14)



LANDLORDS WANTED

FEATURES:

- 2-5 YEARS LEASING
- 0% COMMISSION
- GUARANTEED RENT
- NO MANAGEMENT FEES
- FREE VALUATION OF THE PROPERTY

FOR A HASSLE FREE PROPERTY MANAGEMENT GIVE US A CALL.

CONTACT PERSON: RUZMILA HAQUE, ASST.MANAGER

CITISIDE PROPERTIES

220-222 BOW COMMON LANE, E3 4HH

PH: 07539 519 039, OFFICE: 02089814833 / 0203719948

EMAIL: ruz.mila22@gmail.com,

info@citisideproperties.co.uk

(st: 05 --)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথব্যথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরনের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দূরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।



Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD

Secretary
British Bangladesh Traditional
Dr. Association in The UK



Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)

Chairman
British Bangladesh Traditional
Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।



TOWER HAMLETS CARERS ASSOCIATION EXECUTIVE COMMITTEE 2017 - 2019



Zaglul Khan
President



A.K.M Helal
General Secretary



Md. Sofor Uddin
Treasurer



Altafur Rahman (Mashuk)
Vice President



Feroz Ahmed
Vice President



Anwara Begum
Vice President



Fazlur Rahman
Vice President



Mohammed Abdus Shukur
Vice President



Sheikh Siddique
Assistant Secretary



Md. Shadidul Islam
Assistant Secretary



Didar Ahmed Chowdhury
Assistant Secretary



Shamima Akter
Assistant Secretary



Syed Zahid Hasan
Assistant Treasurer



Forida Rahman
Assistant Treasurer



Jakir Hussain
Organizing Secretary



Tufayel Ahmed
Assist Organizing Secretary



Sorforaz Khan
Media Secretary



Shahab Uddin
Assist Media Secretary



Md Hasanul Haque
Office Secretary



Delwar Hussain
Assist Office Secretary



Sultana Begum
Education & Welfare Secret



Jobrul Hussain
Assist Education & Welfare Sec



Syed Abdul Mostofa
Culture Secretary



Samira Quraishi
Assist Culture Secretary



Mohammed Nurul Alam
Legal Secretary



Muhammed Shahid
Assist Legal Secretary



Mazadul Hoque (Titu)
Sports Secretary



Bashir Ahmad Chiudhury
Assist Sports Secretary

TOWER HAMLETS CARERS ASSOCIATION

Company Reg No. 07791911

info@towerhamletscarerassociation.co.uk
www.towerhamletscarerassociation.co.uk

EXECUTIVE MEMBERS



Nurun Nabi



**Anamul Haque
Chowdhury**



**Amdadul Hoque
Shikdar**



**Md. Sanaul Alam
Chowdhury**



**Mrs. Ruhena
Begum**



**Musaddique
Ahmed**



Sayed Oli



Sulaman Ahmed

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত



উপমহাদেশের বিখ্যাত পার্লামেন্টেরিয়ান দিরাই শাল্লার প্রয়াত সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্মরণে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রবাসী দিরাই শাল্লাবাসীর উদ্যোগে গত ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস পার্কে অধ্যাপক ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে এবং সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সিজিল মিয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, ড. রোয়াব উদ্দিন, নাজমুল হোসেন চৌধুরী চাঁন মিয়া, সফিকুল ইসলাম, জাহান মিয়া, ব্যারিস্টার অনুকুল তালুকদার ডালটন, আব্দুল মান্নান,

আব্দুল আলী, নাজিম উদ্দিন, শরিফ উল্লাহ, মাহমুদ আলী, সৈয়দুর রহমান, আরশ আলী, আবু হেলাল, সাইফুল ইসলাম মহসিন, আহাদুর রহমান, মতিউর রহমান, মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, কোশিদ মিয়া, মোস্তফা কামাল মিলন, আব্দুস সালাম প্রমুখ। সভায় বক্তারা বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। বক্তারা তাঁকে রাজনীতির দীক্ষা গুরু হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, তিনি ছিলেন সংসদীয় রাজনীতির দিকপাল। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শেফিল্ড আওয়ামী লীগের সভায় মোহিদ আলী মিঠু জঙ্গি দমনে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

সিলেটসহ বাংলাদেশের সকল স্থানে জঙ্গি দমনে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাজ্য শেফিল্ড আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম মুহিদ আলী মিঠু।

গত ৯ এপ্রিল রোববার দুপুরে হাইফিল্ড ট্রিনিটি চার্চ, লন্ডন রোড শেফিল্ডে এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শেফিল্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল্লাহ খালেদের সম্মেলনায় আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শেফিল্ড আওয়ামী লীগ নেতা কলকু মিয়া।

আলোচনা সভায় এম. মোহিদ আলী মিঠু বলেন, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি প্রয়োজন জনসচেনতা। জঙ্গিবাদ নির্মূল এটা শুধু পুলিশ বা র‍্যাব দিয়ে দমন করা কখনই সম্ভব নয়। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, মসজিদের ইমাম, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে



জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। ইসলাম হচ্ছে পবিত্র ও শান্তির ধর্ম। বিশ্বের কাছে ইসলামকে হেয় করার জন্য এই নিন্দনীয় কাজ করা হচ্ছে। মুসলমান হয়ে মুসলমানকে হত্যা করে এই পবিত্র ইসলাম ধর্মটাকেই আজকে হেয় প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত হচ্ছে। ইতোপূর্বে বিশ্বের যেসব দেশে এই ধরনের জঙ্গি হামলা হয়েছে সেসব দেশের অবস্থা ও পরিণতি কী হয়েছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিয়ে জঙ্গিবাদের মত এই ধরনের অপতৎপরতা বন্ধ আমাদেরকে দ্রুত

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যদিও একথা সত্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতিত্ব ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশের মানুষ কখনোই জঙ্গিবাদীদের হীন ষড়যন্ত্রকে বাংলাদেশের মাটিতে কার্যকর হতে দেবে না।

তিনি আরও বলেন, আজ যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বব্যাপী এত উজ্জ্বল, যখন আমরা আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছি, সেই সময় এই ধরনের জঙ্গি হামলা ঘটলে

বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করা, উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা, দেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শেফিল্ড আওয়ামী লীগ নেতা গউছ আলী, মতিউর রহমান শাহীন, কলকু মিয়া, জাহিদুল ইসলাম, সারোয়ার হোসেন, আব্দুল সালাম, সিরাক আলী, আব্দুল মতিন, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, এম ইব্রাহীম আলী, এম আহনাম আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা (ইউকে) এর দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন ২০১৭ নির্বাচনী তফসিল

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা (ইউকে) এর দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন আগামী ২১শে মে ২০১৭, রবিবার দুপুর ১.০০ থেকে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত পূর্ব লন্ডনের ব্লুমসেন্টার, ৮২-৮৮ মাইল ইন্ড রোড, E1 4UN তে অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী প্রার্থীগণকে নিম্নলিখিত পদগুলোর পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে নমিনেশন দাখিল করার আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদের নাম	সংখ্যা	মনোনয়ন ফি (পাউন্ড)
সভাপতি	১ জন	৩০০
সহ-সভাপতি	৪ জন	২০০
সাধারণ সম্পাদক	১ জন	২৫০
সহ-সাধারণ সম্পাদক	২ জন	১৫০
কোষাধ্যক্ষ	১ জন	২০০
সহ-কোষাধ্যক্ষ	১ জন	১৫০
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	১৫০
সদস্য সম্পাদক	১ জন	১৫০
শিক্ষা সম্পাদক	১ জন	১৫০
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন	১৫০
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন	১৫০
কার্য নির্বাহী সদস্য	১২ জন	১০০

সর্বমোট ২৭ জন

নমিনেশন

- (১) নমিনেশন ফরম সংগঠনের ওয়েবসাইট www.dusuk.org থেকে ডাউনলোড করা যাবে অথবা যেকোন নির্বাচন কমিশনারদের সাথে যোগাযোগ করেও সংগ্রহ করা যাবে।
 - (২) নমিনেশন ফরম যথাযথ ভাবে পূরণ করে নির্ধারিত ফি সহ পূর্ণাঙ্গ প্যানেল আগামী ২০ এপ্রিল ২০১৭, সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকার মধ্যে নির্বাচন কমিশনারগণের সাথে যোগাযোগ পূর্বক জমা দিতে হবে।
 - (৩) যৌতিক কারণবশত পূর্ণাঙ্গ প্যানেল প্রত্যাহার করার শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল ২০১৭, সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- যোগ্যতা : নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৯০ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ এর মধ্যে যারা সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন শুধুমাত্র তারাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।
- ভোট গ্রহণ : নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ২১ মে, ২০১৭ (রবিবার) দুপুর ২ ঘটিকা থেকে সন্ধ্যা ৫.০০ ঘটিকা ভোট গ্রহণ চলবে। ভোটারগণ তাদের ভোট দানের সময় পরিচয় পত্র হিসেবে যে কোন একটি ছবিসহ আইডি কার্ড সঙ্গে আনতে হবে।
- * ২০ শে এপ্রিলের মধ্যে যাদের পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ থাকবে কেবলমাত্র তাহারাই ভোট দিতে পারবেন।

তছউর আলী	শামীম আহমেদ	মামুনুর রশিদ খাঁন
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	নির্বাচন কমিশনার	নির্বাচন কমিশনার
ফোন: 07872491502	07747807411	07451901679
email:ec@dusuk.org		

নুরুল আলম নুরুল পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত যুক্তরাজ্য অর্পণের



জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম নুরুল রুহের মাগফিরাত কামনা করে যুক্তরাজ্য অর্পণের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক সোয়ালেহীন করিম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শাহ ইব্রাহীম মিয়ান পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা বলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের সক্রিয় যোদ্ধাদের ক্রসফায়ারের নাটক সাজিয়ে হত্যা করেছে। সবাইকে মনে রাখতে হবে কোনো ক্ষমতাই চিরস্থায়ী নয়। পৃথিবীর

কোনো ক্ষমতাই জুলুম করে চিরস্থায়ী হতে পারেনি। সকল অন্যায় অত্যাচারের বিচার একদিন হবে ইনশাআল্লাহ। সভায় নুরুল আলম নুরুল রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয় এবং মরহুমের অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জসিম উদ্দিন সেলিম, রুবিনা মিজা, জলিল উদ্দিন চৌধুরী খোকন, কাওসার আহমেদ, জিয়াউল ইসলাম দিপু, জাহেদ তালুকদার, মোশাররফ হুসেন ভূঁইয়া, নুরুল আমিন সজল, মোহাম্মদ নাহিদুল এহসান, শেখ আমিনুর রশীদ মামুন, ফজলে রহমান পিনাক প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের প্রীতি সমাবেশ ও সম্মাননা অনুষ্ঠান সম্পন্ন

যুক্তরাজ্যস্থ ঢাকাদক্ষিণ এলাকাবাসীদের নিয়ে সুধী সমাবেশ ও প্রস্তাবিত গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূমিদাতা সদস্যদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে বিশ্ব বরণ্য ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের গৌরব, ড. কালী প্রদীপ চৌধুরী বলেন, ঢাকাদক্ষিণ আমার জন্মস্থান। এই এলাকার সন্তান হিসাবে আমি দেশ-বিদেশে গর্ববোধ করি। আমি আমার এলাকার জন্য কোন উন্নয়ন করতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করব। গত ৯ এপ্রিল ইন্সটি লন্ডনস্থ দ্যা অ্যাট্রিয়াম সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি নাহিম আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেপিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ঢাকাদক্ষিণ এলাকার কৃতিসন্তান ড. কালী প্রদীপ চৌধুরী। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস জুনেদ, মোঃ তাজুল ইসলাম ও শামীম আহমদ এর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় সহ-সাধারণ সম্পাদক এতোওয়ার হোসেন মুজিবের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। লন্ডনে ঢাকাদক্ষিণ এলাকাবাসীদের স্মরণকালের এ অনুষ্ঠানে লোকে লোকারণ্য দেখে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করা নক্ষত্র ড. কালী প্রদীপ চৌধুরী বলেন, আমার প্রতি আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসায় আমি



অভিভূত। তিনি তার বক্তব্যে প্রবাসী ঢাকাদক্ষিণবাসীদের প্রতি তার অনুভূতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে তাকে বিশেষ অবদানের একটি সম্মাননা ট্রপি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ড. কালী প্রদীপ চৌধুরী তার নিজের কেপিসি চ্যারেটি ট্রাস্ট ও ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ঢাকাদক্ষিণের উন্নয়নের জন্য ১ কোটি টাকা অনুদানের ঘোষণা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য কমর উদ্দিন মাস্টার, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি তছউর আলী মাস্টার, উপদেষ্টা আতাউর রহমান আতুর, আমেরিকা প্রবাসী কমিউনিটি নেতা গোলাম রববানী খান, উপদেষ্টা শামীম আহমদ, সহ-সভাপতি জুবায়ের আহমদ খান মিলন, সহ-সভাপতি দেওয়ান নজরুল, কোষাধ্যক্ষ সেলিম আহমদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান, ইসি মেম্বর আশরাফ হোসেন শফি, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবজল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার আহমদ শাহান প্রমুখ। সভায় সংগঠনের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ জমির উদ্দিন, মো নুর উদ্দিন ও মামুনুর রশীদ খান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে

উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি রুহুল আমিন সেলিম ও মাসুদ আহমদ জুয়েল, মেম্বরশীপ সেক্রেটারী রিয়াজ উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক কাওসার আহমদ জগল, ধর্ম ও শিক্ষা সম্পাদক ফরিদ আহমদ, নির্বাহী সদস্য শাহরিয়ার আহমদ সুমন, হেলাল আহমদ, কামাল উদ্দিন, সাদেক আহমদ, রায়হান উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম আকবর, রোসুম জসিম উদ্দিন, জুবায়ের সিদ্দিকি, নুরুল ইসলাম প্রমুখ। লন্ডনে এই প্রথমবারের মত ঢাকাদক্ষিণবাসীর রিইউনিয়ন অনুষ্ঠানে গোলাপগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূমিদাতা সদস্যদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে ৫৫ জনকে ট্রপি প্রদান করা হয়। যাদেরকে সম্মাননা ট্রপি দেয়া হয় তারা হলেন সর্বজনাব দেওয়ান নজরুল ইসলাম, রিয়াজ উদ্দিন, মরহুম হাজী ইরমান আলী, মোহাম্মদ সাব উদ্দিন, মো মুহিব উদ্দিন, আবুল কালাম, আফসার মাহমুদ চৌধুরী, আনোয়ার শাহজাহান, মোহাম্মদ আশফাক চৌধুরী, মরহুম নিমার আলী (তারা মিয়া), এ রহমান সাইসতা, বেলাল হোসেন, ডা মাসুক উদ্দিন, এতোওয়ার হোসেন মুজিব, গোলাম রববানী খান, মাসুদ আহমদ জুয়েল, মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী, হাম্মাদ আল হাদী আলী, হেলাল আহমেদ, মরহুম

ইয়াকুব আলী খান, কামাল উদ্দিন, কামাল উদ্দিন খোকন, খয়রুল ইসলাম, মরহুম আব্দুল কুদ্দুস, মাহমুদ মাসরুল আহমেদ, মরহুম আব্দুল মতিন মাস্টার, কয়ছর আহমদ জগলু, মোঃ তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ জামিল উদ্দিন, মোহাম্মদ শামীম আহমদ, মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সেলিম আহমেদ, তমিজুর রহমান রঞ্জু, মো মুক্তাউর রহমান, নাহিম আহমেদ, মোঃ নিজাম উদ্দিন নজরুল, নুরুল আমিন শাহীন, ওমর চৌধুরী, শামীম আহমেদ রাসেল, রাহিম উদ্দিন মুক্তা, রুহুল আমিন রুহেল, রুহুল কুদ্দুস জুনেদ, রাসেল আহমেদ, সিদ্দিক খান, মরহুম আব্দুল মান্নান (কনাই মিয়া), হালিক আহমেদ, আতিকুর রহমান সাফা, শাহজাহান চৌধুরী, সাকিল আহমেদ, সাকিল রহমান, সাহিল আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম আকবর, তাজুল ইসলাম তাজ, জিয়াউল হক শামীম, জুবের সিদ্দিকী। এছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও ঢাকাদক্ষিণ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আমির উদ্দিন সাদেককে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা ট্রপি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দেশবিরোধী প্রতিরক্ষা চুক্তি বাতিলের দাবিতে স্বেচ্ছাসেবক দল ইন্সটি লন্ডন শাখার প্রতিবাদ সভা



গুম, খুন ও বিচারবর্হিত হত্যা এবং দেশবিরোধী প্রতিরক্ষা চুক্তি বাতিলের দাবিতে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল ইন্সটি লন্ডন শাখার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘বীর বাংলাদেশী একাগড়, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর’ এই শ্লোগান নিয়ে গত ৩ এপ্রিল সোমবার পূর্ব লন্ডনের বিএনপির কার্যালয়ে ইন্সটি লন্ডন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আমিন আকমলের সভাপতিত্বে ও নুরুল আমিন সজলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আবুল হোসেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ মোঃ ইব্রাহীম মিয়া। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মিছবাহ বিএস চৌধুরী। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্র নেতা ইস্তাব উদ্দিন, সাবেক যুবদল নেতা আব্দুল হক রাজ, মহানগর বিএনপি নেতা আবু তাহের, মাওলানা শামিম আহমেদ, আজিম উদ্দিন, রেদোয়ান আহমেদ, মনিরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, আফজল হোসেন, ইশতিয়াক আহমদ, এমডি তইয়ুবুর রহমান, পলাশ মিয়া, আব্বাস রহিম, ইদ্রিস আলী, জাবেদ আহমদ, আব্দুল কাইয়ুম, ইউনুস আলী, শেখ মোঃ

সাদেক প্রমুখ। সভায় বক্তার বলেন, ‘ভারতের সাথে যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলো সমাধানের কোনো পদক্ষেপ নেই। অথচ নতুন নতুন চুক্তির মাধ্যমে দেশকে পরাধীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শুনছি সামরিক চুক্তির কথা। এ ধরনের চুক্তি হলে দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। এটা কোনো ভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ-প্রতিবাদ গড়ে তুলার হবে।’ বাবার বাতিল করা চুক্তি শেখ হাসিনা কেন করতে চান বলে প্রশ্ন রেখেছেন আগত বক্তারা। ভারতের সাথে প্রতিরক্ষা সমঝোতা স্মারক নিয়ে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের সাথে প্রথম সামরিক চুক্তিটা হয়েছিল, সেটা শেখ মুজিবুর রহমান করেন নাই। করেছিলেন তাজ উদ্দিনের প্রবাসী সরকার। পরবর্তীতে শেখ মুজিব দেশে ফিরেই খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ওই চুক্তিকে বাতিল করেছিলেন। ভারতের সাথে সরকার কোনো ধরনের সামরিক চুক্তি করার আগে আরো তিনটি চুক্তি করার তাগিদ দিয়ে এই তিনটি চুক্তি হলো, সীমান্তে বিএসএফ আর কোনো মানুষ হত্যা করতে পারবে না, তিস্তার পানি বন্টন এবং ভারতের বিশ কোটি মুসলমানের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার। এই তিন চুক্তি করতে পারলে দেশবাসী চিন্তা করবে ভারতের সাথে কোনো প্রতিরক্ষা চুক্তি হবে কি না। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ছাতক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নতুন কমিটি গঠিত



স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ছাতক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে’র নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক সভা গত ১০ এপ্রিল সোমবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সাইফুল আলম সুফিয়ানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন সেলিমের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা নুরুল ইসলাম। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের

ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মেয়র মতিনুজ্জামান, সাবেক ডেপুটি মেয়র শহিদ আলী, কমিউনিটি নেতা আলতাভুর রহমান মোজাহিদ, ছাতক যুব উন্নয়ন সংস্থার সাবেক সভাপতি সানাউর আলী কয়েছ, কমিউনিটি নেতা আশিকুল ইসলাম আশিক, আব্দুল মালিক কুটি, বদরুজ্জামান শামীম, এনাম আহমদ, চেরাগ আলী, আব্দুল করিম খায়ের, অপু চৌধুরী, আতাউর রহমান আনহার, দিলবর আলী, শাহীন রশিদ, মুজিবুর রহমান, আজাদুর

রহমান, নবাব আলী, আব্দুল কাইয়ুম, আব্দুল হান্নান, ফারুক আহমদ, কয়েছ আহমদ, আব্দুল মতিন, হাফিজ আব্দুল হক, আসকর খান, রাজু আহমদ, আনোয়ার হোসেন, আবুল হোসেন রফিক, এনাম আহমদ, আলী আক্বাস, জাবেদ আহমদ, মুহিন আহমদ, আবদাল উল্লাহ, সুমন আহমদ, মিলন খান, নূর আলম মোল্লা রতন, আবরুছ আলী তৈমুছ, সিরাজ আলী, আব্দুল কদ্দুছ, ফখর উদ্দিন, সুহেল আহমদ, এমরাজ আলী, রিয়াজুল আহমদ, সালেহ আহমদ, স্বপন আহমদ, জয়নাল আবেদিন, নূর আলম প্রমুখ। সভায় সংগঠনের বিগত দিনের কার্যক্রম তুলে ধরা হলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এর প্রশংসা করেন এবং আগামীতে এই ধারা অব্যাহত রাখার আহবান জানান। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সাইফুল আলম সুফিয়ানকে সভাপতি ও জাকির হোসেন সেলিমকে সাধারণ সম্পাদক পুনর্নির্বাচিত করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। সভায় সংগঠনের উন্নয়নে নব নির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মৌলভীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



মৌলভীবাজার ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কবি কাজল রশিদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জালাল উদ্দিন, চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার মাহি জলিল, কেমডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার নাদিয়া

শাহ, ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলার সাবিনা আক্তার, সিভাব চৌধুরী, কাউন্সিলার রহিমা রহমান, কাউন্সিলার আব্দুল হাই, আব্দুল মান্নান, মসুদ আহমদ, নুরুল ইসলাম মাহবুব ও মেহের নিগার চৌধুরী প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর ধরে মৌলভীবাজার এডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে আসছে। এমনকি একজন গরিব ছাত্রকে মৌলভীবাজারে পাকা ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ এপ্রিল বুধবার ওয়েস্টমিনস্টার সিটি হলের মেয়র রিসিংশন রুমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন তৃতীয় প্রজন্মের ব্রিটিশ বাঙালি ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলার এবং অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা রিতা বেগম। তিনি বলেন, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ইতিহাস

ঐতিহ্যকে বৃটেনের বহুজাতিক সমাজের কাছে তুলে ধরতে আমরা কাজ করছি। তিনি বলেন, নিজের শেকড়কে খুঁজতে প্রতিবছর আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করি, এতে আনন্দ পাই। ওয়েস্টমিনস্টার কাউন্সিলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলার স্টীভ সাসার বলেন, বাংলাদেশ বৃটেনের বন্ধুপ্রতিম দেশ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটেনের জনগণের সহযোগিতা ছিল, এই বারায় ব্রিটিশ বাংলাদেশীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। তিনি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন ওয়েস্টমিনস্টার সিটি কাউন্সিলের প্রথম বাঙালি কাউন্সিলার মোস্তাক কোরেশীকে। আলোচনায় আরো অংশ নেন লন্ডনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার নাজমুল কাওনাইন, জিএলএ মেম্বর উমেশ দেশাই, রেফুল মিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানের নৃত্য এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন তৃতীয় প্রজন্মের ব্রিটিশ বাঙালি শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি সফল করতে কাউন্সিলের সাথে সহযোগিতা করেছে ওয়েস্টমিনস্টার বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ও কুইন্স পার্ক বাংলাদেশী এসোসিয়েশন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্য বিএনপির ইস্ট লন্ডন শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

যুক্তরাজ্য বিএনপির ইস্ট লন্ডন শাখার ৭১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ও ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন পেয়েছে। বিএনপি যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ এ পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন। গত ৫ এপ্রিল বুধবার যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন- সভাপতি ফখরুল ইসলাম বাদল, সিনিয়র সহ-সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন দিপু, সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ লিটন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ আলম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নূর আলম সোহেল। একই সাথে আলহাজ্ব শফিক মিয়াকে প্রধান উপদেষ্টা ও আশরাফ গাজীকে প্রথম উপদেষ্টা করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রীনস্ট্রিটে সাইহা এন্ড আনাহ ফ্যাশনের শো'রুম উদ্বোধন



আপটন পার্কের গ্রীনস্ট্রিটে সাইহা এন্ড আনাহ ফ্যাশনের শো-রুম'র উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল রোববার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

নিউহ্যাম কাউন্সিলের কাউন্সিলার আয়েশা চৌধুরী, এশিয়ান ডিজাইনার কাপড়ের ব্র্যান্ড সাইকা মজিদের প্রবক্তা সাইকা, সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয় ব্লগার, মডেল ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা। সাইহা এন্ড আনাহ মূলত এশিয়ান ডিজাইনার কাপড়ের নান্দনিক সমারোহ লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার শাজনা সিদ্দিক ও আসাদ উজ্জামান সিদ্দিক

বলেন, নারীদের চাহিদাকে মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে তাদের এই প্রতিষ্ঠানটি। উন্নতমানের ক্লাসি ডিজাইনার পার্টি ওয়ার, ক্যাজুয়াল কাপড়ের সমাহার ছাড়াও বিখ্যাত এশিয়ান ব্র্যান্ড সাইকা মজিদ কালেকশন পাওয়া যাবে সাইহা এন্ড আনাহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাইহা এন্ড আনাহ ডিজাইনার কালেকশনের ফ্যাশন শো করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হাইকমিশনে হিবুত তাহরির ব্রিটেনের দাবিপত্র পেশ যশোরে হিবুত তাহরিরের তিন কর্মীকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের দাবী

যশোরে জামিন প্রাপ্তির সাথে সাথে জেলগেট থেকে হিবুত তাহরির কর্মী মাসুমা আক্তার ও সুমাইয়াতুন নেছা সুমাইয়াকে অন্যায়ভাবে আবারও গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছে হিবুত তাহরির ব্রিটেন। গত গত ১০ এপ্রিল সোমবার বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনে প্রদত্ত একটি দাবিপত্রে এই আহবান জানানো হয়। বাংলাদেশ হাইকমিশনারের পক্ষ থেকে ফাস্ট সেক্রেটারি মুহাম্মাদ মনিমুল ইসলাম কবির দাবিপত্রটি গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ ছয় মাসের বেশি সময় জেলে বন্দি রাখার পর গত ২৯ মার্চ জামিন পাওয়ার সাথে সাথে যশোর পুলিশ জেল গেট থেকে মাসুমা আক্তারকে আবারও নির্লজ্জভাবে গ্রেফতার করে।

মাসুমা আক্তারকে তার ছোট ভাই তানজির আহমেদসহ তুলে নেওয়া হয়। তাঁকে প্রথম ২০১৬ সালের ২৮ আগস্ট ঢাকা মাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে বেআইনিভাবে তাঁর ছোট ভাই তানজির আহমেদসহ গ্রেফতার করা হয়। তানজির আহমেদ হিবুত তাহরিরের একজন কর্মী এবং মাসুমা আক্তার তার ভাই। কোর্ট হাজিরার সময় পুলিশ তাদের দুজনকে একসাথে তুলে নিয়ে যায়। এছাড়াও হিবুত তাহরিরের আরেকজন কর্মীকে গ্রেফতারের ব্যর্থ হয়ে তার স্ত্রী

সুমাইয়াতুন নেছা সুমাইয়াকে দীর্ঘ ছয় মাসের বেশি সময় ধরে জেলে বন্দি রাখা হয়েছে।

দাবিপত্রে বাংলাদেশ সরকার ও যশোর পুলিশের প্রতি আল্লাহকে ভয় করার সাথে সাথে মাসুমা আক্তার, তানজির আহমেদ ও সুমাইয়াতুন নেছা সুমাইয়াকে অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রদানের আহবান জানানো হয়। দাবিপত্রে আরো বলা হয়, মজলুমের দোয়াকে ভয় করুন। বিশেষত যখন সে দোয়া কোন আল্লাহভীরু নারীর অন্তর থেকে বের হয়। কারণ একজন মজলুমের দোয়া ও আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দা নেই। এমনিতেই আপনারা নিজেদেরকে এক ভয়ংকর অবস্থানে নিয়ে এসেছেন, উপরন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

এতে আরো বলা হয়, জেনে রাখুন আল্লাহ জালিমদেরকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেহাই দান করেন। নির্ধারিত সেই সময়ের পরে আল্লাহ নিশ্চয় তার মজলুম বান্দাদের প্রতি কৃত জ্ঞানমের সমুদয় প্রতিশোধ নেন। সর্বশেষ একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার কাছের বান্দার সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জানান দিলাম। (সাহিহ বুখারী)



Al Khidmah Tours

HAJJ PACKAGE 2017

4* NON-SHIFTING PACKAGE

DEPARTURE: 22 AUG 2017 | RETURN 09 SEP 2017

AIRLINE: EMIRATES

MAKKAH: 4* ROYAL MAJESTIC HOTEL
MADINAH: 4* SAJJA AL MADINAH HOTEL

FROM
£4850

HAJJ PACKAGE 2017

5* SHIFTING PACKAGE

DEPARTURE: 25 AUG 2017 | RETURN 17 SEP 2017

AIRLINE: SAUDI

MAKKAH: SWISSOTEL MAKKAH
MADINAH: AL ANWAR MOVINPICK

FROM
£4750

CALL US NOW 0207 377 5252

0782 577 6377 - 0798 370 2832 - 0773 774 9507 - 0750 600 2053

alkhidmahtours1@gmail.com
65 New Road, London E1 1HH

হাওরে ঘোর দুর্দিন সরেজমিন প্রতিবেদন

সিলেট, ৯ এপ্রিল : পানি বাড়ছে, এটা জানাই আছে। তবু শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পানি বাড়ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য গ্রামের প্রান্তে এলেন আবদুস ছমেদ খাঁ। দেখে শুনে জানালেন, 'অননে (এখন) আর মেঘ (বৃষ্টি) নাই, তা-ও হানি (পানি) বাড়ার জোর কমতাহে না।' প্রতি রাতেই গ্রামের প্রান্তে বানের পানির কাছাকাছি শুকনো

ইঞ্জিনচালিত নৌকায় টগার হাওরে যাওয়ার পথে বলরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রমারঞ্জন সরকার মলয়ের সঙ্গে আলাপে এনামুলের বলা সমুদ্রে শিশিরবিন্দু সম্পর্কিত তথ্যের যথার্থতা বোঝা গেল। মলয়দেরও প্রায় ১৫ একর জমি এখন পানির নিচে, যেখান থেকে কমপক্ষে ৭০০ মণ ধান পেতে পারতেন। মলয়ের

জমিগুলোও ডুবোডুবো। আর দু-চার দিন সময় পেলে হয়তো আধা-পাকা ধান কেটে আনতে পারবেন চাষিরা। ভূগমূল পর্যায়ে এই জনপ্রতিনিধি জানালেন, হাওরে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি। বললেন, গত বছরও ধান পাকার আগে আগে বন্যা এসেছিল। চাষিরা কাঁচা-পাকা ওই ধান কেটে এনে বছরের খোরাকি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

গ্রামের মোহাম্মদ ইউনুস চাষ করেছিলেন ২০ একর জমি। হাজার মণ ধান যার গোলায় ওঠার কথা আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে, সেই ইউনুসের দিন কাটছে এনজিওর দেনা শোধ করার আতঙ্কে। তিনি জানান, ভাটি এলাকায় ঘরে-ঘরে এখন আত্ননাদ। কয়েকদিন পর যে ধান উঠত, তা দিয়েই ঘরের অন্নের সংস্থান হতো। কিন্তু এখনই কিনে খেতে হচ্ছে। সারা বছর কীভাবে চলবে, তা ভাবতেও পারেন না তিনি। ওই গ্রামের সম্ভ্রান্ত কৃষক মোর্তোজ আলী এবার চাষ করেছিলেন ৩০ একর জমি। ব্যাংকের কাছে, এনজিওর কাছে রয়ে গেছে তার দেনা। মোর্তোজ বললেন, 'যারার (যাদের) কিছু নাই, হেরা (তার) তো জাল লইয়া পানিত নামতে পারব। আমি কিতা (কি) করাম (করব)?' তবে মোর্তোজ আলীর ছোট ভাই আবদুল মজিদ তালুকদার বললেন, জাল নিয়ে মাছ ধরার জন্য পানিতে নামা এখন আর আগের মতো সহজ নয়। হাওরে বানের পানি ঢোকার পর হাওর হয়ে যায় খাসজমি। তাছাড়া এমনিতেও হাওরের মাঝে মাঝে কিছু জলাবিল আছে, যেগুলো সরকার ইজারা দিয়ে থাকে। ওইসব বিলের ইজারাদাররা হাওর ভেসে যাওয়ার পর শুরু করে দৌরাড্য। ফলে সাধারণ মানুষ আর হাওরে মাছ ধরার জন্য নামতে পারেন না।



সিলেট, ১০ এপ্রিল : অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান সুনামগঞ্জের বোরো ফসল রক্ষায় নির্মিত বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতির কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'হাওরের ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণে অনেক অনিয়ম ও গাফিলতি আছে। ফসল হারিয়ে মানুষ হাহাকার করছে। সবাই বলেছেন বাঁধ নির্মাণে দুর্নীতি হয়েছে। এগুলোকে খতিয়ে দেখার জন্য এবং দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য উচ্চপর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করব।' তিনি বলেন, 'যতটুকু জানতে পেরেছি জেলায় আবাদকৃত বোরো ফসলের ৭০ ভাগের ওপরে তলিয়ে গেছে।' সুনামগঞ্জের বোরো চাষিদের পুনর্বাসনে চলমান সরকারি সহায়তা বর্ধিত করা হবে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী।

সুনামগঞ্জের হাওরের ফসলডুবির পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভা শেষে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। সভায় অংশ গ্রহণকারী অপর বক্তারা বলেন, পাউবোর ঠিকাদার ও



কোনো জায়গায় একটা পাথর ফেলে রাখেন তিনি। তারপর সকাল থেকে চলে পানি বাড়ার-কমা নিয়ে তার গবেষণা। ৮০ বছর ছুই-ছুই ছমেদ খাঁ জানান, পানি কমলেও তেমন লাভ নেই। ১ এপ্রিল থেকে টগার হাওরে অকাল বন্যার যে প্রাবল্য শুরু হয়েছে, তা এখন বাড়ার-কমার গণিতকে ছাড়িয়ে গেছে, ধানের সব জমিই পানির নিচে।

টগার হাওর-সংলগ্ন গ্রামগুলোর একটি সাড়ারকোনার পূর্ব প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখা গেল বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ ঢাকা পড়ে আছে বানের পানির নিচে। চৈত্রের এমন দিনে যখন ধান পাকার গন্ধে গ্রাম ম-ম করার কথা, কৃষকের মনে থাকার কথা নতুন ধান গোলায় তোলার স্বপ্ন, তখন তারা কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। বন্যার অকালবোধনে চাপাপড়া টগার হাওরের দুই হাজার হেক্টর জমির এক খণ্ডও অবশিষ্ট নেই, যেখান থেকে ধান তোলা যাবে। এ হাওরটি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলার সবচেয়ে বড় দুটি হাওরের একটি।

শুক্রবার সকালে মোহনগঞ্জ রেলস্টেশনে নেমে ধর্মপাশার টগার হাওরের দিকে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল সরকারি বিভিন্ন সূত্রে 'কিছু জমি এখনও বানের পানিতে ভেসে যায়নি' বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা হয়তো সত্য। ধর্মপাশা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টগার হাওরের পথেও সড়কের দু'ধারে কিছু ধানের জমি চোখে পড়ল। তবে সহকর্মী সমকালের ধর্মপাশা প্রতিনিধি এনামুল হক জানালেন, 'এই জমিগুলো বিশাল সমুদ্রে এক ফোঁটা শিশিরবিন্দুর মতো জেগে আছে।'

স্ত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তার অন্য দুই ভাই ভালো চাকরি-বাকরি করেন। আসন্ন দুর্দিনে তারা তাই টিকে থাকতে পারবেন। কিন্তু তার কাকার ছেলে অজিত সরকারের হয়েছে মাথায় বাজ পড়ার অবস্থা। অজিত এবার চাষ করেছিলেন ১৬ একর জমি। এই জমির বেশিরভাগই বর্গা নিয়েছেন তিনি। 'বর্গা' বলতে সাধারণত ফসলের ভাগাভাগির পুরনো রীতি এখন আর প্রচলিত নেই। অজিত অন্যের জমি নিয়েছেন নগদ টাকার বিনিময়ে একসনা চাষের শর্তে, যেখানে বছরে একটি ফসল হয়, তা এই বোরো ধান।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের ছয় ভাগের এক ভাগ হলো হাওরাঞ্চল। সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াখ এই সাতটি প্রশাসনিক জেলার বিভিন্ন অংশে বিস্তৃত এই হাওর। তবে সুনামগঞ্জের প্রায় সবটাই হাওরাঞ্চল। এই জেলার এক ধর্মপাশাতেই রয়েছে ছোট-বড় মিলিয়ে ৭৮টি হাওর। উপজেলা কৃষি অফিসের হিসাব অনুযায়ী, ধর্মপাশার এই হাওরগুলোতে রয়েছে ২৪ হাজার ৮০০ হেক্টর জমি। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শোয়েব আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, হাওরের ২৪ হাজার ৮০০ হেক্টর জমির মধ্যে ২৩ হাজার ৮১৮ হেক্টর পানিতে তলিয়ে গেছে।

যে ৮২ হেক্টর জমি এখনও তলিয়ে যায়নি, খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেগুলো মধ্যনগর ইউনিয়নের একটি হাওরের। তবে ওই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রবীর বিজয় তালুকদার জানালেন, ওই

তবে এখন আর সম্পন্ন গৃহস্থের গোলায়ও খোরাকির ধান অবশিষ্ট নেই। সাড়ারকোনা গ্রামের অজিত সরকারের সঙ্গে আলাপেও এ ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। হাওরের বেশিরভাগ কৃষক অন্তত এক বছরের খোরাকি গোলায় জমা রাখলেও অজিত কখনই খোরাকির ধান গোলায় ধরে রাখেন না। অজিত যে ১৬ একর জমি চাষ করেন, তাতে ৮০০ মণের মতো ধান পান। ধান তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধান বিক্রি করে দেন। তারপর একই গ্রামের পঙ্কজ সরকারের সঙ্গে মিলে শুরু করেন ধান কেনাবেচার ব্যবসা। এবার জমি বর্গা নিতে অজিতের খরচ হয়েছিল ৭৫ হাজার টাকা। চাষের জন্য লেগেছে আরও প্রায় দুই লাখ। ধারণা করেছিলেন, ধান বিক্রি করে লাখ পাঁচেক টাকা পাবেন। সেই টাকার পুরোটাই তিনি বিনিয়োগ করতেন তার ধান কেনাবেচার ব্যবসায়। অজিত ও পঙ্কজের ধান তোলা ও কেনাবেচার সঙ্গে আরও অন্তত ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিক হিসেবে যুক্ত হন। এবার তাদেরও কারোর কাজ জুটেবে না। অবশ্য অন্যের কথা ভাবার অবকাশ এখন অজিতদের কারোরই নেই। তারা বরং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে লড়াইয়ের মুখোমুখি। এরই মধ্যে অজিত তার গোয়ালের ছয়টি গরুর চারটি বিক্রি করে দিয়েছেন। অজিত জানালেন, বৃহস্পতিবার ধর্মপাশার গরুর হাটে এত গরু এসেছিল, যা তিনি আগে আর দেখেননি।

সাড়ারকোনা যেন একখণ্ড হাওর, যেখান থেকে পাওয়া গেল বাংলাদেশের ছয় ভাগের এক ভাগ যে হাওরাঞ্চল, সেখানে আসন্ন দুর্যোগ পরিস্থিতির ধারণা। ওই

যে কারণে ক্ষুব্ধ কোটিপতি ফেনু

সিলেট, ৯ এপ্রিল : সিলেটের কোটিপতি ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম ফেনুর বিরুদ্ধে ডিসির কাছে অভিযোগ করেছেন পেট্রোলপাম্প মালিক হেলাল উদ্দিন। তিনি ফেনুর কাছে পাওনা অর্থ ফেরত পেতে সাহায্য চেয়েছেন জেলা প্রশাসকের। এ ঘটনার পর ক্ষেপেছেন রফিকুল ইসলাম ফেনু। বলেছেন, তার কাছে টুকেরবাজারের পেট্রোলপাম্পের মালিক হেলাল কোনো টাকা পান না। উলটে তিনি মা পে তেল কম দেয়ায় তিনি উলটে টাকা পান। একই সঙ্গে সিলেটের পাম্প মালিকরা তার মালিকানাধীন প্রায় ১২০টি ট্রাক ও পিকআপে ১০দিন তেল না দেয়ায় তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন। জেলা প্রশাসক তাকে ডাকলে তিনি ক্ষতিপূরণ চাইবেন বলে জানান। রফিকুল ইসলাম ফেনুর বাড়ি কাজলশাহ এলাকা। মার্চেন্ট হিসেবেই তিনি বহুল পরিচিত। বিপুল সংখ্যক যানবাহনের মালিক ছাড়াও তিনি রড, সিমেন্টের সিলেট শহরের বড় ব্যবসায়ী। আর হেলাল উদ্দিন একজন মৎস্য আড়ৎদার। সিলেটের টুকেরবাজারের তেমুখী পয়েন্টে রয়েছে সফাত উল্লাহ ফিলিং স্টেশন নামের একটি পেট্রোলপাম্প। সম্প্রতি হেলালের সঙ্গে রফিকুল ইসলাম ফেনুর দ্বন্দ্ব সিলেটের ব্যবসায়ী মহলে তোলপাড় চলছে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত গড়িয়েছে জেলা প্রশাসকের টেবিল পর্যন্ত। জেলা প্রশাসক সিলেটের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেদুল করীমকে বিষয়টি সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে- আগামী ১১ই এপ্রিল জেলা প্রশাসনে উভয়পক্ষকে নিয়ে বৈঠক হবে। বুধবার জেলা প্রশাসকের কাছে ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিনের পক্ষ নিয়ে আবেদন করেছেন সিলেট পেট্রোলপাম্প ওনার্স এসোসিয়েশনের নেতারা। আবেদনের তারা বলেছেন, তেমুখী পয়েন্ট অবস্থিত মেসার্স সফাত উল্লাহ ফিলিং স্টেশন থেকে রফিকুল ইসলাম ফেনুর ১২০টি গাড়ির জন্য ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মাসিক চুক্তিতে নিয়মিত জ্বালানি সংগ্রহ

করতেন। ফেনু প্রতিমাসে বিল পরিশোধ করলেও চলতি বছর জানুয়ারি থেকে হঠাৎ বিল প্রদান বন্ধ করে দিয়েছেন। বর্তমানে তার কাছে হেলাল উদ্দিনের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৪ লাখ টাকা পাওনা রয়েছে। এদিকে- অভিযোগ তোলায় ক্ষেপেছেন কোটিপতি ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম ফেনু। তিনি জানিয়েছেন- হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে তিনি ব্যবসা করেন না। দেশের শীর্ষ স্থানীয় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে তার ব্যবসা। কিন্তু দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে তিনি সুনামের সঙ্গে ব্যবসা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কেউ কোনোদিন তার বিরুদ্ধে আঙ্গুল তোলার সাহস পাননি। হেলাল উদ্দিন নিজের অসৎ ব্যবসা চাকতে তিনি উঃ! মিথ্যা অভিযোগ করছেন। গতকাল সংবাদপত্রে প্রেরিত এক পত্রে রফিকুল ইসলাম ফেনু উল্লেখ করেন- শহরতলীর টুকেরবাজারস্থ মেসার্স সফাত উল্লাহ ফিলিং স্টেশন থেকে তার মালিকানাধীন গাড়ির তেল সংগ্রহ করা হয়। তেল সংগ্রহ করার পর এই তেল দিয়ে ট্রাকসমূহ যত কিলোমিটার চলাচল করার কথা তত কিলোমিটার চলাচল না করায় সন্দেহ হয়। শ্রমিকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বললে তারা জানায়, পেট্রোল পাম্প থেকে তেল কম দেয়ার কারণে এমনটি হচ্ছে। বিষয়টি সফাত উল্লাহ সিএনজি পাম্পের মালিক হেলাল উদ্দিনকে জানানো হয়। একই সঙ্গে ফেনুর তরফ থেকে বলা হয়, 'এভাবে গাড়িতে তেল কম দিতে থাকলে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফেনু জানান, 'একপর্যায়ে আমি হেলাল উদ্দিনের সঙ্গে হিসাব নিকাশ শেষ করে তার পাম্প থেকে তেল ক্রয় বন্ধ করে দেই। এতে সে ক্ষিপ্ত হয় এবং আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে এক পর্যায়ে হেলাল উদ্দিন সিলেট পেট্রোলিয়াম ওনার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও সেক্রেটারিকে ম্যানেজ করে আমার প্রতিপক্ষ বানানোর পায়তারায়া লিপ্ত রয়েছে। সিলেট পেট্রোল পাম্প ওনার্স এসোসিয়েশন এর সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই এবং কখনও ছিল না।

বড়লেখায় বিষপানে ৪ সন্তানের জননীর আত্মহনন

সিলেট, ১০ এপ্রিল : বড়লেখায় বিষপানে রতনা বেগম (৩৮) নামে চার সন্তানের এক জননী আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউপির তারাদরম (বারহাল) গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত রতনা বেগম ওই এলাকার সেলিম উদ্দিনের স্ত্রী। গতকাল সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর

হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করেছে। তবে কি কারণে তিনি (রতনা) আত্মহত্যা করেছেন সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। বড়লেখা থানার সেকেন্ড অফিসার অমিতাভ দাস তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'লাশের সুরতহল রিপোর্ট প্রস্তুত শেষে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বাঙালি তরুণ খুন

আকস্মিকভাবে তাকে প্রথমে বেট দিয়ে পেটাতে থাকে । এতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । এ সময় তাঁকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় হামলাকারী তরুণেরা ।

ছেলেকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা দেখতে পেয়ে জামানুরের মা চিৎকার করতে থাকলে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন । জামানুরের মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে অস্বিজেন দেন । খবর পেয়ে কিছুক্ষণের অ্যাম্বুলেস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে রয়েল লন্ডন হাসপাতালে নিয়ে যায় । কিন্তু ততক্ষণে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন ।

এ ঘটনা সাথে জড়িত সন্দেহে ১৮ বছর বয়সী এক তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । পূর্ব লন্ডনের একটি পুলিশ স্টেশনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । খুনের ঘটনার একটি ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা দেখে শোকারত হয়ে উঠেছে পুরো কমিউনিটি । কমিউনিটির অনেকের ধারণা- ঘন ঘন বাজেট কাটের কারণে তারুণ্যের চাহিদা অনুযায়ী বিনোদনের সুযোগ সুবিধা দিন দিন কমতে থাকায় তরুণদের একটি অংশ এমন হিংস্র হয়ে উঠছে ।

উল্লেখ্য, সৈয়দ জামানুর খুন হওয়া নিয়ে গত সোম ও মঙ্গলবার লন্ডনে তিনটি হতাকাণ্ড সংঘটিত হলো । মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নর্থহলট এলকায় আদুল্লাহি তারাবী নামে ২০ বছর বয়সী এক তরুণ খুন হন । সোমবার প্লামস্টেড এলাকায় নির্মমভাবে খুন হন আরো এক তরুণ ।

মেয়র জন বিগসের শোক

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র জন বিগস মাইল এন্ডে ছুরিকাঘাতে বাঙালি তরুণের করুণ মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন । এক বিবৃতিতে তিনি শোক প্রকাশ করেন । মেয়র ঘটনার পরপরই পরিবারের সাথে দেখা করে তাঁর সমবেদনা জানান এবং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সর্বাত্রিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন ।

বিবৃতিতে মেয়র আরো বলেন, পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে এবং এ ব্যাপারে কারো কাছে কোন তথ্য থাকলে তা জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছে । মেয়র বলেন, নাইফ ফ্রাইম মোকাবেলা আমাদের অন্যতম এজেন্ডা এবং আমার জানা মতে পুলিশ এবং লন্ডন মেয়র সাদিক খান বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন ।

চিলড্রেন সার্ভিসের বেহাল দশা

প্রকাশ করে এই তথ্য দিয়েছে । রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিরাপত্তাহীন শিশুদেরকে দীর্ঘদিন যাবত নির্যাতন-বান্ধব পরিবেশে রাখা হচ্ছে । এই ব্যর্থতার পেছনে কাউন্সিলের নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়ি করে অফস্ট্যাড বলেছে, সাম্প্রতিক পরিদর্শনের আগে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তাদের ব্যর্থতার ব্যাপকতা নিয়ে অবগতই ছিলনা । বিগত প্রশাসনের আমলে ২০১২ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে টাওয়ার হ্যামলেটসের চিলড্রেন সার্ভিসকে সার্বিকভাবে “গুড” (ভালো) হিসাবে বর্ণনা করেছিল অফস্ট্যাড । কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘আউটস্ট্যান্ডিং’ (অসাধারণ) সাফল্যের কথাও উল্লেখ ছিল সেই প্রতিবেদনে । ২০১২ সালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে অফস্ট্যাড বলেছে, ওই সময়ের পর শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে ‘গুরুতর অবনতি’ হয়েছে । গত ২৩ জানুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী সরেজমিন পরিদর্শন করে কাউন্সিলের চিলড্রেন সার্ভিসের বিভিন্ন দিকের উপর তথ্য সংগ্রহ করেন অফস্ট্যাডের পরিদর্শকরা । এতে ৮ জন পরিদর্শক অংশ নেন । পরিদর্শনের ধারাবাহিকতায় গত ৭ এপ্রিল অফস্ট্যাড চাঞ্চল্যকর এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে ।

অফস্ট্যাডের রিপোর্টে অন্যতম বড় যে ইস্যুটি উঠে এসেছে তা হলো- বিপুল সংখ্যক শিশু প্রি-কেয়ার প্রসিডিং স্টেইজে (স্থায়ীভাবে একটি কেয়ারে স্থানান্তরিত হওয়ার আগের পর্যায়) অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় পার করছে । অথচ নিয়ম অনুযায়ী এই সকল শিশুর অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত মূল্যায়ন কিংবা অগ্রগতি প্রতিবেদন জমা হয়না । এভাবেই স্থায়ী কেয়ারে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা শিশুরা মধ্যবর্তী অবস্থানে দীর্ঘ সময় পার করছে । মধ্যবর্তী ও অস্থায়ী এই পরিস্থিতিতে বেড় ওঠা শিশুরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে জীবন-যাপন করছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে । অফস্ট্যাডের পরিদর্শকেরা বেশ কয়েকজন শিশুর নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করে সেগুলোকে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন । বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা ও সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে কাউন্সিল নেতৃত্বন্দের ভূমিকা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অফস্ট্যাডের রিপোর্টে বলা হয়েছে: “চিলড্রেন সার্ভিসের সেবার মান নিয়ে বিরাজমান চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা জানার পরও শীর্ষ নেতারা ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাকে দূর করতে পর্ষাণ্ড কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি” ।

অফস্ট্যাডের পরিদর্শকেরা চিলড্রেন সার্ভিসের পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট ও কোয়ালিটি নিশ্চিকরণ পদ্ধতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, নির্ভরযোগ্য তথ্যনির্ভর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এখানে অনুপস্থিত । এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, স্যোশাল ওয়ার্কার ও ম্যানেজারদের ইলেকট্রনিক রেকর্ডিং সিস্টেমে তথ্য হালনাগাদ না করাই এর পেছনে বহুলাংশে দায়ী । শিশুদের বিষয়ে অ্যাসেসমেন্ট (যাচাই-বাছাই) প্রক্রিয়া ও তাদেরকে নিয়ে তৈরি করা ভবিষ্যত পরিকল্পনা (প্ল্যান) অত্যন্ত দুর্বলভাবে তৈরি করা হয় মর্মে পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্যোশাল ওয়ার্কার হিসাবে মৌলিক আদর্শ অনুসরণ না করার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে অকার্যকর ভূমিকা পালন করছেন শীর্ষ কর্মকর্তারা । ব্রমলি, ল্যাংথথ ও ওয়ান্ডসওয়ার্থ কাউন্সিলের পর টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলই লন্ডনের চতুর্থ কাউন্সিল যেখানে চিলড্রেন সার্ভিসের মানকে অফস্ট্যাড অপর্ষাণ্ড (ইনএডিকুয়েট) বলে চিহ্নিত করেছে ।

চিলড্রেন সার্ভিসের মানোন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে- জন বিগস
নির্বাহী মেয়র জন বিগস রিপোর্ট সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এই পরিস্থিতি একেবারেই অগ্রহনযোগ্য । আমি পরিষ্কার ভাষায় চীফ এক্সিকিউটিভ এবং কর্পোরেট ডাইরেক্টর অব চিলড্রেন সার্ভিসকে জানিয়ে দিয়েছি চিলড্রেন সার্ভিসের মানোন্নয়নে যা যা করনীয় তা করার জন্য । টাওয়ার হ্যামলেটসের শিশু কিশোর তথা এর বাসিন্দারা প্রথম শ্রেণীর সার্ভিসের দাবীদার এবং তা নিশ্চিতে আমি

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।

মেয়র বলেন, এটা হঠা় সৃষ্টি হওয়া কোন সমস্যা নয় । ২০১৩ সালে এডাবস সার্ভিস এবং চিলড্রেন সার্ভিস একত্র করার পর থেকে এই সমস্যার শুরু । এই উদ্যোগটি কাজ করেনি । তারপর ২০১৫ সালে সাবেক মেয়র বিদায় নেয়ার পর বেশ কিছু বিষয়ে গলদ আবিস্কৃত হয় । অফস্টেডের রিপোর্ট তা নিশ্চিত করলো ।

তারপরও বলবো আমাদের আমলে এই সমস্যা যে গতিতে সমাধান হওয়ার কথা ছিলো তা হয়নি । আর এজন্যই গত বাজেটে এখাতে আমরা অতিরিক্ত ৪.৮ মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করেছি । এর মানোন্নয়নে আমরা আগামীতে আরো বরাদ্দ বাড়াতে প্রস্তুত আছি ।

চীফ এক্সিকিউটিভ উইল টাকলী কর্পোরেট ডাইরেক্টর অব চিলড্রেন সার্ভিস ডেভি জোস্কে সাথে নিয়ে এই রিপোর্টের দায় দায়িত্ব গ্রহন করে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমরা অফস্টেডকে সাথে নিয়ে চিলড্রেন সার্ভিসের মানোন্নয়নে সর্বাত্রিক চেষ্টা চালাবো । অফস্টেডের রিপোর্টে উঠে এসেছে আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্যোগটা দরকার । আমরা ইতোধ্যেই তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা গ্রহন করেছি । এখন অফস্টেডকে সাথে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা হবে ।

বাজেট বরাদ্দ কাটার কারণেই আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে- রাবিনা খান

মেয়র লুৎফুর রহমানের বিদায়ের দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সেই দায় লুৎফুর রহমানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার মতো আচরণকে খোঁড়া যুক্তি হিসেবে বর্ণনা করে পিপল্‌স অ্যালায়েন্সের নেত্রী কাউন্সিলার রাবিনা খান বলেছেন, স্থানীয় শিশুদের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে মেয়র জন বিগ্‌স বাজেটে বরাদ্দ কাটার কারণেই আজকের এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । রাবিনা খান বলেন: “বর্তমান প্রশাসন রাজনৈতিক উদ্যোগপ্রণোদিতভাবে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়েছে । এটি তারা এড়াতে পারতো । কিন্তু তা না করে তাঁরা সার্বজনীন ও সামাজিক সুরক্ষা খাত থেকে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে এই খাতে অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে” । তিনি বর্তমান প্রশাসনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ২০১৫ সালে লেবার পার্টির ক্ষমতাসীন হওয়ার এক বছর পর ২০১৬ সালে শিশুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপিত হলেও সেগুলোর বিষয়ে মেয়র কিংবা কাউন্সিল কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি । চিলড্রেন সার্ভিস খাতের বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া ও অভিযোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক থাকতে পারে বলে মনে করছেন কাউন্সিলার রাবিনা খান ।

তবে তিনি সকল রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে গিয়ে একটি অভিন্ন প্লাটফর্মে সমবেত হয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের চিলড্রেন সার্ভিসের উন্নয়নে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমেই বারার শিশু ও পরিবারগুলোর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য চিলড্রেন সার্ভিস গড়ে তোলা সম্ভব । **অফস্ট্যাড রিপোর্ট প্রমাণ করে জন বিগসের নেতৃত্বের দক্ষতা নেই- অহিদ**

সাবেক মেয়র লুৎফুর রহমান সমর্থিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের প্রতিনিধি কাউন্সিলার অহিদ আহমেদ অফস্ট্যাডের রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, ‘টাওয়ার হ্যামলেটসের হাজার হাজার পিতা-মাতা আর অভিভাবকের দাবির প্রতি কর্পণতা না করে এবং তাদের পিটিশন উপেক্ষা করে বেশ কিছু নাসার্বিকে মেয়র জন বিগ্‌স বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিয়ে চিলড্রেন, এডুকেশন ও ইয়ুথ সার্ভিসের বাজেট ব্যাপকভাবে কমিয়েছেন । এরই ধারাবাহিকতায় অফস্ট্যাডের রিপোর্টই প্রমাণ করে যে জন বিগ্‌সের মধ্যে নেতৃত্বের দক্ষতা নেই এবং এই বারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে’’ ।

ডেপুটি মেয়র র‍্যাচেল স্যাভার্স নীরব

এ ব্যাপারে ডেপুটি মেয়র এবং চিলড্রেন সার্ভিসের দায়িত্বপ্রাণ্ড কাউন্সিলার র‍্যাচেল স্যাভার্স মিডিয়ায় সরাসরি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি । তিনি কাউন্সিলের মিডিয়া টিমের কাছে তাঁর মন্তব্য পাঠানো হয়েছে বলে জানান ।

লুৎফুর রহমানের আমলের অব্যবস্থাপনার

দোহাই লেবার প্রশাসনের একটি অজুহাত

-কনজারভেটিভ

এ ব্যাপারে টাওয়ার হ্যামলেটস কনজারভেটিভ গ্রুপের পক্ষে সেন্ট ক্যাথরিনস ও ওয়াপিং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জুলিয়া ডকেরিন সাপ্তাহিক দেশ-এ প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন, লেবার প্রশাসন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ফান্ডিং কাট ও সাবেক মেয়র লুৎফুর রহমানের আমলের অব্যবস্থপনার অজুহাত তুলে অলস ভূমিকা পালন করছে আর কাউন্সিলের বিভিন্ন খাতে নিম্নমানের সেবা দিয়ে যাচ্ছে । তারা কাউন্সিলের আডলট এন্ড চিলড্রেন সার্ভিসকে একিভূত করার কারণে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করলেও তাদের এই যুক্তির ভিত্তি খুব দুর্বল । কারণ অফস্ট্যাড রিপোর্টে কালচারাল সমস্যা ও বর্তমান প্রশাসনের নিম্নমানের ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তের কথা উঠে এসেছে ।

অফস্টেড রিপোর্ট হতাশাজনক- রুশনারা আলী

এদিকে বেথনাল গ্রীন এন্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী অফস্টেডের রিপোর্টকে হতাশাজনক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন । এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমি একে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিয়েছি । রিপোর্ট অনুযায়ী টাওয়ার হ্যামলেটসে ১৮ বছরের নিচের প্রায় ৬৫ হাজার শিশু বসবাস করে । তারা যাতে কোন ধরনের ঝুঁকিতে না পড়ে এজন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখতে হবে । আর এজন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলকে এই সার্ভিসের মানোন্নয়নে দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে ।

এলক্ষ্যে মেয়র জন বিগসের পদক্ষেপগুলোকে স্বাগত জানিয়ে রুশনারা আরো বলেন, সাবেক মেয়র অফিস থেকে বিদায় হওয়ার পর তাকে যে পরিমান চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে তা এক কথায় অস্বাভাবিক । ২০১৫ সালের পর চিলড্রেন সার্ভিসের কাঠামো এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমি আশাবাদী । তবে অফস্টেডের রিপোর্টের পর এটা পরিষ্কার হলো আরো করনীয় আছে এবং তা করতে হবে দ্রুততার সাথে । চিলড্রেন সার্ভিসের কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন দরকার সে সম্পর্কে ধারণা বা গাইডলাইন দেয়ায়ই হচ্ছেছ অফস্টেডের রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য । আমি আশা করছি কাউন্সিলের দায়িত্ববানরা রিপোর্টটিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে এখন কাজ করবেন ।

চার আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল

বছর করে সাজার রায় বহাল রেখেছেন । যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া এক আসামির সাজা কমিয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট ।

বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ও বিচারপতি মো: জাহাঙ্গীর হোসেন সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ গতকাল এ রায় দেন ।

রাজন হত্যা মামলায় বিচারিক আদালতের দেয়া রায়ে ১০ আসামির মধ্যে কামরুল ইসলাম, ময়না চৌকিদার, তাজউদ্দিন আহমদ বাদল ও পলাতক জাকির হোসেন পাভেল আহমদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয় । তাদের সেই আদেশ হাইকোর্টে বহাল রয়েছে ।

কামরুল ইসলামের সহযোগী নূর মিয়ার যাবজ্জীবন সাজা কমিয়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট । তবে এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপ আপিল করবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জহিরুল হক জহির ।

এ ছাড়া কামরুল ইসলামের তিন ভাই মুহিত আলম, আলী হায়দার ও শামীম আহমদের সাত বছর করে কারাদণ্ড, দুলাল আহমদ ও আয়াজ আলীর এক বছর করে কারাদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট ।

পলাতক পাভেল আহমেদ ছাড়া মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অন্য তিন আসামি আপিল ও জেল আপিল করেন । এ ছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত নূর মিয়ার আপিলও ছিল । ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) ও আসামিদের করা আপিলের ওপর হাইকোর্টে শুনানি শেষে এ রায় দেয়া হয় । রায়ের পর রাজনের বাবা মো: আজিজুর রহমান বলেন, ‘রায়ে আমি সন্তুষ্ট । ন্যায়বিচার পেয়েছি । বিচারকদের ধন্যবাদ । দ্রুত দণ্ডিতদের ফাঁসি দেখতে চাই ।’

কামরুলের আইনজীবী এস এম আবুল হোসেন বলেন, পূর্ণাঙ্গ রায় পাওয়ার পর এর বিরুদ্ধে আপিল করা হবে ।

সিলেটের কুমারগাঁওয়ে চুরির অভিযোগ তুলে ২০১৫ সালের ৮ জুলাই ১৩ বছরের শিশু সামিউল আলম রাজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় । হত্যাকারীদের এক সহযোগী সেই নির্যাতনের দৃশ্য ভিডিও করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়, যা নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । ঘটনা তদন্ত শেষ করে ওই বছরের ১৬ আগস্ট ১৩ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ । বিচারিক কার্যক্রম শেষে ওই বছরের ৮ নভেম্বর সিলেটের মহানগর দায়রা জজ আদালত চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দেন । এ ছাড়া একজনের যাবজ্জীবন এবং পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদণ্ড দেন । যাবজ্জীবন সাজার রায় পাওয়া নূর মিয়াই ঘটনার দিন রাজনকে নির্যাতনের দৃশ্য ভিডিও করেন এবং পরে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেন ।

২০১৫ সালের ৮ জুলাই রাজনকে হত্যার পর লাশ গুম করার সময় মুহিত আলম নামে একজনকে আটক করে পুলিশে দেয় স্থানীয়রা । পরে মুহিত, তার ভাই কামরুল ইসলাম ও আলী হায়দার, ময়না মিয়া চৌকিদার অজ্ঞাতপরিচয় আরো কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ । রাজনকে পিটিয়ে হত্যার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে সারা দেশে তীব্র ক্ষোভের মধ্যে পালিয়ে সৌদি আরবে চলে যান মূল আসামি কামরুল । পরে ভিডিও দেখে প্রবাসীদের সহযোগিতায় তাকে আটক করে সরকারি পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে বিচারের মুখোমুখি করা হয় ।

রাজন হত্যার দেড় মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করে ওই বছর ১৬ আগস্ট ১৩ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সুরঞ্জিত তালুকদার । মাত্র ১৭ কার্যদিবসে বিচারিক কার্যক্রম শেষ করে সিলেটের মহানগর দায়রা জজ আদালত ২০১৫ সালের ৮ নভেম্বর এ মামলার রায় দেন ।

চার আসামির মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন (ডেথ রেফারেন্স) ও আসামিদের আপিল শুনানি শেষে গত ১২ মার্চ হাইকোর্ট রায়ের জন্য গতকাল ১১ এপ্রিল দিন ধার্য করেছিলেন । রাষ্ট্রপে হাইকোর্টে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জহিরুল হক জহির, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আতিকুল ইসলাম ও নিজামুল হক নিজাম । আসামিপে ছিলেন এস এম আবুল হোসেন, বেলায়েত হোসেন, মো: শাহরিয়ার ও শহীদ উদ্দিন চৌধুরী । এ ছাড়া পলাতক দুই আসামির পে শুনানি করেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হাসনা বেগম । রায় দ্রুত কার্যরের দাবি পরিবারের

দেশব্যাপী আলোচিত রাজন হত্যা মামলার চার আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় হাইকোর্ট বহাল রাখায় রাজনের পরিবার সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছে । রাজনের মা লুবনা বেগম রায় দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন ।

রাজন হত্যা মামলায় কামরুল ইসলামসহ চার আসামিকে বিচারিক আদালতের দেয়া রায় গত মঙ্গলবার বহাল রাখেন হাইকোর্ট । বাকি ছয়জনের কারাদণ্ডও বহাল রাখা হয় । এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মঙ্গলবার সিলেটের জালালাবাদ থানার বাদেয়ালি গ্রামে নিজের বাড়িতে এমনটি বলেন লুবনা বেগম । একই সঙ্গে তিনি শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আসামিরা প্রভাবশালী । এই রায়ের পর তারা আমাদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে । আমাদের পরিবারের তি করতে পারে । তাই রায় কার্যকরের আগপর্যন্ত আমি আমাদের পরিবারের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানাছি । সন্তান হত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রিসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান লুবনা বেগম । আজিজুর রহমান ও লুবনা বেগম দম্পতির বড় ছেলে সামিউল আলম রাজনকে ২০১৫ সালের ৮ জুলাই কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন এলাকায় নির্যাতন করে হত্যা করা হয় । সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশে রাজনকে নির্যাতনের ভিডিওচিত্র ধারণ করে নির্যাতনকারীরা । সেই ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে শুরু হয় তোলপাড় । হত্যাকাণ্ডের মাত্র চার মাসের মাথায় ২০১৫ সালের ৮ নভেম্বর রাজন হত্যা মামলায় সৌদি প্রবাসী কামরুলসহ চারজনকে ফাঁসির আদেশ দেন সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালত, যা গত মঙ্গলবার বহাল রাখেন হাইকোর্ট ।

তারেক রহমানের শাশুড়ির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

কামরুল হোসেন মোল্লা অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে এ পরোয়ানা জারি করেন । গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ১৪ মে দিন ধার্য করেছেন আদালত । মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, সম্পদের হিসাব জমা দেওয়ার জন্য ২০১২ সালের ২৫ জানুয়ারি ইকবাল মান্দ বানুকে নোটিশ দিয়েছিল দুদক । এরপর হাইকোর্টে রিট আবেদন করে স্থগিতাদেশ পান ইকবাল মান্দ বানু । এই আদেশের বিরুদ্ধে দুদক আপিল করলে হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত হয়ে যায় । এরপর ২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি দুদকের উপপরিচালক আর কে মজুমদার ঢাকার রমনা থানায় ইকবাল মান্দ বানুর বিরুদ্ধে এ মামলা করেন । সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার নোটিশ জারির পর নির্দিষ্ট সময়ে কমিশনে হিসাব জমা না দেওয়ায় এ মামলা করা হয় । মামলার তদন্ত শেষে ১৪ জানুয়ারি অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দেয় দুদক । অনুমোদনের পর ১৯ জানুয়ারি আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় দুদক ।

গির্জায় বোমা হামলায় নিহত ৪৫ : আহত শতাধিক মিশরে তিন মাসের জরুরি অবস্থা

দেশ ডেস্ক, ১১ এপ্রিল : মিসরের প্রেসিডেন্ট আবুল ফাতাহ আল সিসি সোমবার তিন মাসের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। দেশটির তানতা ও আলেক্সান্দ্রিয়ায় দু'টি কপটিক গির্জায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৪৫ জন নিহত হওয়ার পর তিনি এ ঘোষণা দেন। এ ছাড়া তিনি সারা দেশে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলোর সুরক্ষার জন্য সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে প্রেসিডেন্টের এ পদক্ষেপের জন্য পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর প্রেসিডেন্টের এই আদেশ কার্যকর হবে। অবশ্য পার্লামেন্টে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে তার।

উল্লেখ্য, গত রোববার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এ দু'টি হামলার ঘটনা ঘটে। মিসরের রাজধানী কায়রোর উত্তরে নীল নদের তীরবর্তী শহর তানতার সেন্ট জর্জ গির্জায় প্রথম বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পাম সানডে পালন করার সময় এই সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। জেরুসালেমে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিজয়ের বেশে আগমনের দিন হিসেবে কপটিক খ্রিষ্টানরা দিনটি পালন করেন।

মাত্র এক সপ্তাহ পর কপটিক ইস্টার। এ ছাড়া এ মাসেই পোপ ফ্রান্সিসের মিসর সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। তিনি এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন। গত রোববার সেন্ট জর্জ গির্জায় বিস্ফোরণের প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন ফোনে জানিয়েছেন, 'গির্জার হলে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হওয়ার পর কটি আগুন ও ধোঁয়ায় ভরে যায়। অনেকে গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের অনেকের পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে, অনেকের পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।' ঘটনার সময় গির্জার ওই কে অবস্থান করা একজন খ্রিষ্টান নারী বলেন, 'করে পুরো মেঝে রক্তে ভেসে গেছে। চার দিকে মানবদেহের ছিন্নভিন্ন অংশ পড়ে থাকে।'



এরপর আলেক্সান্দ্রিয়ায় সেন্ট মার্ক কপটিক গির্জায় দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। এতে তিন পুলিশসহ কমপক্ষে ১২ জন নিহত ও ৩৫ জনের বেশি আহত হয়। ঘটনার সময় কপটিক খ্রিষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় টড্রস ওই গির্জার অভ্যন্তরে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তিনি অক্ষত আছেন বলে জানা গেছে। তার সচিব জানিয়েছেন আলেক্সান্দ্রিয়ার গির্জায় হামলা চালিয়েছে এক

আত্মঘাতী। সে গির্জার বাইরে পুলিশের বাধা পাওয়ার পর বিস্ফোরণ ঘটায়। উভয় হামলার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট (আইএস)। আইএস-এর সংবাদমাধ্যম আমাক বলেছে, ইসলামিক স্টেটের পক্ষে একটি দল মিসরের তানতা ও আলেক্সান্দ্রিয়া শহরের দুই গির্জায় হামলা চালিয়েছে। তানতায় প্রথম বিস্ফোরণের পর নিল নিউজ টিভিকে

প্রাদেশিক গভর্নর আহমদ জাইফ বলেন, হয়তো একটি বোমা স্থাপন করে রাখা হয়েছিল। কিংবা কেউ নিজেকে উড়িয়ে দিয়েছে। মিসরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জেনারেল তারেক আতিয়া জানিয়েছেন, তানতায় বিস্ফোরণটি ঘটেছে বেদির কাছে। সেখানে আরো বিস্ফোরক আছে কি না পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।

উপ-নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭ শতাংশ কাশ্মিরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত ১২



দেশ ডেস্ক, ১১ এপ্রিল : ভারত অধিকৃত কাশ্মিরে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা ও সীমান্তের উত্তেজনা কমপক্ষে ১২ জন নিহত হয়েছে। রোববার ও সোমবার দুই দিনে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতায় আটজন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া সীমান্তে সহিংসতার অভিযোগে চারজনকে হত্যা করেছে ভারতীয় সেনারা। উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে দিনব্যাপী

থেমে থেমে সংঘর্ষ ঘটে। দখল হয় ভোটকেন্দ্র। ভাঙা হয় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)। দিনশেষে নিহত হয়েছেন আটজন। এ উপনির্বাচনেও ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। দিন শেষে হিসাব করে দেখা গেছে, মাত্র ৭ শতাংশ ভোটার কেন্দ্রে গিয়েছেন এবং ভোট দিয়েছেন। গত ২৭ বছরের ইতিহাসে যা সর্বনিম্ন। তাই এ নির্বাচন বাতিল হওয়ার আশঙ্কা

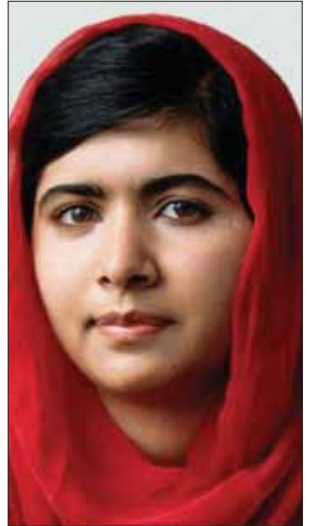
দেখা দিয়েছে। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। স্থানীয় সময় রোববার ভারতীয় পার্লামেন্টের নিক লোকসভার একটি শূন্য আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শ্রীনগর। কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামীরা আগে থেকেই এ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হলে স্থানীয় বুধধাম জেলার রাস্তায় বিভেদ

শুরু হয়।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে গুলিবর্ষণ করে। এতে নিহত হন আটজন। আহত হন পুলিশসহ আরো অনেকেই। হতাহতদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। ১২ এপ্রিল আরো তিনটি রাজ্যে নির্বাচনের কথা রয়েছে। নির্বাচনে ফল জানা যাবে ১৫ এপ্রিল। নির্বাচনে মতাসীন পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী তাসাদুক মুফতি বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন বাতিলের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। তিনি রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির ছোটভাই। রাজ্যের বিরোধীদের নেতা ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহর ছেলে ওমর আবদুল্লাহ এ ঘটনাকে রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনের 'চরম ব্যর্থতা' বলে মন্তব্য করেছেন।

জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ শান্তিদূত হচ্ছেন মালারা

দেশ ডেস্ক, ৯ এপ্রিল : জাতিসংঘের শান্তিবিষয়ক দূত হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন মালারা ইউসুফজাই। এর মধ্য দিয়ে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পাকিস্তানি এ অধিকারকর্মী হবেন সংস্থাটির সর্বকনিষ্ঠ শান্তিদূত। আগামী সপ্তাহে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘে ঘর সদর দফতরে তাকে এ খবর জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, 'মৃত্যুর ঝুঁকির মুখেও মালারা ইউসুফজাই নারী, শিশু ও সব মানুষের অধিকারের বিষয়ে অটল থেকেছেন। মেয়েদের শিক্ষার জন্য তার সাহসী কর্মকাণ্ড এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই তাকে সংস্থাটির সর্বকনিষ্ঠ শান্তিদূত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯ বছর বয়সী মালারার জন্ম পাকিস্তানের খাইবার



পাখতুনখাওয়া প্রদেশের সোয়াত উপত্যকায়। শৈশব থেকেই নারী শিক্ষার বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর সোয়াত উপত্যকার মিনগোরাতে ১৪ বছর বয়সী মালারা ও তার দুই বান্ধবীকে স্কুলের সামনেই গুলি করে তালেবান। এ ঘটনা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলে। আহত মালারাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ব্রিটেনে নেয়া হয়। তখন থেকে তিনি ব্রিটেনেই আছেন। ২০১৪ সালে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা আসে। ভারতীয় শিশু অধিকারকর্মী কৈলাস সত্যার্থীর সাথে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পান তিনি। এরপর 'মালারা ফাউন্ডেশন' গঠন করে বিশ্বব্যাপী নারী শিক্ষার পে আন্দোলন জোরদারে কাজ করে যাচ্ছেন।

পাকিস্তানে ভারতীয় গুপ্তচরের মৃত্যুদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ১১ এপ্রিল : পাকিস্তানে আটক ভারতীয় গুপ্তচর কুলভূষণ যাদবকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি এবং নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর দায়ে পাকিস্তানের একটি সামরিক আদালত গত সোমবার তাকে এ দণ্ড দিয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ পরিদফতর আইএসপিআরের প্রধান মেজর জেনারেল আসিফ গাফুর আরো জানিয়েছেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল

বা এফজিসিএমে তার বিচার করার পর তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পাক সেনাপ্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়া এ প্রাণদণ্ডের অনুমোদন দিয়েছেন। এর আগে পাকিস্তানের একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এবং আদালতে দেয়া বক্তব্যে যাদব নিজেকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তাকে দায়িত্ব দিয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। বেলুচিস্তান ও বন্দর নগরী করাচিতে নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বলে তিনি স্বীকার করেন।

চীনে বিদেশী গুপ্তচর ধরিয়ে দিলেই পুরস্কার

দেশ ডেস্ক, ১১ এপ্রিল : চীনে বিদেশী গুপ্তচর ধরতে অভিনব এক কৌশল নিয়েছে দেশটির সরকার। দেশটির বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে গোপন তথ্য সংগ্রহকারীদের যদি কেউ ধরিয়ে দিতে পারে তবে তাকে মোটা অঙ্কের অর্থ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ সে জন্য একটি হটলাইন চালু করেছে। যেখানে তথ্য দিয়ে ফোন করা যাবে। গোয়েন্দা সম্পর্কে তথ্য দিলে সর্বোচ্চ ৭৩ হাজার ডলার পর্যন্ত পুরস্কার পাওয়া যাবে। তবে পুরস্কারের মাত্রা নির্ভর করবে ধরিয়ে দেয়া গোয়েন্দা আসলে কত বড় মাপের তার

ওপর। তবে কেউ যদি শত্রুতাবশত কারো বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে তাকে পেতে হবে বড় ধরনের শাস্তিও। চীনে বিদেশীদের ওপর কিছুটা কড়াকড়ি রয়েছে। সম্প্রতি এমন বার্তাও দেয়া হয়েছে যে কোনো গুপ্তচরের সাথে এমনকি প্রেমের সম্পর্কে জড়ালে তার জন্যও বিপদে পড়তে হতে পারে। বিদেশী গুপ্তচরদের ধরতে দেশের মানুষজনকে সজাগ হওয়ার জন্য একটি ক্যাম্পেইন চালু হয়েছে দেশটিতে।

সুইডেনে ট্রাক হামলা দুই সন্দেহভাজন গ্রেফতার



দেশ ডেস্ক, ৯ এপ্রিল : সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ট্রাক হামলায় জড়িত থাকার সন্দেহে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাদের শনাক্ত করা হয় বলে পুলিশ জানায়। ওই হামলায় পাঁচজন নিহত ও আরো ১৫ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে স্টকহোমের কুয়িন স্ট্রিটের একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এ হামলা চালানো হয়। হামলায় ব্যবহৃত ট্রাকটি একটি বিয়ার কোম্পানির। ঘটনাস্থলের কিছু দূরে এটি ছিনতাই করা হয় বলে কোম্পানি সূত্র জানায়। ঘটনার পরপরই স্টকহোমের কেন্দ্রস্থল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এলাকাটি শঙ্কামুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন ভবনের মধ্যে আটকে থাকা



লোকজন। এসময় মেট্রো, মহাসড়ক ছাড়াও বিভিন্ন রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

তবে হামলার পরপরই এর চালক ভিডেও হারিয়ে যায়। পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ ওই

দু'জনকে গ্রেফতার করে। এদের একজনকে শুক্রবার সন্ধ্যায় স্টকহোমের মারস্তা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। পরে জুলস্তা থেকে আরেকজনকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক বাহিনীর সবুজ জ্যাকেট এবং কালো রংয়ের হুডি পরিহিত এক সন্দেহভাজনের ছবি প্রকাশ করার পর আটক এ ব্যক্তির সাথে ছবিটির মিল পাওয়া যায়। সে এই ট্রাক হামলা চালিয়েছে বলে সন্দেহ করেছে পুলিশ। স্টকহম পুলিশের মুখপাত্র লার্স ব্রিস্টম বলেন, 'আমরা ধারণা করছি গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিটি এ হামলায় জড়িত থাকতে পারে।'

লিবিয়াকে তিন টুকরো করার মার্কিন পরিকল্পনা

দেশ ডেস্ক, ১১ এপ্রিল : লিবিয়াকে বিভক্ত করার একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন হোয়াইট হাউজের সিনিয়র এক নীতিনির্ধারণী কর্মকর্তা। গার্ডিয়ানের রিপোর্টে বলা হয়েছে, এক ইউরোপীয় কূটনীতিকের সাথে বৈঠকে তিনি একটি রুমালে লিবিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করার চিত্র একে এই পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন বলে পত্রিকাটি জানতে পেরেছে। সেবাস্তিনা গোর্ক নামের ওই মার্কিন কর্মকর্তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপসহকারী হিসেবে কর্মরত। হাঙ্গেরির কটর ডানপন্থী একটি দলের সাথে সম্পর্ক নিয়েও চাপে আছেন তিনি। যে সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিষেক হয়েছে সে সপ্তাহে তিনি তার এই পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন বলে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আরেক কর্মকর্তা জানিয়েছেন গার্ডিয়ানকে। বিষয়টি শোনার পর ওই ইউরোপীয় কূটনীতিক বিষয়টিকে লিবিয়ার জন্য 'জঘন্য সমাধান' হিসেবে অভিহিত করেন। গোর্কা মার্কিন প্রেসিডেন্টের লিবিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র এ দেশটির দিকে খুব কমই মনোযোগ দিচ্ছে এবং এ ধরনের কোনো পদ তৈরি করবে কি না সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। লিবিয়ায় ২০১১ সালে ন্যাটোর নেতৃত্বে সামরিক অভিযানে দেশটির প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার আল গাদ্দাফি

সরকারের পতনের পর থেকেই গৃহযুদ্ধ চলছে। দেশটিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি জাতীয় সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ওবামা প্রশাসন সমর্থন জানিয়েছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ইউরোপীয় মিত্র দেশ আশঙ্কা করছে হোয়াইট হাউজ লিবিয়ার এ সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারে। এ সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন ফায়েজ আল-সারাজ এবং ত্রিপোলি থেকেই সরকার পরিচালিত হচ্ছে। গোর্কা উগ্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কঠোর নীতির পক্ষে। ইসলামি দলগুলোর বিষয়েও তার রয়েছে নেতিবাচক মনোভাব। মুসলিম ব্রাদারহুডকে তিনি একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে মনে করেন এবং তার আশঙ্কা মুসলিম ব্রাদারহুডের কর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করছে। গোর্কা বিতর্কিত মার্কিন ডানপন্থী পত্রিকা ব্রেইটবার্টের সাবেক সম্পাদক এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রধান কৌশলবিদ স্টিভ ব্যাননের ঘনিষ্ঠ। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, লিবিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের উদ্বেগ ও আশঙ্কার কথা বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের কাছে তুলে ধরেছেন গোর্কা। লিবিয়াকে তিনটি টুকরো করার পরিকল্পনা অনুসারে পুরনো ওসমানীয় প্রদেশ সাইরেনাইকা পূর্বে, ত্রিপোলিতানিয়া উত্তর-পশ্চিমে ও ফেজান দগি-পশ্চিমে।

ভারতে হিন্দু মেয়ের সাথে প্রেম করায় মুসলিম তরুণকে পিটিয়ে হত্যা



দেশ ডেস্ক, ৯ এপ্রিল : ভারতের ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাকার অভিযোগে ১৯ বছর বয়সী এক মুসলিম তরুণকে খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করেছে চরমপন্থী হিন্দুরা। পুলিশ বলেছে, এ ঘটনায় তিন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সুপার চন্দন কুমার বা বলেন, 'মোহাম্মদ সালিককে হত্যায় জড়িত সন্দেহে আমরা তিন ব্যক্তিকে আটক করেছি। হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বান্ধবীর সঙ্গে ওই তরুণকে দেখা যায় বুধবার। এরপর পিটিয়ে হত্যা করা হয় তাকে।' তিনি বলেন, ওই ঘটনায় তাকে হত্যা করা হয়েছে। তবে তিনি দাবি করেন এটি কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। চন্দন কুমার জানান, পুলিশের জেরার মুখে সালিকের বান্ধবীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে

গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে। মেয়েটির পরিবার এ সম্পর্কের বিরুদ্ধে ছিল। ছেলেটিকে সতর্কও করা হয়েছিল। তিনি বলেন, সালিক ওই সতর্কতা শোনেনি। বুধবার রাতে মেয়েটির বাসার কাছে স্কুটার থেকে তাকে নামিয়ে দেয় সে। ১৫ বছর বয়সী মেয়ে ও সালিককে দেখে স্থানীয়রা মেয়েটির সামনেই তাকে একটি খুঁটিতে বাঁধে। আর পেটাতে থাকে। একপর্যায়ে সালিকের মৃত্যু হয়। সালিক বাসায় না ফিরলে তার পরিবার খোঁজখবর নেয়া শুরু করে। পরে সালিককে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তার পরিবার। দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা এর পেছনে জড়িত কি না পুলিশ তা তদন্ত করছে।

শত বছর পর এথেন্সে নির্মিত হচ্ছে মসজিদ

দেশ ডেস্ক, ১০ এপ্রিল : এক শতাব্দীর বেশি সময় পর অর্ধ মিলিয়ন মুসলমানের শহর এথেন্সে প্রথমবারের মতো সরকারিভাবে নির্মিত হচ্ছে মসজিদ। ১৮৮৩ সালে এই শহর থেকে উসমানি শাসন অবসান হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে শহরটিতে কোনো মসজিদ নির্মিত হয়নি। গত বছর দেশটির পার্লামেন্টে উপপরাষ্ট্রমন্ত্রী লুনিস মেনানটিডিস বলেছিলেন, 'এটা হচ্ছে, ইউরোপের একমাত্র রাজধানী যেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।' বছরের পর বছর ধরে শহরটিতে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায় অন্ধকার গুদামঘর, বাসাবাড়ির বেজমেন্টে অস্থায়ীভাবে নামাজ আদায় করে আসছেন। যেখানে তাদের প্রায়ই বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হতে হয়।

গত বছর মে মাসে দীর্ঘ কালাতিক্রান্তের পর প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিস সিপ্রাস মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দেন। রাস্ত্রীয় ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের রাজধানীতে মুসলিম সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার বাইরে রাখা হয়েছে, তবে তাদের সম্মান রক্ষার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি।' চলতি এপ্রিল মাসের মধ্যেই অ্যাথেন্সের পুরনো নৌঘাটের পরিত্যক্ত শিল্প এলাকায় এক হাজার স্কয়ার মিটার আয়তনের মসজিদ নির্মাণ শুরু হবে। দুই স্তরে বিভক্ত মসজিদটিতে কোনো মিনার থাকবে না। ১৮৯০ সালে পার্লামেন্টে একটি আইনের মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণের বিল পাস করা হয়েছিল। কিন্তু নানা বাধার কারণে সেটি আর আলোর মুখ দেখেনি। ২০০৪ সালে অলিম্পিক গেমস উপলক্ষ দেখিয়েও মসজিদ নির্মাণে বাধা প্রদান করা হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের সর্বশেষ প্রচেষ্টায়ও সিপ্রাস সরকারের ডানপন্থী জোট সদস্যরা বিপক্ষে ভোট দিয়েছে।

কোরীয় উপকূলের দিকে যাচ্ছে মার্কিন স্ট্রাইক গ্রুপ



দেশ ডেস্ক, ১০ এপ্রিল : শক্তি প্রদর্শনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একটি বিমানবাহী রণতরীর 'স্ট্রাইক গ্রুপকে' পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে কোরীয় উপদ্বীপের দিকে পাঠানো হচ্ছে। দেশটির সেনাবাহিনীর আদেশে পাঠানো ওই গ্রুপে রয়েছে এক লাখ টনি কার্গো ভিনসন নামে একটি বিমানবাহী রণতরীসহ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ। উত্তর কোরীয়রা গত সপ্তাহে তরল জ্বালানিচালিত স্ফাড ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরো বাড়ার মধ্যে ওয়াশিংটন এই পদক্ষেপ নিলে।

একজন মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে যাত্রা করা বাহিনী সেখানে তাদের পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই যাচ্ছে। অস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে উত্তর কোরীয়রা তৎপরতায় বাড়তে থাকা উদ্বেগের জেরে নৌবাহিনীর এই স্ট্রাইক গ্রুপকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে বলে

জানিয়েছেন পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক যুক্তরাষ্ট্রের ওই কর্মকর্তা। তিনি আরো জানিয়েছেন, রণতরীর এই বহরটি সম্ভবত সিঙ্গাপুর থেকে কোরীয় উপদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। উত্তর কোরীয়রা যুদ্ধংদেহী আচরণের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের উপস্থিতি বাড়ানো প্রয়োজন বলে অনুভব করছি আমরা।' দিন দিন পরীমূলক পেনাংস্ত্র উৎপাদনের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে উত্তর কোরিয়া। গত সপ্তাহেও দেশটি তরল জ্বালানি চালিত একটি স্ফাড পেনাংস্ত্র পরীক্ষা চালায়। শনিবার রাতে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর তৃতীয় বহর জানিয়েছে, ওই স্ট্রাইক গ্রুপটিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর দিকে যেতে বলা হয়েছে। তবে বিবৃতিতে নির্দিষ্ট গন্তব্য প্রকাশ করা হয়নি। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, পরিকল্পনা অনুযায়ী সামরিক ওই বহরটির অস্ট্রেলিয়ার একটি বন্দরে যাওয়ার কথা

থাকলেও তা না করে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যাবে এটি। চলতি বছর উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনসহ দেশটির কর্মকর্তারা বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তারা আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক পেনাংস্ত্র পরীক্ষা বা একই ধরনের কোনো পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ১৫ এপ্রিল উত্তর কোরিয়ার স্থপতি কিম ইল সাংয়ের ১০৫তম জন্মবার্ষিকীতে পরীক্ষা করা হতে পারে। দেশটি দিনটিকে সারা দেশে 'সুখোদয়ের দিন বলে' পালন করে থাকে। গত সপ্তাহের মাঝামাঝি ফোরিডায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বৈঠক করেছেন। বৈঠকে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণে বেইজিংকে আরো বেশি কিছু করার তাগাদা দিয়েছেন ট্রাম্প। উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ও পেনাংস্ত্র কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য করণীয় বিকল্পগুলো পর্যালোচনা করে দেখেছেন ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা। এগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ থাকলেও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ও মিত্র প্রতিবেশীকে নিয়ন্ত্রণে বেইজিংয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা। বিকল্পগুলোর মধ্যে আগ বাড়িয়ে উত্তর কোরিয়ায় হামলা চালানোর বিষয়টি থাকলেও পর্যালোচনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দিকেই জোর দেয়া হয়েছে। গত শনিবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়ার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট কিয়ো-আহনের সাথে ফোনে উত্তর কোরিয়া ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং তারা নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত হয়।

কৈশোরে পরিপাটি

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বলেছেন
'তবু আঠারোর শূনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।'

টিনএজ বলা হয় তেরো থেকে উনিশ বছরের বালক-বালিকাকে। বাংলাতে বলি, কিশোর-কিশোরী। এই সময়টা সব মানুষের জন্য অন্য রকম বটে। বলি এক কিশোরীর গল্প। টিনএজের প্রথম দিনগুলো শুরু হয়েছিল তার ব্যস্ততা, ঘোর আর কিছু বাস্তব বিষয় দিয়ে। এ বয়সে ব্যস্ত হয়ে বাড়তে থাকে শরীরের প্রতিটি কোষ। দেখা দেয় কিছু অবাক বিষয়। পরিপূর্ণতা পেতে যার ভিন্ন পথ নেই। আবিষ্কার হয় নতুন নতুন বাস্তবতা। সব মিলিয়ে তৈরি করে এক ঘোর। তবে সমাধান মিলে যায় তাড়াতাড়িই। এখনকার কথা বলতে গেলে সচেতনতার গতিতে ঘোর অতি সামান্য। আর ঠিক টিনএজের মাঝামাঝি সময় থেকেই কিশোরীর মনে ধরে যায় যে সে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হতে চলেছে। সে বার্তা মস্তিষ্কে আরও অটল হয়ে ওঠে আঠারোতে পা রাখলে। নিজের সঙ্গে বাচ্চা, শিশু এমন শব্দগুলোকে ছুড়ে ফেলে দেয় এ বয়সীরা। প্রতিযোগিতা তখন সবার সঙ্গে। এ বয়স হার মেনে নিতে নারাজ। বিপদকে জয় করার যেমন নেশা ধরে যায়, তেমনি মনে মনে সদা প্রস্তুতি চলে নতুন কিছু করার। উদ্যমী একজন হয়ে জায়গা করে নিতে চায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এমনকি, ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও। সমগ্র পৃথিবীতে ফ্যাশন সচেতনদের সবচেয়ে বড় অংশের নাম টিনএজ। ওরা প্রতিনিয়ত খবর রাখে বিশ্ব-ফ্যাশনে কী চলছে, আর কী হবে তার আসন্ন ঋতুর পোশাক। রঙ, বৈচিত্র্য তা হতে হবে ট্রেন্ডি। থাকতে হবে বিশ্বায়নের ছাপ। বয়স বেড়ে গেলে অধিকাংশ মানুষই কোনো না কোনো ক্লাসিক স্টাইলে বেঁধে ফেলে তার নিজস্ব ফ্যাশনকে। অপর পক্ষে,



কিশোরীর আনন্দ নতুন নতুন ডিজাইন, নতুন রঙে নতুন ঋতুতে সচেতনতা বজায় রেখে সাজতে। বয়সে সময়ের রঙ সময় এখন গরমকাল। আবহাওয়ার সঙ্গে পরিবর্তন হয় প্রকৃতির রঙ। আর উদ্যমী কিশোরীর পোশাকি ভাষা হোক সময়ের সঙ্গী, বিশ্বায়নের অংশীদার। সময় এগিয়ে থাক আঠারোর আত্মপ্রকাশের বাসনায়। কলেজ পড়ুয়া কিশোরী জয়তী বলেন, এ সময়ে পোশাক হওয়া চাই আরামের, আর রঙিন। তাই হালকা হলুদ রঙের ড্রেস পরতে বেশি ভালো লাগে এই দিনে। কামিজ, কুর্তা বা ফতুয়া, যেটাই হোক তা হওয়া চাই আমার আরামদায়ক। তাই সুতি কাপড়কেই এগিয়ে রাখি এ ক্ষেত্রে। আর সব পোশাকেই

আমার ট্রেন্ডি প্যাটার্ন বা কাটিং প্রিয়। ট্রেন্ডি আগেই আলোচনায় এনেছি কিশোরীর নতুন কিছু করা ও পরার আগ্রহের কথা। ফ্যাশনের ক্ষেত্রে এর মানে হচ্ছে ট্রেন্ডি স্টাইল পরিধান। আর ট্রেন্ডি কামিজে সময়ের রঙ, দেশি মোটিফ এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির মিশ্রণে পরিলক্ষিত হয় এখন পার্সিয়ান বা ইরানি লুক। লং প্যাটার্নের কামিজগুলোর মধ্যে থাকছে কুর্তি, পাঞ্জাবি, লন। হলুদ থিমে তা হতে পারে মিশালি রঙের। এ ক্ষেত্রে হলুদের সঙ্গে নীলের মতো রঙ মেশানো বোকামি হবে। এতে হলুদের পাশাপাশি নীলেও চোখ পড়ে যায়। তাই বেছে নিতে হবে লাল, হালকা সবুজের মতো রঙ। এই তত্ত্ব

ফতুয়া, টপস এবং কাপড়ের বেলাতেও এক। কামিজে বেশি চকচক কাপড় এড়িয়ে চলাই ভালো। এতে হলুদ রঙ আরও বেশি গ্লুসি হয়ে উঠলে তা খারাপ দেখাতে পারে। তাই কটন, এন্ডি সিল্ক মানানসই। প্রতিদিনের ফ্যাশন প্রতিদিনের ফ্যাশন বলতে বোঝানো হয় ক্লাস, আড্ডা, ঘোরাঘুরিতে, যা আমরা সচরাচর পরে থাকি। আর প্রতিদিনের ফ্যাশনে কিশোরীর পছন্দ মোটেও জমকালো নকশার ডিজাইন নয়। আঠারোর ফ্যাশন সময়ের সঙ্গী, শরীরের বন্ধু। মানে তা হলো, ফ্যাশন যেমন মেনে চলা, তেমনি পরতেও আরামদায়ক। এ বয়সে মেয়েরা ধনুকের মতো ঘুরতে চায় পাহাড়-পর্বত আর নদী-সাগরে। উড়তে চায় পাখি হয়ে দেশ-বিদেশে। পোশাকের জমকালো ডিজাইন বহনে চলে না দৌড়-ঝাঁপ, ছোট্টাছুটি। তাই হালকা নকশায় পছন্দের পোশাক বেছে নেন আঠারো বছরের প্রিয়ন্তী। পছন্দের পোশাকের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'চঞ্চলতা আমার প্রিয়। ইচ্ছা করে সারাদিন ঘুরে বেড়াই। সারারাত আকাশের নিচে বসে তারা গুনি। আর ভারী পার্টি পোশাক পরে নিশ্চয় এগুলো কেউ করবে না। তাই পোশাক আমার মতোই হবে। একদম সাদামাটা কামিজ অথবা ফতুয়ার সঙ্গে লেগিস ও ট্রেন্ডি সালোয়ার পরতে পছন্দ করি আমি।' সচেতন হতে হবে মা-বাবার। টিনএজ মেয়েদের হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়ার সঙ্গে চাঞ্চল্য নিয়ে বেশিই চিন্তিত হয়ে যান অনেক মা। মেয়ের চাল-চলনে অপ্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করতে চান বাবা। পোশাকের ক্ষেত্রেও থাকে মায়ের নিষেধাজ্ঞা, যা এই বয়সীদের মেধা বিকাশে, উদ্যমী গতিতে চলতে বাধা দান করে। তাই সব বাবা-মায়েরই উচিত তার চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করা। প্রাধান্য দেওয়া উচিত মেয়ের পছন্দের পোশাকেও।

খুকুমণির পুতুল বিয়ে

সৈয়দ মাহমুদুল হক

কালকে খুকুর পুতুল বিয়ে
হাতে কত কাজ না?
পাড়াপড়শি কেউ না আসুক
বাজবে তবু বাজনা।
আজ খুকু তাই ব্যস্ত অনেক
গড়ছে তারই সাজনা
মুকুট পরে আসবে যে বর
তা কিন্তু ঠিক কাজ না।
বরকে দেবে হিরের আংটি
সত্যিগো তা কাচ না
কনে পাবে সোনার গয়না
নকল সোনার আঁচ না।
বিয়ে হবে বেশ আড়ম্বর
নাই যৌতুক খাজনা
ময়না টিয়া চায় জানতে
বিয়েটা কি আজ না?



নিজে বানাই

হাওয়া লাগলেই টুংটাং

যা যা লাগবে
পাঁচ-ছয়টি টিনের ক্যান। রং ও
তুলি। হাতুড়ি, পেরেক। সুতা ও
কাঁচি। একটি ১০ ইঞ্চি ব্যাসের
চাকতি। আইকা আঠা।
উইন্ড চাইমের টুংটাং কার না ভালো
লাগে। একটুখানি উইন্ড চাইমও
ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায় অনেকখানি।
এবার নিজেই উইন্ড চাইম বানিয়ে
নাও। মনের মতো রঙে রাঙাও
সেগুলো। চলো দেখি, কী করে
বানাবে উইন্ড চাইম। টিনের ক্যান
দিয়েই বানানো যাক আমাদের উইন্ড
চাইম। বাসায় অব্যবহৃত টিনের
ক্যান আছে নিশ্চয়ই। পানীয়র যে
ক্যান থাকে, সেটা হলেও চলবে।
আর লাগবে একটা সেলাইয়ের
চাকতি। মায়ের কাছ থেকে বা
আশপাশের দরজি দোকানেও পাবে
এটি।
যেভাবে বানাবে
প্রথমে টিনক্যানগুলোকে হালকা গরম
পানিতে ভিজিয়ে গায়ে লাগানো
কাগজ তুলে ফেলো। খেয়াল রাখবে,
যাতে টিনের গায়ে কাগজ না থেকে
যায়। আর বেশি গরম পানিতে
ভুলেও হাত দেবে না।
কাগজ তুলে টিনের গায়ে লাগাও
হলুদ নীল সবুজ কিংবা বেগুনি।
টিনের গায়ে চাইলে জ্যামিতিক
চিহ্নগুলো যেমন-বৃত্ত, ত্রিভুজ,
চতুর্ভুজ আঁকতে পারো। রং শুকানো
পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এবার পেরেক
ও হাতুড়ি দিয়ে টিনের ক্যানগুলোর
ঠিক মাঝামাঝি একটি ছিদ্র করে



ফেলো। এ কাজে সাহায্য নাও
বড়দের।
যতগুলো ক্যান ততগুলো তিন ফুট
সাইজের সুতা কেটে নাও। প্রতিটি
সুতার মাথায় এমনভাবে একটি গিটু
দাও, যাতে সুতোটা টিনের মাঝের
ছিদ্র দিয়ে ঢোকানোর পর অন্য প্রান্ত
আটকে থাকে। সুতা ও ছিদ্রের মুখ

আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। এতে সুতা
শক্ত হয়ে লেগে থাকবে।
সব টিনে সুতা ও আঠা লাগানো শেষ
হলে সেলাইয়ের চাকতিটি নাও।
চাকতিটির চারপাশে সুতা পেঁচিয়ে
নতুন করে সাজিয়ে নিতে পারো।
এবার টিনের সঙ্গে লাগানো সুতা
চাকতির সঙ্গে জুড়ে দাও। ছবির

মতো একেকটি একেক উচ্চতায়
রাখো। দেখতে ভালো লাগবে।
চাকতিটা ঝোলানোর জন্য চারটি
সুতা বাঁধো। এমনভাবে বাঁধবে, যাতে
ঝোলানোর পর চাকতি একেবারে
ভূমির সমান্তরালে থাকে। ডানে-বাঁয়ে
কাত হয়ে যেন না থাকে। হয়ে গেল
টিনক্যানের উইন্ড চাইম।

অনলাইন ব্যবসা

লড়ছে নারী গড়ছে দেশ

স্বনির্ভরতা ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য অনলাইন বিজনেস একটি বড় ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

এখানে হাজারো নারী তাদের ভাগ্য গড়ছেন। জানাচ্ছেন নুজহাতুল হাচান

নুসরাত লাবনী

স্বপ্ন ছিল নিজে কিছু করার। নিজের একটা পরিচয় থাকবে হোক সেটা ছোট বা বড় এ ভাবনা থেকেই উদ্যোগজ্ঞা হওয়ার ইচ্ছে আসে। ২০১০ সালে নিজ উদ্যোগে শুরু করি “তনুকা বুটিক” ভালই চলছিল তখন। ঘরে বসে নিরাপদে অনলাইনে ব্যবসা করা যায় তাই ২০১৪ সালে অনলাইনে তনুকা বুটিকস এর যাত্রা শুরু করি এবং ভাল সাড়া পাই। “তনুকা বুটিক” মূলত হ্যান্ডস্টিচের কাজ করে থাকে। কামিজ, শাড়ি, প্রিন্সিস সব কিছুই ডিজাইন নিজে করে থাকি। ভাল মান, কাজের ভিন্নতা ও দাম তুলনামূলক কম হওয়ায় প্রডাক্টগুলো ভাল চলছে। আমার মূলত দেশীয় প্রডাক্ট নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে সবসময়। আশা আছে খুব তাড়াতাড়ি একটা শোরুম দেওয়ার। আমি আমার ব্যবসা নিয়ে খুবই খুশি। পরিকল্পনা রয়েছে দুস্থ ও অসহায় নারীদের নিয়ে কাজ করার। নিজের উদ্যোগ ও কাজটাকে ভালবেসে মানসম্মত পণ্য নিয়ে অনলাইন বিজনেসে সফল হওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

অনিমা চৌধুরী

ইচ্ছে ছিল নিজে কিছু করার, উদ্যোক্তা হওয়ার বিশেষ করে সোস্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হওয়ার। হঠাৎ করেই আইডিয়া আসল ঘরে বসে নিরাপদে ব্যবসা করার। এভাবেই “ঘুড়ি” নামে



অনলাইনে ব্যবসা শুরু করি। প্রথমে পরিবার থেকে রাজি না থাকলেও এখন ভালো করায় তারা উৎসাহ দিচ্ছে। আমি মূলত মেয়েদের পোশাক বিশেষ করে কামিজ, শাড়ি, প্রিন্সিস নিজস্ব ডিজাইনে করে থাকি। পোশাকের ডিজাইনের ভিন্নতা, কাজের মানের কারণে ও কম দামের হওয়ায় ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। ঘুড়ি রাজশাহী থেকে সারা বাংলাদেশে ব্যবসা করছে। অনলাইন ব্যবসায় মূলত পণ্যের মান ও দাম

ঠিক রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। ইচ্ছে আছে ঘুড়ির অনলাইন লাইফ স্টাইল ম্যাগাজিন করার। ঘুড়ির ইনকামের ২০% এতিম ও দুস্থ শিশুদের জন্য খরচ করা হয়। নিজের সদিচ্ছা ও কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকলে আপনি এখানে ভালো কিছু করতে পারবেন। বর্তমানে নারী উদ্যোক্তা অনেক তবে সফল নারী উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে।

ফাতিমা ইসলাম প্রিয়াংকা

২০১৫ সালে গ্রাজুয়েশন শেষ করে যখন চাকরি খুঁজছিলাম তখন হঠাৎ করেই মাথায় আসে চকলেট নিয়ে অনলাইন শপ করার। এভাবেই একেবারে ব্যতিক্রম উদ্যোগ “চকলেট ওয়া!” যাত্রা শুরু। হাতে টিউশনি করে জমানো কিছু টাকা ছিল তা দিয়ে প্রথমে যশোর থেকে আমার এক আত্মীয়র মাধ্যমে কিছু চকলেট আনি। খুব সাড়া পাই। প্রথম মাসেই পেজে ১০ হাজার লাইক পড়ে। পরে বাহিরের বিভিন্ন দেশ থেকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মাঝে মাঝে আমি নিজে গিয়ে চকলেট আনি। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, ইন্ডিয়া, দুবাই, হংকং থেকে চকলেট এনে চকলেট ওয়া! এর পেজের মাধ্যমে বিক্রি করি। বিদেশি অনেক নামিদামি চকলেট, বিস্কুট, চিপস্ এর অনলাইন বাজার এখন চকলেট ওয়া!। চকলেট ওয়া! বাজারের যে কোনো দোকান বা আউটলেটের থেকে এখানে দাম অনেক কম। ইচ্ছে আছে খুব দ্রুত চকলেটের একটা শোরুম দেওয়ার। অনলাইনে ব্যবসার জন্য সাহস ও আত্মবিশ্বাসটা জরুরি। মূলধন কম হলে সমস্যা নেই, ফ্যামিলির সাপোর্ট থাকলে ভালো হয়। অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে যে কোনো নারী।

তাসনিম আফনান তাবাসুসুম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষ থেকেই চিন্তা আসে কিছু করার। গ্রাজুয়েশন শেষে পরিবার থেকে চাকরি করতে না দিতে পারে এ আশংকা থেকেই উদ্যোগী হই নিজে কিছু করার জন্য। ফেসবুকে দুটো অনলাইন পেজ দেখে উৎসাহ পাই। হাত খরচের পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে শুরু হয় “তাসনিমস

অনলাইন শপের” যাত্রা। মেয়েদের সব রকম পণ্যের বাহারী সমাহার এখানে। কামিজ, শাড়ি, প্রিন্সিস, ব্যাগ, জুয়েলারী, কসমেটিকস সুলভ মূল্যে পেজে বিক্রি করে থাকি। প্রডাক্টের কোয়ালিটি ভাল রেখে ব্যবসা করলে এখানে সফল হওয়া সম্ভব। এখন প্রতি মাসে গড়ে ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা লাভ থাকে। ইচ্ছে আছে পুরান ঢাকাতে একটা শোরুম দেওয়ার যেখানে শুধু মেয়েরাই কাজ করবে। পাশাপাশি অধিকার বঞ্চিত মহিলাদের নিয়ে কাজ করছি। নারীদের উচিত নিজের জন্য কিছু করা। নিজের পরিচয় ও স্বাবলম্বী হলে নারী সমাজ ও দেশ এগিয়ে যাবে।

ফারজানা কবির

নিজের জামা নিজেই ডিজাইন করে বানাতাম। অনেকেই প্রশংসা করত সে উৎসাহ থেকেই নিজের একটা বুটিক দেওয়ার স্বপ্ন দেখি। ২০১৬ সালের জুনে অনলাইনে “উৎসব” নামে নিজের বুটিকের যাত্রা শুরু করি। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি যে এত অল্প সময়ে সাড়া পাব। তবে নিজস্ব ডিজাইন, কাপড়ের মান ও কমিটমেন্টের কারণে কাস্টমারদের সাথে ভাল সম্পর্ক তৈরি হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি ভাল আয় হচ্ছে যা টিউশনি করে সম্ভব ছিল না। আমি মূলত কামিজ, কুর্তি, প্রিন্সিস, শাড়ি নিয়ে কাজ করছি। ইচ্ছে আছে ব্যবসাটাকে আরো বাড়িয়ে একটা শোরুম দেওয়ার।

অনলাইনে মেয়েরা ঘরে বসে নিরাপদে ব্যবসা করতে পারে। তবে স্টুডেন্টদের জন্য এ ব্যবসাটা অনেক উপযোগী। অনলাইন মার্কেটে এখন প্রতিযোগিতা অনেক। এজন্য পণ্যের মান ও কাজের ভিন্নতা আপনাকে পৌঁছে দিতে পারে আপনার লক্ষ্যে।

প্রদর্শনী

‘পৃথিবীর শিল্পী হতে চাই’



অনন্যা সুলতানা

দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে ডিসেম্বর মাস জুড়ে চলছে দক্ষিণ এশিয়ার চারুকলা বিষয়ক অন্যতম বৃহৎ উৎসব “১৭ তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী”। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫৪টি দেশ এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের ১৪৮ জন শিল্পীর ১৫৪টি

শিল্পকর্ম রয়েছে এবং ৫৪টি দেশের ১৫৩ জন শিল্পীর ২৬৩টি শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীর প্রতিটি শিল্পকর্মের সাথেই যুক্ত রয়েছে আলাদা চিত্রার ধারা, ভিন্ন মূল্যবোধ। এ প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে আমরা যেমন আমাদের সংস্কৃতি, চেতনা অন্যের কাছে তুলে ধরতে পারছি, তেমনি তাদের বর্তমান শিল্পধারা, চেতনার সাথেও পরিচিত হতে পারছি। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, অমেবল্ট্রলিয়া, পাকিস্তান, ভারত, কুয়েত

, জার্মানি, ইতালি, রাশিয়া, সৌদি আরব, লেবানন, সিঙ্গাপুরসহ আরো নানা দেশ। লিফট থেকে নেমে গ্যালারিতে ঢোকার আগে চমকে উঠি! একি এত ইঁদুর, এতো যেন ইঁদুরের মহামিছিল, ছোট-বড়, মোটা-পাতলা। তবে একি মানুষের প্রতিরূপ, মানুষই কি ইঁদুরে বদলে যাচ্ছে। এই ভাবের পেছনে শিল্পীর প্রকৃত চিন্তা উদ্ধার করতে অনেক সময় কেটে গেলো। বুঝতে পারি এই অবাককরা শিল্পকর্মগুলোই দেশি, বিদেশি দর্শকদের প্রদর্শনীতে টেনে আনছে। এই প্রদর্শনী

যেন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের এক মহা মিলনমেলা। প্রদর্শনীর শিল্পকর্মগুলো দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম শিল্পীদের মাঝে অনেকেই নারী। তাদের আঁকা নানা চিত্রকর্মের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে আমাদের নানা সমস্যা ও পরিস্থিতির কথা। তাদের কারো ছবির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে একজন নারীর বাল্যজীবন, কর্মজীবন, সন্তান লালন-পালনের চিত্র। তো কোনো ছবির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে তনু হত্যার বিচারের দাবি। প্রতিবারের মত এবারও নয়জনকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে তিনটি গ্র্যান্ড পুরস্কার এবং ছয়টি সম্মানসূচক পুরস্কার। এদের মাঝে পুরস্কারপ্রাপ্ত একমাত্র নারী শিল্পী বিপাশা হায়াত। তিনি তার শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে বিমূর্ত চেতনো ধারণ করেছেন। বিপাশা হায়াতের সাথে কথা হচ্ছিল তার অভিনয় জগতের পাশাপাশি চিত্রজগতের জীবন এবং নব প্রজন্মকে এ জগতে আগ্রহী করে তুলতে কী করণীয় তা নিয়ে।

বিপাশা হায়াত বলেন, আমার ছোটবেলা থেকেই আগ্রহ ছিল ছবি আঁকার প্রতি কিন্তু কখনই আলাদাভাবে শিখিনি। আমার মাস্টার্স পেইন্টিংসে। অভিনয়ের পাশাপাশি তাই আমি সবসময়ই ছবি এঁকেছি। আমার পরিকল্পনা ছিল যে একটা সময় পর অভিনয় থেকে সরে এসে সম্পূর্ণরূপে আঁকার জগতে প্রবেশ করব। আমি আমার পরিকল্পনা মতই এগোচ্ছি। এ পর্যন্ত আমার বেশ কয়েকটি চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। তবে এবারের এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি ছিল খুবই আনন্দের।

অন্যরকম

শিশুর যত্ন

মোবাম্বেরা জাহান ফাতিমা

শিশুদের জন্য মায়ের দুগ্ধস্ততা বেড়ে যাওয়া। তাই তাদের প্রতি একটু বাড়তি যত্নই নিতে হয়। শীতে জ্বর, সর্দি কিংবা কাশি সাধারণ ঘটনা। জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, কাশির জন্য বয়স অনুযায়ী সাধারণ ওষুধেই ভালো হয়ে যায়। অনেকের আবার তাও লাগে না। লবণ পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার এবং বুকের দুধ ও পর্যাপ্ত তরল খাবার খাওয়ালেই ভালো হয়ে যায়। বাসক পাতার রস এবং মধুও ভালো কাজ দেয়। শীতে শিশুর সর্দি-কাশির বেশিরভাগই ভাইরাসজনিত। এগুলোয় সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো দরকার পড়ে না। তাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অহেতুক অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার করলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে। ঘরোয়া চিকিৎসাতেই অধিকাংশ সর্দি-জ্বর ভালো হয়। এ সময় মায়েরদের ঊষ পানি দিয়ে শিশুদের গোসল করাতে হবে।

হালকা ফ্যান ছেড়ে ঘুমালেও কোনো ক্ষতি নেই। নাক যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে লবণ পানির ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া বাজারে নরসল



ড্রপ কিনতে পাওয়া যায়। পাতলা কাপড় বা কটন বাডে দুই ফোঁটা নরসল ড্রপ লাগিয়ে নাক পরিষ্কার করা যেতে পারে। যদি কাশি হয় তবে ওষুধ ব্যবহার না করে ঘরেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করা যেতে পারে।

শিশুর জ্বরের কারণ ও প্রতিকার



ডা. ওয়ানাইজা রহমান

শিশুর জ্বর হলে প্রথম কাজ হবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া। চিকিৎসক জ্বরের কারণ খুঁজে বের করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। বেশির ভাগ মা-বাবার ধারণা শিশুর জ্বর হলে তাকে সাবধানে রাখতে হবে, তাই তাকে গরমের মধ্যে তারা রাখেন। কিন্তু এর ফল মোটেই ভালো হয় না। অতিরিক্ত জামা কাপড় শরীরের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে না বরং এতে শরীরের তাপ আরো বেড়ে যায়। অতিরিক্ত জামা কাপড়ের জন্য শিশু অস্বস্তি বোধ করবে এবং ঘামতে শুরু করবে। এই ঘাম থেকে শেষ পর্যন্ত শিশুর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। তাই আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা না হলে ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। বরং শিশু যাতে আরামে থাকতে পারে তারই ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুর জ্বর কমানোর জন্য তার জামা কাপড় খুলে নিতে হবে। জ্বর কমাতে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করা অথবা ইলেকট্রিক ফ্যানের নিচে তাকে রাখা যেতে পারে। জ্বর বেশি হলে পানি দিয়ে সারা শরীর স্পঞ্জ করে দিতে হবে। আবার কোনো কোনো মা-বাবা আছেন যারা শিশুর শরীর স্পঞ্জ না করে শুধু মাথায় পানি দিয়ে থাকেন। এতে জ্বর কমে কিন্তু অনেক সময় লাগে। তাই শরীর স্পঞ্জ করার পাশাপাশি মাথায় পানি দিলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। তবে মাথায় পানি ঢালার পর শুকনো তোয়ালে বা গামছা দিয়ে ভালো করে মুছে দিতে হবে। তা না হলে চুল ভেজা থাকার কারণে শিশুর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। অপর দিকে মাথায় পানি দেয়ার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কানে পানি না যায়। জ্বর কমানোর জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্যারাসিটামল-জাতীয় ওষুধ শিশুকে দেয়া যায়। প্রয়োজনে এ ওষুধ ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা অন্তর দেয়া যেতে পারে। একবার ওষুধ খাওয়ানোর তিন থেকে ৪ ঘণ্টা পরও যদি জ্বর ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকে তাহলে আবার ওষুধ খাওয়ানো যাবে। তবে ওষুধের মাত্রা অবশ্যই শিশুর বয়স এবং ওজন অনুযায়ী হতে হবে এবং দৈনিক ৪ থেকে ৫ বারের বেশি ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। জ্বর হলে শিশুরা সাধারণত খেতে চায় না। এমনকি পানিও। তবে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে জ্বর হলে শরীরে পানির চাহিদা বাড়ে। তাই তাকে বারবার পানি খাওয়াতে হবে। এ সময় তাকে তার পছন্দমতো খাবার দেয়া উচিত। তবে এমন খাবার দিতে হবে যাতে সহজে হজম হয়। সাধারণত তরল বা আধা তরলজাতীয় খাবার সহজেই হজম হয়। জ্বর কমে যাওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই তাদের খিদে ফিরে আসে এবং আগের মতোই আবার খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বেশি দিন ভুগলে শিশু এক দিকে যেমন দুর্বল হয় তেমনি তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। ফলে বাবা-মায়ের কাছে তার বায়নার পরিমাণও বেড়ে যায়। এ সময়ে যত দূর সম্ভব তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করতে হবে। সুস্থ হয়ে ওঠার পরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুর খিটখিটে মেজাজ লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে তাদের বদমেজাজকে উপেক্ষা করতে হবে। কোনো মতেই শিশুকে বুঝতে দেয়া উচিত নয় যে, তার মেজাজে আপনাদের খারাপ লাগছে। তাহলে সে সেই সুযোগটা নিতে পারে। তাই এ সময় বাবা-মাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। শিশুকে খাবারের জন্য সাধাসাধি না করে লোভনীয় কিছু খাবার তাকে দিতে অথবা তার সামনে রাখতে হবে। অসুস্থতার দিনগুলোতে তাকে কিছু খেলনা বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে হবে যাতে করে সে নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু ভাবনার অবকাশ না পায়। এ সময়ে তাকে যত বিছানায় রাখা যাবে ততই তার জন্য ভালো। জ্বর ও খিঁচুনি জ্বরের সাথে খিঁচুনি হলে তা ভালো করার সহজ উপায় হলো জ্বর কমানো। কারণ জ্বর কমে গেলে খিঁচুনি বন্ধ হয়ে যায়। তাই জ্বর কমানোর জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবেন এবং খিঁচুনি যাতে বেশিক্ষণ স্থায়ী না হতে পারে সে জন্য নিকটতম চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন। জ্বর কমানোর জন্য তোয়ালে বা গামছা পানিতে ভিজিয়ে শিশুর দেহ, হাত-পা বারবার স্পঞ্জ করবেন। একই সাথে জ্বরের প্যারাসিটামল ওষুধ খাওয়াতে হবে। খিঁচুনি চলাকালীন শিশুকে এক দিকে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে— যাতে মুখের লাল গাল দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় মাথার নিচে বালিশ দেবেন না এবং চিং করে শিশুকে শোয়াবেন না। কারণ, এতে মুখের লাল গাল না বের হয়ে শ্বাসনালিতে ঢুকে যেতে পারে। ফলে শিশুর শ্বাসকষ্ট হতে পারে। খিঁচুনি সময় দাঁত দাঁত লেগে গেলে অনেকে শিশুর মুখে চামচ বা অন্য কোনো শক্ত জিনিস দিয়ে দাঁত খোলার চেষ্টা করেন। তাতে শিশুর মুখে বা চোয়ালে আঘাত লাগতে পারে। তাই চামচ বা শক্ত কিছু মুখে দেবেন না, বরং প্রয়োজনবোধে কাপড় বা এ জাতীয় অন্য কিছু মখে দেয়া যেতে পারে যাতে দাঁত লেগে জিহ্বা কেটে না যায়। আবার কোনো কোনো শিশুর জ্বর ছাড়াও খিঁচুনি হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে খিঁচুনির সাথে ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। তবে খিঁচুনি যে কারণেই হোক না কেন, সময় নষ্ট না করে শিশুকে অবশ্যই নিকটতম চিকিৎসকে নিয়ে যেতে হবে।

হরমোনের রোগবালাই

অধ্যাপক ডা. এমএ জলিল আনসারী

দেহের কার্যক্রম ঠিক রাখার জন্য অনেক গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড কাজ করে। এগুলো হরমোন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। এদের মধ্যে জীবন রক্ষাকারী গ্রন্থি নামে পরিচিত অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি। কারণ শারীরিক অথবা মানসিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হলে এই গ্রন্থিনিঃসৃত হরমোনই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। মজার ব্যাপার হলো, এ গ্রন্থি এত জটিল কাজ করলেও আকারে কিন্তু বেশ ছোট। কিডনির ওপরে এরা টুপির মতো অবস্থান করে। ছোট হলে কী হবে এ গ্রন্থির বাইরের অংশ তিন শতাধিক হরমোন নিঃসরণ করে। এদের একত্রে স্টেরয়েড জাতীয় হরমোন বলা হয়। স্টেরয়েডের কথা মোটামুটি সবারই জানা। মাঝে মাঝে ক্রীড়াবিদদের ড্রাগ টেস্ট করা হয়। অনেক ক্রীড়াবিদ তাদের নৈপুণ্য বাড়াতে ওষুধ ব্যবহার করেন। এটাও কিন্তু স্টেরয়েড। এড্রেনাল গ্রন্থির ভেতরের অংশ থেকে নিঃসৃত আরেক রকমের হরমোনকে ক্যাটকোলামাইন জাতীয় হরমোন বলা হয়। স্টেরয়েড ও ক্যাটকোলামাইন দুটোই শরীরের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কোনোটির অভাব হলে শরীরে বিকৃতি প্রভাব পড়ে। এড্রেনাল গ্ল্যান্ডের কার্যকারিতা কমে গেলে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। ফলে সামান্য আঘাতে অথবা সাধারণ রোগেই রোগী মৃত্যুবরণ করতে পারে। আবার এ হরমোন বেশি হলেও শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। কিন্তু এ রোগগুলো নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে বিন্দুমাত্র সচেতনতা দেখা যায় না। এড্রেনাল গ্ল্যান্ডের হরমোন কমে গেলে যে রোগ হয় তাকে এডিসনস ডিজিস বলা হয়। এ রোগে আক্রান্ত রোগীর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, রক্তস্রাব দেখা দেয়, শরীরের ওজন কমে যায়, রক্তচাপ কমে যায়, ত্বকে কালো অথবা সাদা দাগ বা ছাপ দেখা যায় এবং শরীরের নানা স্থানে ঘন ঘন ইনফেকশন বা সংক্রমণ হতে পারে। এ রোগের উপসর্গ ততটা সুনির্দিষ্ট নয়



এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগের লক্ষণগুলো অনেকটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। এ রোগ সাধারণত প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে না। তা ছাড়া প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ নির্ণয় করতে হলে যে পরীক্ষা করা প্রয়োজন তাও আমাদের দেশের সর্বত্র প্রচলিত নেই। তবে বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এ রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। রোগ নির্ণয় সঠিক হলে এ রোগ পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব। কোনো ক্ষেত্রে শরীরে এড্রেনাল গ্ল্যান্ডের হরমোনের আধিক্য দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর ওজন বেড়ে যায়, মুখাবয়ব গোলাকার হয়ে ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ণচন্দ্রাকৃতির মতো হতে পারে, ত্বক ফেটে গিয়ে লালচে দাগ হয়ে যায়, মোটা হওয়া সত্ত্বেও শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। নারীদের এ রোগ হলে তাদের মুখে গোঁফ-দাড়ি বা অতিরিক্ত চুল গজাতে পারে, মাসিক অনিয়মিত হয় এবং নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। একে বলে কুশিং সিনড্রোম। এড্রেনাল গ্রন্থির ভেতরের যে অংশ হতে ক্যাটকোলামাইন নামক হরমোন নির্গত হয় সে অংশ টিউমার হলে উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকে। হাইপারটেনশন যদি এমন হয়, সহজে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, বারবার কমবেশি হচ্ছে, মাঝে মাঝে শরীর বেশি ঘামছে, অতিরিক্ত বুক কালো অথবা সাদা দাগ বা ছাপ দেখা যায় এবং শরীরের নানা স্থানে ঘন ঘন ইনফেকশন বা সংক্রমণ হতে পারে। এ রোগের উপসর্গ ততটা সুনির্দিষ্ট নয়

কম লোকেরই উচ্চ রক্তচাপ হয়। অনেক সময় অল্প বয়সে অর্থাৎ শিশুকালেই কারও যৌবন প্রাপ্তির ন্যায় শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায়। এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তন ছেলেদের মতো হয়। এমনকি মেয়েশিশু ছেলেশিশুতে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাও কখনও শোনা যায়। এগুলো কিন্তু এড্রেনাল গ্ল্যান্ডের হরমোনের অস্বাভাবিক নিঃসরণের জন্যই হয়ে থাকে। অজ্ঞতার কারণে অনেকের মাঝেই এ বিষয়ে বহু রকমের ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার বিরাজমান। স্টেরয়েডগুলো পরীক্ষাগারে তৈরি করা যায়। এদের সিনথেটিক স্টেরয়েড বলে। হরমোনজনিত রোগ ছাড়াও এদের বহু ব্যবহার আছে। প্রকৃত রোগ নির্ণয় না করে রোগের উপসর্গ সাময়িকভাবে কমিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য অনেক হাতুড়ে চিকিৎসক অবিবেচকের মতো এ ওষুধ রোগীদের সেবনের জন্য দেয়। আবার স্থায়ী মোটা করার কথা বলে স্টেরয়েড ওষুধ দিনের পর দিন সেবন করানো হয়। এর ফলে একদিকে যেমন শরীর মোটা হয়ে উপরোল্লিখিত কুশিং সিনড্রোমের মতো মারাত্মক অসুখের সৃষ্টি হতে পারে তেমনি শরীরের অভ্যন্তরীণ স্টেরয়েড নিঃসরণ ক্ষমতা কমে গিয়ে রোগী সামান্য অসুখে বা আঘাতেই মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন সচেতনতা। - বিভাগীয় প্রধান ডায়াবেটিস ও হরমোন রোগ বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

পাঁচ মিশালি স্বাস্থ্য কথ

ডায়াবেটিসে কিডনি ঝুঁকি

ব্লাড গ্লুকোজ যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। দীর্ঘ দিন যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন। ডায়াবেটিসের সাথে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে। পরিবারে উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস। পরিবারে কিডনি বিকল হওয়ার ইতিহাস। ডায়াবেটিসের সাথে মানসিক চাপ থাকলে। মূত্রথলির সংক্রমণ চেনার উপায় বারবার প্রস্রাব করা। প্রস্রাব করার সময় জ্বালা-যন্ত্রণা। প্রস্রাব শেষ হওয়া মাত্র তলপেটে যন্ত্রণা। প্রস্রাবে দুর্গন্ধ। প্রস্রাব ঘোলাটে অথবা প্রস্রাবের সাথে রক্ত বা পুঁজ লক্ষণগুলো থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কলা খেলে ঘুম হয় ঘুমানোর আগে কলা খেলে ভালো ঘুম হয়। কলা হচ্ছে ঘুমের হরমোন মেলাটোনিরের প্রাকৃতিক উৎস। তাই যাদের ঘুমের সমস্যা আছে তারা ঘুমানোর আগে কলা খেতে পারেন। ক্যান্সারের সাধারণ লক্ষণ ১) ক্ষুধামন্দা ২) ওজন কমে যাওয়া, ৩) শরীরের যেকোনো জায়গায় মাংস পিণ্ড থাকা, ৪) দীর্ঘস্থায়ী কাশি বা স্বরভঙ্গ, ৫) পায়খানার পরিবর্তন, কখনো শক্ত, কখনো ডায়রিয়া, ৬) অস্বাভাবিক রক্তপাত, ৭) ত্বকের পরিবর্তন। একেক ক্যান্সারের একেক ধরনের লক্ষণ। উপরিউক্ত লক্ষণ শরীরে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শীতে প্রচুর শাকসবজি খান শীতকাল সবুজের সমারোহ। বাজারে প্রচুর সবুজ, হলুদ ও পাতা জাতীয় শাকসবজি পাওয়া যায়। শাকসবজি আমাদের অম্ল, পায়ুপথ, পাকস্থলি, প্রোস্টেট, শ্বাসযন্ত্র, স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে। আই এইচ এম আর ফিচার

Tareq Chowdhury
Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

Kingdom Solicitors

Commissioner for OATHS

our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation

- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2



ড. আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদক

মাসিক যাইতুন

প্রশ্নঃ ‘কওমী’ মাদ্রাসার অর্থটা ভালোভাবে বুঝতে চাই। আশা করি, আপনি একটু বিস্তারিত লিখবেন।

উত্তরঃ আপনি হয়তো জানেন, বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা বা দেওবন্দ মাদ্রাসায় আমি পড়িনি। তবে, আমি সেই সব মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করে আসা অনেক ভুখোড় ছাত্র ও দেশ বিখ্যাত মাশায়েখ ও শিক্ষকদের কাছে লেখাপড়া করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

যা হোক, ‘কওমী’ হচ্ছে আরবি শব্দ, যা এসেছে ‘কওম’ থেকে, যার অর্থ হলো জাতি, সমাজ (কমিউনিটি)। আর ‘মাদ্রাসা’ মানে হলো স্কুল বা বিদ্যালয়। এখন এবার বুঝুন ‘কওমী মাদ্রাসা মানে



কী হতে পারে- এটাকে বলতে পারেন কমিউনিটি স্কুল, বা যে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয় সমাজের লোকদের দ্বারা, সরকার দ্বারা নয়। যুগ যুগ ধরে কওমী মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ কোনো রকম সরকারী সহযোগিতা ছাড়া লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী পড়াচ্ছেন এবং আমাদের মুসলিম কমিউনিটির অনেক উপকার করছেন। কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে কারো কারো নাক সিটকানী থাকলেও আমার অনেক শ্রদ্ধা আছে। কারণ ছোটবেলা থেকে আমাকে যারা ইসলাম ও আরবি পড়িয়েছেন তারা সবাই দেওবন্দ মাদ্রাসার গ্রাজুয়েট ও মুফতি ছিলেন। আরবি ব্যাকরণে আমার শক্ত বিচরণের পেছনে রয়েছেন সেই দেওবন্দ ফারেগ উলামায়ে কেরাম ও মুফতিরা। বাংলাদেশের এমন কোন আলেম, ইমাম, খতিব ও সাধারণ মুসল্লি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা কওমী মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম দ্বারা উপকৃত হননি বা হননা। তাই, এই মাদ্রাসাগুলোকে সত্যিকারেই কমিউনিটির মাদ্রাসা বলা যায়। কারণ আরেক লাইনের মাদ্রাসা হলো সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা। যারা ইসলামী শিক্ষায়ও অনেক অবদান রাখছেন। তবে, যেহেতু, এই আলিয়া মাদ্রাসাগুলো সরকার

কোনো কিতাবে আরবিতে কোন ইবাদতের কথা লেখা পেলেই যাচাই-বাছাই না করেই আমরা কিছু লোক তা আমল শুরু করে দিই। কিন্তু ভুলে যাই যে, ইবাদতের নামে কোনো বিদয়াত করতে থাকলে তা শিরকের পর্যায়েও চলে যেতে পারে।

প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী ও তাদের আর্থিক সহায়তায় চলে, তাই তাদের কমিউনিটির ওপর নির্ভর হতে হয় না। এবং তারা সরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরি করতে পারেন।

প্রশ্নঃ রজব মাসের বিশেষ কী কী আমল আছে, তা যদি একটু জানাতেন, আমাদের অনেক উপকার হত।

উত্তরঃ আপনারা জানেন যে, রজব মাসের ২৭ তারিখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসমানে সফর করে আল্লাহ পাকের সাথে কথোপকথন করেন বলেই

অধিকাংশ স্কলার মতামত দিয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন ইবাদত করা, সালাত, সাওম বা যিকির ইত্যাদি করার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। মনে রাখতে হবে এমন কোন বিশেষ ইবাদত ইসলামে নেই যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম করে যাননি। ইবাদতের নামে নতুন কিছু করার নাম হলো বিদয়াত। আইয়ুব আস-সিকতিয়ানী বলেছেন যে, বিদয়াতকারী বিদয়াত আমলে যত বেশি চেষ্টা করে, সে আল্লাহ থেকে তত বেশি দূরে সরে যায়। বিভিন্ন দেশে ও সমাজে এই রামদ্বান মাসে নানা

রকমের ইবাদতের প্রচলন আছে। যেমন রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতে ১২ রাকাত সালাত আদায় করা, রজব মাসে উমরা করা, রজব মাসেই যাকাত দেওয়া। এ সবই হলো বানোয়াট যা সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত নেই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রজব মাসে একবার ওমরাহ করেছিলেন বলে কোন কোন রেওয়াজে থাকলেও আয়েশা (রা) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) রজব মাসে কোন ওমরাহ করেননি। আর করে থাকলেও এই মাসে ওমরা করার ব্যাপারে তেমন কিছুই বলেন নি- যেমনভাবে তিনি রমজান মাসে ওমরাহ করার কথা বলেছেন। রজব মাসে যে দোয়াটা করা হয় আল্লাহুমা বারিক লান্না ফি রাজাবা ও শা'বান ও বাল্লিগনা রামাদ্বান' এটাও একটা দুর্বল হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম এই দোয়ার প্রচলন করেছেন বলে তেমন শুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবুও আমরা কেউ কেউ এটা করি এবং এটাকে একটা স্থায়ী আমল করে নেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের একটা সমস্যা হলো- কোনো কিতাবে আরবিতে কোন ইবাদতের কথা লেখা পেলেই যাচাই-বাছাই না করেই আমরা কিছু লোক তা আমল শুরু করে দিই। কিন্তু ভুলে যাই যে, ইবাদতের নামে কোনো বিদয়াত করতে থাকলে তা শিরকের পর্যায়েও চলে যেতে পারে। আর এর আরেকটা উদ্দেশ্য হলো- সহীহ আমল থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার একটা সহজ উপায়। সহীহ হাদীসেই এমন অনেক অনেক ইবাদতের কথা আছে যেগুলো আমরা পালন করে শেষ করতে পারিনা। সহীহ আমল পালন শেষ না করেই এইসব সন্দেহপূর্ণ অথবা বিদয়াত আমল করা কোন সচেতন মুসলমানের কাজ হতে পারে না।

আমানত রক্ষায় ইসলামের শিক্ষা

মাহমুদ আহমদ

ইসলামে আমানত রক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়াল্লা বলেন, ‘আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান’ (সূরা আল মুমিনুন, আয়াত :৮)। আমরা জানি, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান ছিলেন আমাদের প্রিয় রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তার পবিত্র জীবনে এমন কোনো ঘটনা নেই যেখানে কেউ বলতে পারবে তিনি আমানতের খেয়ানত বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছেন। এই রাসূলের অনুসরণেই আমরা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে পারি। যেভাবে আল্লাহতায়াল্লা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে তোমরা আমাকে অনুসরণ করো। (এমনটি হলে) আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত :৩১)। আল্লাহের এই ওয়াদা শুধু মহানবীর (সা.) যুগের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং এই ঘোষণা চিরস্থায়ী। আল্লাহতায়াল্লা নৈকট্য লাভ করতে হলে মহানবীর (সা.) অনুসরণ, অনুকরণ

ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম নেই। প্রিয় নবী (সা.) আমানতদার ছিলেন। অথচ আজ আমরা প্রতিনিয়ত আমানতের খেয়ানত করছি। অথচ মহানবী (সা.) চরম কঠিন অবস্থায়ও আমানতের খেয়ানত করেননি। পবিত্র কোরআনের যে আয়াত ‘আর যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যত্নবান।’ এর ওপর সবচেয়ে বেশি আমলকারী ছিলেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)। মহানবীর (সা.) আমানত রক্ষার বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমাদের নবীর (সা.) ওপরও আপত্তি করা হয় যে, তিনি (সা.) ইসলাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করেছেন অথবা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের সময়ও রাসূল (সা.) আমানতের যে উত্তম দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ইতিহাস এর সাক্ষী। যখন ইসলামী সেনাদল খায়বার ঘিরে ফেলল, তখন সে সময় সেখানকার এক ইহুদি নেতার এক কর্মচারী যে তার পশু চরাতে সে পশুর পালসহ ইসলামী সেনাদলের এলাকায় এলো এবং মুসলমান হয়ে গেল। সে রাসূলের (সা.) খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো এখন মুসলমান হয়ে গেছি, ফেরত যেতে চাই না, এই ছাগপাল আমার কাছে রয়েছে, এগুলো এখন কী করব আর এর মালিক ইহুদি। তিনি (সা.) বলেন, এই ছাগপালের মুখ কেন্দ্রার দিকে ঘুরিয়ে হাঁকিয়ে দাও। তারা নিজেরাই তাদের মালিকের ঘর পর্যন্ত পৌছে যাবে। অতএব, তিনি এমনটিই করলেন আর কেন্দ্রার মালিক ছাগপালকে কেন্দ্রার ভেতর নিয়ে গেল।

এটি হলো আমানতের সেই অনুপম দৃষ্টান্ত, যা তিনি (সা.) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমন কঠিন অবস্থায় রাসূলের (সা.) অনুভূতি এমনই ছিল যে, এক ব্যক্তি যাকে কারও সম্পদের আমিন বানানো হয়েছে আর সে এখন মুসলমান হয়েছে। সে মুসলমান হয়ে খেয়ানত করবে, এটা কখনও হতে পারে না। তিনি (সা.) তাকে ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শিক্ষা এটিই দিলেন যে, আমানতের কখনোই খেয়ানত করবে না। অবস্থা যাই হোক না কেন, তোমাদের খোদাতায়ালার এই আদেশ সব সময় পালন করতে হবে যে, তোমরা নিজেদের আমানতের প্রতি যত্নবান হও, তা পুরোপুরি ফেরত দাও, এটির প্রতি কখনও অবহেলা প্রদর্শন করো না। সে সময়ে যুদ্ধ হচ্ছিল, মুসলমানদেরও খাবারের প্রয়োজন ছিল আর সেসব ছাগল তাদের কাজে আসত। এরপরও তিনি (সা.) বলেন, এমনটি করো না, এটি অবৈধ, এটি খেয়ানত আর অবৈধভাবে নেওয়া সম্পদ মুসলমানদের জন্য হারাম। সুতরাং এই শিক্ষা ও আদর্শই তিনি (সা.) আমাদের দিয়েছেন।

হাদিসে আছে, হজরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কাছে কোনো জিনিস যে ব্যক্তি গচ্ছিত রেখেছে, তার গচ্ছিত জিনিস তাকে ফেরত দাও, বরং তার সঙ্গেও প্রতারণামূলক আচরণ করো না, যে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে’ (আবু দাউদ, কিতাবুল বাইউ)। ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যুবক বয়সেই মহানবীর (সা.) আমানত এতটা প্রসিদ্ধ ছিল যে, মক্কার কুরাইশরাও তাকে (সা.) ‘আমিন’ নামে ডাকত। এমনকি তার (সা.) নবুয়ত লাভের পরও যখন বিরোধিতা চরম পর্যায়ে পৌছে এবং মক্কার বসবাসকারী নেতারাও তার (সা.) বিরোধী ছিল, তখনও তারা রাসূলের (সা.) কাছে তাদের আমানত গচ্ছিত রাখত। কেননা তারা জানত যে, তিনিই একমাত্র আমানতদার ব্যক্তি, যার কাছে আমাদের গচ্ছিত আমানত কখনও নষ্ট হবে না। আল্লাহতায়াল্লা আমাদের সবাইকে মহানবীর (সা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন। -

ইসলামী গবেষক

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH.
Email: kalamahsan@hotmail.com



তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
১৪ এপ্রিল	শুক্রবার	৪:৩২	৬:০৪	০১:০৬	৫:৪৭	৭:৫৯	৯:১৪
১৫ এপ্রিল	শনিবার	৪:৩০	৬:০২	০১:০৫	৫:৪৮	৮:০০	৯:১৫
১৬ এপ্রিল	রবিবার	৪:২৮	৬:০০	০১:০৫	৫:৪৯	৮:০২	৯:১৭
১৭ এপ্রিল	সোমবার	৪:২৫	৫:৫৭	০১:০৫	৫:৫০	৮:০৪	৯:১৮
১৮ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪:২২	৫:৫৫	০১:০৫	৫:৫১	৮:০৫	৯:১৯
১৯ এপ্রিল	বুধবার	৪:২০	৫:৫৩	০১:০৪	৫:৫২	৮:০৭	৯:২১
২০ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	৪:১৮	৫:৫১	০১:০৪	৫:৫৩	৮:০৯	৯:২৩

সাক্ষাৎকারে মাশরাফি বিন মুর্তজা 'টি-টোয়েন্টিতে ফেরার ইচ্ছা নেই'

ঢাকা, ১১ এপ্রিল : সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না মাশরাফি বিন মুর্তজা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে তিনি অটল। কাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে ওয়ানডে অধিনায়ক জানিয়ে দিয়েছেন, সিদ্ধান্তটা হুট করে নিলেও টি-টোয়েন্টিতে তাঁর আর ফেরার ইচ্ছা নেই। গত ৪ এপ্রিল কলকাতায় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে রীতিমতো বোমাই ফাটান মাশরাফি। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে তাঁর কাছে টস জয়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন ধারাভাষ্যকার ডিন জোন্স। তখনই মাশরাফির ওই ঘোষণা-আর খেলবেন না আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে। তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে না পেলে ভক্ত-সমর্থকেরা মানববন্ধন করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাশরাফিকে ফিরে আসার আকুতি। তবু ফিরবেন না মাশরাফি।

প্রশ্ন: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে আপনার অবসর মানতে পারছেন না অনেকেই। বোর্ড সভাপতিও বলেছেন, আপনি নাকি শুধু অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন। আপনার দিক থেকে সিদ্ধান্ত বদলানোর কোনো সম্ভাবনা কি আছে?

মাশরাফি বিন মুর্তজা: না। আমি সিদ্ধান্ত নিই দ্রুত, হঠাৎ। আমার জীবনের সব সিদ্ধান্তই আমি হঠাৎ করে নিয়েছি। অনেকে, এমনকি আমার বাসার মানুষও ভাবে যে, এসব সিদ্ধান্তের পেছনে আবেগ কাজ করেছে। খেলাধুলায় আবেগ থাকবেই। তবে আমার জায়গায় আমি অবিলম্বে। একটা ব্যাপারই খারাপ লাগছে, মানুষজন যেটা চাচ্ছিল বা আমিও হয়তো ভেবেছিলাম, সবাইকে আগে থেকে জানিয়ে অবসর নেব। সেটা কেন বলিনি বা বলতে পারিনি, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত না বলাই ভালো। যেহেতু সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফেলেছি, মানুষের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই সুযোগ নেই। আমার



আর টি-টোয়েন্টিতে ফেরার ইচ্ছা নেই। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেও আমার কাছে মনে হয়, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। প্রশ্ন: অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাহলে কোনো আফসোসও নেই? আপনার অগণিত ভক্ত-সমর্থকদের কথা চিন্তা করে হলেও সিদ্ধান্তটা কি দেশের মাটিতে হওয়া কোনো ম্যাচে নেওয়া যেত না? মাশরাফি: এ নিয়ে বিস্তারিত কিছুতে এখন আর যেতে চাচ্ছি না। তবে মানুষের যেটা চাওয়া ছিল, সেটা পূরণ করতে না পারায় আমারও একটা দুঃখ আছে। ১৫-১৬ বছর ধরে খেলছি। আমার বিশ্বাস, এই ১৫-১৬ বছর ধরে খেলতে পারার পেছনে সাধারণ মানুষের ভালোবাসা একটা বিরাট শক্তি। নড়াইলের মানুষের ভালোবাসা, সারা দেশের মানুষের ভালোবাসা। আপনাদের প্রতিও আমার একটা দায়বদ্ধতা ছিল। আমারও ইচ্ছা ছিল, সবাইকে জানিয়ে সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু এখন দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করার নেই। তবে ওয়ানডে তো এখনো খেলছি। চেষ্টা করব, সেখান থেকে সবাইকে জানিয়ে ভালোভাবে বিদায় নিতে। প্রশ্ন: অবসরের সিদ্ধান্ত কখন নিলেন? মাশরাফি: আগের রাতে চিন্তাটা মাথায় আসার আধঘণ্টার ভেতরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দলকে জানিয়েছি ম্যাচের দিন বেলা সাড়ে তিনটার সময় মিটিংয়ে।

বাসায় জানানোর পর আমার বাবা বলছিলেন, সিদ্ধান্তটা দেশে আসার পর নিলে ভালো হতো কিনা। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তখন নিয়ে নেওয়াই ভালো। প্রশ্ন: টস করতে গিয়ে এর আগে সম্ভবত কেউ অবসরের ঘোষণা দেননি। আপনি ওই সময়টাই বেছে নিলেন কেন? সিরিজ শেষে বা ওই ম্যাচের পরও তো সিদ্ধান্ত জানাতে পারতেন... মাশরাফি: হয়তো বা সেটাই হতো। ওই সময়টা বেছে নেওয়ার পেছনেও একটা কারণ আছে। এ ব্যাপারেও আমি বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না (হাসি)। তবে কারণ একটা অবশ্যই আছে। আমিও যতটুকু জানি, টসের সময় কেউ অবসরের ঘোষণা দেয় না। তবে এর জন্য আমি কারও ওপর দোষ চাপাতে চাই না বা কারও প্রতি আমার কোনো অভিযোগও নেই। প্রশ্ন: শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ থেকেই দল নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে। টি-টোয়েন্টিতে আপনি ছাড়া আরও সিনিয়র খেলোয়াড়দেরও বিশ্রাম দেওয়ার আলোচনা শুনেছি। এরপর তো আপনি অবসরই নিলেন। সিদ্ধান্ত আপনাকে কতটা প্রভাবিত করে? মাশরাফি: পৃথিবীর সব মানুষই অন্য মানুষের কিছু কথা নেয়, কিছু ছাড়ে। বিষয়টা হলো, কে কতটুকু নিল বা ছাড়ল। কেউ ইতিবাচক কথা বেশি নেয়। কেউ নেতিবাচক জিনিস বেশি। এটা ঠিক, যখন মানুষ নেতিবাচক কিছু

বলে, তখন সেটা আমার ভেতরও ঢুকে যায়। তবে আমি বিশ্বাস করি, দিন শেষে সিদ্ধান্তটা আমারই। মাঠের পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে নেতিবাচক মনোভাব চলে আসাটা আমি বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, সে রকম কিছু হলে মানসিক চাপ একটা থাকেই। আমার কথা বলছি না, যার ক্ষেত্রেই হোক, মানসিক চাপ থাকে। তখন আপনিও বুঝবেন, মানসিক চাপ তৈরি করে কেউ আপনার বিরুদ্ধে কোনো ক্ষেত্র তৈরি করছে কি না। নাকি আপনি আসলেই খারাপ কিছু করছেন।

প্রশ্ন: বোর্ড থেকে শুনেছি, তিন সংস্করণের জন্য তিনজন অধিনায়কের চিন্তার কথা বলা হয়েছিল আপনাকে। সে ক্ষেত্রে টি-টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব ছাড়ার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে বলেছিল বোর্ড। আপনার ওপর নাকি টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার কোনো চাপ ছিল না। এ ব্যাপারে মন্তব্য কী?

মাশরাফি: এসব নিয়ে কিছু বলব না। কে কী বলেছে সেদিক যেতে চাই না। ১৬ বছর ধরে এই মাঠ, এই খেলোয়াড়েরা, এই ক্রিকেট বোর্ড-এরা আমার পরিবারের মতো। ক্রিকেট বোর্ডের বাইরে আমি কোনো দিন যাইনি। যত দিন খেলব, আমি যাবও না, যদি সে রকম পরিস্থিতি তৈরি না হয়। ১৬ বছর যে বিতর্ক তৈরি হয়নি, কখনোই চাইব না, আমার ক্যারিয়ারের শেষে এসে সেই বিতর্ক তৈরি হোক। কিন্তু যদি কেউ বিতর্ক সৃষ্টি করে ফেলে, তখন আমার কিছু করার নেই।

প্রশ্ন: আপনি যে বিষয়গুলো বলতে চাচ্ছেন না, ওই ঘটনাগুলো না ঘটলে টি-টোয়েন্টি থেকে কবে অবসর নিতেন?

মাশরাফি: যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটা নিয়ে আমার কোনো ক্ষোভ বা আফসোস নেই। ওই দিন না করলে হয়তো বা জিনিসটা হুট করে হতো না। সবাইকে জানিয়ে করতে পারতাম। কিন্তু যেটা হয়ে গেছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমার কোনো আফসোস নেই।

তামিম ইকবাল

'চাচার আবাহনী' ছেড়ে 'বাবার মোহামেডানে'



ঢাকা, ১১ এপ্রিল : খেলোয়াড়দের আনাগোনা কাল সকালে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের জিমে যেন পা রাখারই জায়গা ছিল না। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, গাজী গ্রুপ ক্রিকেট স্টাডিয়াম, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের খেলোয়াড়েরা ভীষণ ব্যস্ত ফিটনেস অনুশীলনে। ব্যাটিং-বোলিং অনুশীলন তো হচ্ছেই, আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ফিটনেসটাও ভালো থাকা চাই।

বেলা তিনটায় মিরপুরে তামিম ইকবাল অবশ্য ফিটনেস নিয়ে কাজ করতে আসেননি। বাংলাদেশ দলের বাঁহাতি ওপেনার এলেন মোহামেডানের সঙ্গে দলবদলের আনুষ্ঠানিকতা সারতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম আর খানিক আগেই খুলনা থেকে ছুটি কাটিয়ে আসা স্পিন অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।

গতবার দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে আবাহনীকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন

তামিম। এবারও নাকি তাঁর আবাহনীতেই থাকার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ কেন সিদ্ধান্ত বদল? তামিম বললেন, 'আমি আবাহনীতে নেই কেন, সেটা তারা (আবাহনী) ভালো বলতে পারবে। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সব সময়ই বলি দুই ক্লাবই আমার কাছে। আমার বাবার (প্রয়াত ইকবাল খান) ক্লাব মোহামেডান, চাচার (আকরাম খান) ক্লাব আবাহনী। দুটি ক্লাবই ঐতিহ্যবাহী। এবার আবাহনীতে নেই মানে যে ভবিষ্যতে খেলব না, তা নয়। আবার দেখা যেতে পারে আগামী পাঁচ বছর মোহামেডানেই খেলছি।'

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তামিম সর্বশেষ মোহামেডানের হয়ে খেলেছেন ২০০৯-১০ মৌসুমে। প্রায় সাত বছর পর পুরোনো ক্লাবে ফিরে শিরোপায় চোখ তাঁর, 'মোহামেডান অনেক বছর হলো চ্যাম্পিয়ন হয় না। চ্যাম্পিয়ন হতে হলে ভাগ্যও লাগে। আশা করি, ভাগ্যটা এবার আমাদের পক্ষে থাকবে।'

তামিম যে ভাগ্যের কথা বললেন, সেটা তাঁর ভালোই আছে। সর্বশেষ যে মৌসুমে মোহামেডানে খেলেছিলেন, সেবারই ঢাকা লিগে সর্বশেষ শিরোপা জিতেছে তারা। আর তিনি বর্তমান চ্যাম্পিয়ন (আবাহনী হয়ে) অধিনায়কও। কিন্তু অন্য ক্লাবগুলোর মতো মোহামেডানেরও

একই চ্যালেঞ্জ-আয়ারল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ দল উড়াল দেবে এ মাসের শেষ দিকে। স্বাভাবিকভাবেই তখন তামিম, সঙ্গে জাতীয় দলের অনেক খেলোয়াড়ও থাকবেন না। তামিমের আশা, তাতে দলের খুব একটা অসুবিধা হবে না, 'আমি না থাকলে অন্য যারা থাকবে, তারা তাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবে।'

তামিম যখন সিসিডিএম অফিসে কথা বলছিলেন, তাঁর পাশে বসা মিরাজের চোখেমুখে ঐতিহ্যবাহী ক্লাবে খেলার রোমাঞ্চ। গত দুই মৌসুমে বাংলাদেশ দলের স্পিন অলরাউন্ডার খেলেছেন কলাবাগান ক্রিকেট একাডেমিতে। এবার মোহামেডানে নাম লিখিয়ে রোমাঞ্চিত তিনি, 'ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি আবাহনী-মোহামেডানের নাম। এই ক্লাবে যোগ দিতে পেরে গর্বিত। আগের দুই মৌসুম যে ক্লাবে খেলেছি, সেখানে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পাইনি। এবার মোহামেডানের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে চাই।'



ঢাকা, ১১ এপ্রিল : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ খেলা হবে কি না, এ নিয়ে আছে ঘোর অনিশ্চয়তা। একই সঙ্গে কোচ এদগার্দো বাউজার ভবিষ্যৎটাও হয়ে পড়েছিল নড়বড়ে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায় নিতে হলো। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) গতকাল সোমবার তাঁকে বরখাস্ত করেছে। এএফএর নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদের এটি প্রথম বড় কোনো সিদ্ধান্ত। সভাপতি রুদীও তাপিয়া বলেছেন, 'আমাদের সঙ্গে বাউজার কথা হয়েছে। তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে, তিনি আর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ নেই। জাতীয় দলের অবস্থা খুব বাজে, এটা সবাই জানে।'

তাপিয়া এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানাননি। বাউজার উত্তরসূরি কে হবেন, সে ব্যাপারেও কোনো ইঙ্গিত দেননি। তবে আজ মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সর্বশেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনা বলিভিয়ার কাছে হেরে যায় ২-০ গোলে। চিলির বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাইসম্যানকে গালি দেওয়ায় ফিফা চার ম্যাচে নিষিদ্ধ করে লিওনেল মেসিকে। মেসিকে ছাড়াই বলিভিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমে হারের স্বাদ নিতে হয়েছে তাদের। ১৯৭০ সালের পর এই প্রথম আর্জেন্টিনাবিহীন বিশ্বকাপ উপভোগের শঙ্কা এখন ফুটবলপ্রেমীদের। গত বছর আগস্টে আর্জেন্টিনার দায়িত্বে এসেছিলেন বাউজা। তাঁর অধীনে ৮ ম্যাচ খেলে মাত্র তিনটি জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা। হেরেছেও তিনটিতে। বাকি দুটি ম্যাচ ড্র। আর্জেন্টিনার নতুন কোচ কে হবেন, তা এখনো জানা যায়নি। তবে জুনের আগে ম্যাচ নেই। জুনে অনেক কোচের চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়। এএফএ তাই এ ব্যাপারে ধীরে সুস্থে এগোবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্র: এএফপি।

ক্যারিবিয় লিগে খেলবেন মিরাজ



ঢাকা, ১১ এপ্রিল : ভাগ্যটা দ্রুতই বদলে গেল মেহেদী হাসান মিরাজের। গত অক্টোবরে টেস্ট অভিষেকেই আলোড়ন তোলা মিরাজ এবার সুযোগ পেয়ে গেলেন দেশের বাইরে ক্রিকেট লিগ খেলার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) খেলবেন এই অলরাউন্ডার। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সাবেক অধিনায়ককে দলে নিয়েছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বাঁহাতি স্পিনার ব্র্যাড হগের বদলি হিসেবেই মিরাজকে দলে টেনেছে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি ত্রিনবাগো। ৪৬ বছর বয়সী হগ জানিয়ে দিয়েছেন, এই মৌসুমে সিপিএলে খেলতে পারবেন না। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সিপিএল এই অদলবদলের খবর দিয়েছে।

সাকিব আল হাসানের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে এবারের সিপিএলে সুযোগ পেলেন ১৯ বছর বয়সী মিরাজ। সাকিব খেলবেন পুরোনো দল জ্যামাইকা তালওয়াসের হয়ে। মিরাজের দল ত্রিনবাগোর অন্য বিদেশি খেলোয়াড়েরা হলেন ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, হাশিম আমলা, কলিন মানরো, শাদাব খান ও হামজা তারিক। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রাভো ভাইয়েরা ও সুনীল নারাইনও আছেন ত্রিনবাগোতে।

মিরাজ বলেছেন, 'স্বাভাবিকভাবে ভালো লাগছে। বিপিএলের বাইরে এটি আমার প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলা। সাকিব ভাই তো আগে থেকেই এখানে খেলেন। এবার আমিও দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে খেলব। লক্ষ্য থাকবে সাকিব ভাইয়ের মতো ভালো খেলা।'

এবারের সিপিএল শুরু হবে আগামী ১ আগস্ট। ফাইনাল ৭ সেপ্টেম্বর।

বাকিংহাম প্যালেস দুনিয়া কাঁপানো এক ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদ



নুজহাত নূর সাদিয়া

নিয়তির অমোঘ নির্দেশই হোক কিংবা নিজ মেধা ও পরিশ্রমের যুগল মিলনেই হোক এ বিশাল পৃথিবীতে প্রত্যেকের স্থান কিছু সুনির্দিষ্ট নয়। সময় পরিবেশ কর্মগুণ আর সৌভাগ্য ভেদে কেউ রাজরাণী কেউবা ঘুটেকুড়ানি। তবে প্রতিটি স্বপ্নবিলাসী মন প্রাচুর্যের স্বাদ পেতে চায়, পেতে চায় সর্বোচ্চ সম্মান আর বলগাহীন জীবনের অফুরন্ত আনন্দ। তবে সে কপাল ক'জনার হয়? রাজ ললাট যে একটিমাত্র মুখচ্ছবিতেই তার রাজসিক টিকাটি অলঙ্কৃত করে।

শত বছরের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো ঐতিহাসিক ব্রিটিশ রাজপরিবারটি সহস্র বছর ধরেই বিশ্ব নাগরিকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আর এ ঐতিহ্যমন্ডিত রাজপরিবারের সদস্যদের সুখী জীবনযাপনের প্রকৃত চিত্রটি কী, যাঁদের মাথা গোঁজার ঠাই এক টুকরো আশ্রয় তাঁদের সে রূপকথার রাজপুরী বাকিংহাম প্যালেস নিয়ে তো আজ অবধি কৌতুহলের সীমা-পরিসীমা নেই। একদা এ বিশাল ভূখন্ডের একচ্ছত্র অধিপতিদের প্রতিনিয়ত ইতিহাস সৃষ্টি করা অপরিসীমা কৌতুহল জাগানো সে ক্ষমতাপুরীতে চলুন পাঠক কিছু সময়ের জন্য ঘুরে আসা যাক।

ইতিহাসের ভিত্তি প্রস্তরের গুরুত্ব গল্পটা বেশ অনেকটা সময় আগের। কোনো সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ নয়, নিতান্ত বসবাসের তাগিদে ১৭০৩ সালে তৎকালীন ডিউক অব বাকিংহাম একটি ব্যক্তিগত বাড়ি তৈরি করেছিলেন। রাজা তৃতীয় জর্জের দূরদৃষ্টি পড়ে এ রুচিসম্মত কুটিরটির প্রতি। প্রিয়তমা পত্নী রাণী শার্লটকে চমকে দিলেন এ চমকপ্রদ বাড়িটি উপহার দিয়ে ১৭৬১ সালকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখলেন বাড়িটির 'কুইন্স হাউস' নামকরণের মাধ্যমে। ১৭৬২ সালে রাণী কুটির ভবিষ্যতের পথে যাত্রা আরো কিছুটা এগিয়ে যায়। স্যার উইলিয়াম চেম্বার সে সময়কার ৭৩,০০০ পাউন্ড ব্যয়ে বাড়িটির কাঠামোতে আমূল সংস্কার সাধন করেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঐতিহাসিক প্রাসাদপুরীতে প্রথম স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ মিলে রাণী ভিক্টোরিয়া। ১৮৩৭ সাল হতে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু এ বাড়িটিতে এবং এতগুলো বছর পর আজও রাজপরিবারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু এ প্রাসাদটি। খুব কাছ থেকে যাতে নজরদারির ছড়িটি স্বতন্ত্রভাবে ঘুরানো যায় হয়তো সে কারনেই ওয়েস্টমিনিস্টার এলাকায় ব্রিটিশ সংসদ ভবনের ঠাঁই হয়েছে রাণীমাতা এলিজাবেথের আবাসস্থলের নিকটবর্তী। রাজ ঐতিহ্য আর গণতন্ত্র দু'বিভবান প্রতিবেশীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এককাতারে।

বাড়িটির রাজকীয় অধিবাসীদের প্রাণোচ্ছল চরিত্রগুলোর সাফল্যে ভরা হাসিমাখা মুখগুলো দেখতে ব্রিটেনবাসী সবসময়ই অধীর। তবে সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এ ভাবগম্ভীর চরিত্রগুলোর কিন্তু খুব সহজেই তাদের সুপ্ত উচ্ছাস জনতার সম্মুখে প্রকাশের ব্যাপারে নানা আইনগত বিধি-নিষেধ ও খোদ বংশগত আভিজাত্য ঘোর বিরোধী

ছিল। তবে শাসিতের সংস্পর্শেই যে প্রকৃত গণতন্ত্রের উন্মেষ দেরিতে হলেও শাসক ব্রিটিশ রাজ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ফলাফল, ১৮৫১ সালে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো জনসাধারণের জন্য বাকিংহাম প্যালেস খুলে দেওয়া হয়। আর রাণী ভিক্টোরিয়া প্রথমবারের মত রাজপরিবারের জনতার সম্মুখে প্রাসাদের ব্যালকনিতে দাঁড়ানোর জনপ্রিয় প্রথাটি চালু করেন।

হয়তোবা এ সুন্দর পার্থিব জীবন চিরস্থায়ী নয় এ কঠিন সত্যটিকে প্রমাণার্থে ক্ষমতাসীনদের একটি বড় অংশ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে প্রাসাদের বাইরে। পরিবারের ব্যতিক্রম ক্ষণজন্মা পুরুষদের একজন হলেন রাজা এডওয়ার্ড সপ্তম (১৮৪১-১৯১০) সাল, যিনি জন্ম-মৃত্যু জীবনের এ চরম সত্য দু'টিরই স্বাদ পেয়েছেন এ

সেসময়কার রাজ ভবনটির আনুষ্ঠানিক বাসিন্দা রাণী এলিজাবেথ উচ্চারণ করেন তাঁর সে বিখ্যাত উক্তিটি; আমি খুশি যে আমরা বোমাহত। এখন আমি পরিস্কারভাবেই পূর্ব প্রান্তের চেহারা দেখতে পাচ্ছি আমার মুখে! রাজা ষষ্ঠ জর্জ আর রাণীর সেসময়কার সাহসী পদক্ষেপ আজও বিশ্বের নানা প্রান্তে যুদ্ধরত মানুষের মনে নিত্য অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলে।

সুবিখ্যাত টাওয়ার ব্রিজের পাশেই বাকিংহাম প্যালেসের একটি রেক্রিকা দাঁড়ানো। দুধের স্বাদ যারা ঘোলে মেটাতে চান না সে খাঁটি ইতিহাসবিদ আর পর্যটকদের অবশ্যই টেমস নদীর পার নয় বরং জনারণ্যে পূর্ণ ওয়েস্টমিনিস্টারের পথে পা বাড়াতে হবে।

বছরের পর বছর প্যালেসের সঙ্গীত পিপাসুদের রুম হিসেবে পরিচিতি পাওয়া সুদৃশ্য কক্ষটি আজ ধর্মীয়

নয়নাভিরাম সম্পদে ভরে আছে প্রাসাদের সর্বমোট ৭৭৫টি কক্ষ। স্বতন্ত্র ১৯টি রুম একান্তই রাজপরিবারের সম্পদ বলে বিবেচিত, প্রতিবছর ৫০ হাজারেরও বেশি অতিথিতে ভরেউঠে ৫২টি রাষ্ট্রীয় শয়নকক্ষ, ৯২টি অফিস কক্ষ এবং তাদের সুবিধার্থে বানানো ৭৮টি স্নানাগার। বিনোদনের নিত্য চাহিদা ও শরীর চর্চায় সহায়ক হিসেবে একটি বিশাল প্রেক্ষাগৃহ ও সুইমিংপুলও বিদ্যমান। এ ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার উষ্ণতা রাজকর্মচারীরাও পেতে অভ্যস্ত। প্রায় ৪০০ হতে ৪৫০ জন কর্মীর জন্য বরাদ্দ আছে ১৮৮টি শয়নকক্ষ। বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের সর্বমোট ৩৫০টি নানা আকৃতির ঘড়ি দিয়ে সাজানো প্যালেসটির আরেকটি চমকপ্রদ নাম 'ঘড়ি ঘর', যার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত দুই জন ঘড়ি বিশেষজ্ঞ।

সুরম্য অট্টালিকাতে। রাজা চতুর্থ উইলিয়াম ও এখানটায় জন্ম নিতে পেরে ধন্য! আর বর্তমান রাণী এলিজাবেথের কথা তো বলাই বাহুল্য। তাঁর দু'দুজন সুযোগ্য পুত্রের জন্ম হয়েছে এ রাজপুরীতে, রাজকুমার চার্লস ও রাজকুমার এন্ড্রু।

ব্রিটিশ রাজপরিবার ক্ষমতায় থাকাকালেই পৃথিবীবাসী দু'দুটি ভয়ঙ্কর বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। যার ভয়ংকর ছোবল থেকে রেহাই মেলেন তাদের পছন্দের নীড়টিরও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে সর্বোচ্চ ৯ বার বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এ সুপ্রাচীন বাড়িটি। ১৯৪০ সালে সংঘটিত এ বাস্তব ঘটনাটি মহাসমারোহে ইংল্যান্ডের প্রায় সকল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়া হয়। মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে এক অমোঘ বাণী: যুদ্ধ এমন এক বিধ্বংসী খেলা যা ধনী-গরীব সকলকে এক করে দেয়!

ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। পরিবারের রাজসদস্যদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নেওয়ার প্রথম পাঠ শুরু হয় এ কোলাহলমুখর কক্ষটি হতে।

রাণী বর্তমান এলিজাবেথের কৈশোরের আবাসস্থল উইন্ডসর ক্যাসেল আর স্কটল্যান্ডের বালমোরাল ক্যাসেল দু'টি স্বনামখ্যাত প্রাসাদ হিসেবে গণ্য হলেও ইংল্যান্ডের সে স্বনামধন্য রাজ পতাকাটি কিন্তু পতপত করে উড়ছে বাকিংহাম প্যালেসের চূড়ান্তেই। চার খন্ডে বিভক্ত সোনালী সিংহ খচিত চৌকোণা পতাকাটির প্রথম ও শেষ সীমানা ব্রিটেন তাদের আধিপত্য দিয়ে বেঁধে রেখেছে দ্বিতীয় ভাগের স্বাধীনতাকামী স্কটিশ আর তৃতীয় ভাগের নরম আইরিশবাসীদের।

প্রাসাদের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের একটি হল 'চেইঞ্জিং অব দ্যা গার্ড সিরোমোনি'। সে ঘন-কালো

পশমের চওড়া টুপি আর সোনালী কোমর-বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ চোখকাড়া লাল পোশাক, এ সুপরিচিত ইউনিফর্ম দ্বারাই প্রতিটি সকাল মাতিয়ে রাখে 'পাঁচ রেজিমেন্ট পদাতিকধারী সৈন্যরা'। যার শুভ সূচনা ১৬৬০ সালের কোন এক সূর্যোদয়ে।

সূক্ষ সোনালী কারুকার্য খচিত দেয়াল, বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা নানা সৃষ্টিকর্ম, দামি আবলুশ কাঠের আসবাবপত্র, মখমলের পারস্য কার্পেটে মোড়া পায়ে চলার পথ ভাস্কর্যবিদদের একের পর এক নিপুণ দক্ষ স্থাপত্য, বিখ্যাত ইংলিশ পোর্সেলিন-সিরামিক আর স্ফটিকের নয়নাভিরাম সম্পদে ভরে আছে প্রাসাদের সর্বমোট ৭৭৫টি কক্ষ। স্বতন্ত্র ১৯টি রুম একান্তই রাজপরিবারের সম্পদ বলে বিবেচিত, প্রতিবছর ৫০ হাজারেরও বেশি অতিথিতে ভরেউঠে ৫২টি রাষ্ট্রীয় শয়নকক্ষ, ৯২টি অফিস কক্ষ এবং তাদের সুবিধার্থে বানানো ৭৮টি স্নানাগার। বিনোদনের নিত্য চাহিদা ও শরীর চর্চায় সহায়ক হিসেবে একটি বিশাল প্রেক্ষাগৃহ ও সুইমিংপুলও বিদ্যমান। এ ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার উষ্ণতা রাজকর্মচারীরাও পেতে অভ্যস্ত। প্রায় ৪০০ হতে ৪৫০ জন কর্মীর জন্য বরাদ্দ আছে ১৮৮টি শয়নকক্ষ। বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের সর্বমোট ৩৫০টি নানা আকৃতির ঘড়ি দিয়ে সাজানো প্যালেসটির আরেকটি চমকপ্রদ নাম 'ঘড়ি ঘর', যার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত দুই জন ঘড়ি বিশেষজ্ঞ।

পাঠক আন্দাজ করুন তো, বহু বর্ণে বর্ণিল এ প্রাসাদটির সবচেয়ে জনপ্রিয় কক্ষ কোনটি? ঠিক ধরেছেন! রাণী এলিজাবেথের ১৯৫২ সালে শপথ গ্রহণের সে ঐতিহাসিক কক্ষটি যা 'থ্রোন রুম বা দন্ড কক্ষ' হিসেবে নামকরা। রাজ সদস্যদের সুখী বিবাহিত জীবনের নানা ছবি শোভা পাচ্ছে যুগ যুগ ধরে অক্ষত ইতিহাসের সাক্ষী এ প্রশস্ত কক্ষটিতে। মূক ও বধির পর্যটকদের সুবিধার্থে বাকিংহাম আয়োজন করেছে প্রিন্স চার্লসের ধারাবিবরণী সংবলিত ফেঞ্চ, জার্মানী জাপানীজসহ সহ নানা ভাষায় অনুদিত একটি সহায়ক বিশেষ অডিও বুক। প্রতিবছর আগস্ট আর সেপ্টেম্বর মাসে দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া প্রাসাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পিপাসুদের জন্য রয়েছে মোট ৩৯ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত ৩৫০ প্রজাতির বুনো ফুল, ২০০ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ আর প্রায় তিন একর জায়গা জুড়ে বানানো একটি স্বচ্ছ লেকে ভরপুর বাগান। উপরি হিসেবে আরো আছে টেনিসপ্রেমীদের জন্য বানানো একটি মসৃণ টেনিস কোর্ট যা ১৯৩০ সালে বিখ্যাত টেনিস তারকা ফ্রেড পেরি আর রাজা ষষ্ঠ জর্জের স্মরণীয় পদচিহ্ন ধরে রেখেছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য নাকি কখনও অস্ত যায় না, এ প্রবাদ প্রতিম বাক্যটির বাস্তবতা আজ অনেকটাই বিস্মৃত প্রায়। তথাপি সূর্য কিরণে বিচ্ছুরিত বাকিংহামের কক্ষগুলোতে ঠিকরেপড়া সোনালী আলো উৎসুক দর্শনার্থীদের ব্রিটিশ রাজপরিবারের সে সোনালি অতীতকেই স্মরণ করিয়ে দেয় বারংবার।

লেখিকা : লন্ডন প্রবাসী সাংবাদিক। ১৩ মার্চ ২০১৬।





আবুধাবী-দুবাইয়ে ছয় দিন- (দুই)

খাজুরতলায় সুখ নেই



তাইসির মাহমুদ

২০০৮ সালে যখন আবুধাবী যাই, তখন বাঙালি অধ্যুষিত একটি জায়গা ঘুরে এসেছিলাম। জায়গাটির নাম খাজুরতলা। এবারও সময়-সুযোগ খুঁজছিলাম জায়গাটিতে একবার চু মারবো। অনেক প্রবাসী স্বজনও ফোনে অনুরোধ করেছিলেন একবার যেন খাজুরতলায় ঘুরতে যাই। ওখানে গেলে তাঁরা সহজে দেখা করতে পারবেন।

আসলে খাজুরতলা কোনো স্থানের অফিশিয়াল নয়। এটি আবুধাবীর ইলেক্ট্রা স্ট্রিটের পাশে গোল চত্বরের মতো একটি জায়গা। একসময় সেখানে খাজুর গাছ ছিলো। প্রবাসী বাঙালিরা খাজুর গাছের তলায় বসতেন। গল্প-গুজব করে অবসর সময় কাটাতেন। একজন আরেকজনকে খাজুরতলায় দেখা করতে বলতেন। আর এভাবেই মুখে মুখে একসময় স্থানটির নামকরণ হয়ে যায় খাজুরতলা।

রোদ-ঝড় বৃষ্টি যাই হোক এই খাজুরতলাই হচ্ছে প্রবাসীদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগির একটি প্রিয় স্থান। সারাদিন হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এখানে সকলেই জমায়েত হন। পারস্পরিক কুশল বিনিময় করেন। নিজের চাকরি, থাকা-খাওয়া, পরিবার পরিজনকে ফেলে আসার বেদনা একজন আরেকজনের সাথে ভাগাভাগি করেন। পান-তামাক খান। রেস্টুরেন্টের সম্মুখে পাতানো বেঞ্চে বসে চা পান করেন। এভাবেই বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় কাটে। রাত ঘনিয়ে এলে নিজনিজ ঘরে ফিরেন। কাক ডাকা ভোরে ঘুম থেকে জেগে কর্মস্থলে ছুটে চলে। প্রচণ্ড রোদে সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করেন। ফের বিকেলে আবার এখানে জমায়েত হন। এই খাজুরতলায় এলেই যেনো সারাদিনের কষ্ট দূর হয়ে যায়।



খাজুরতলার সেই খাজুরগাছ নেই, কোলাহল নেই, সবকিছু যেন এখন কেবলই স্মৃতি।

খাজুরতলা যেনো প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মান্না দে'র কফি হাউজের মতোই। রোদ ঝড় বৃষ্টি যাই হোক খাজুরতলায় একবার ছুটে আসতেই হয়।

কিন্তু কফি হাউজের আড্ডাটি যেমন আজ আর নেই। তেমনি খাজুরতলায় প্রবাসীদের আড্ডাও আর আগের মতো নেই। একসময় সেখানে খাজুরগাছ ছিলো। চারপাশে রেস্টুরেন্ট ছিলো। কিন্তু এখন সেখানে আগের কিছুই নেই। যেনো চির অচেনা একটি জায়গা। খাজুরতলার চারপাশে স্থান পেয়েছে বাহারী মোবাইলের দোকান। আগের মতো বিকেলের আড্ডাও নেই। কারণ ইমিগ্রেশন পুলিশের ধরপাকড়। যখন-তখন সাদা পোশাকী পুলিশ এসে হানা দেয়। বৈধ কাগজপত্র না থাকলে ধরে নিয়ে যায়। জেলে থাকতে হয়। এরপর গন্তব্য হয় বাংলাদেশ।

কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশীদের জন্য আরব আমিরাতের ভিসা বন্ধ। যার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হচ্ছে। ভিসা নবায়ন হচ্ছে না। নতুন ভিসা নিয়েও কেউ আসতে পারছে না। ভিসার মেয়াদ না থাকায় কেউ কেউ চলে গেছেন রাজধানী থেকে অনেক দূরে। তাই খাজুরতলা এখন বাংলাদেশী শূন্য।

১৮ মার্চ শনিবার সন্ধ্যায় খাজুরতলায় পৌঁছে অনেক প্রবাসীকে পেলাম।

এর মধ্যে আমাদের এলাকা বড়লেখার অনেকের সঙ্গেও



আকস্মিক সাক্ষাৎ। ছোটকালে যাদের সাথে পড়েছি, কারো সাথে ফুটবল খেলেছি এরকম অনেককেই পেলাম। মুখে মুখে খবর পেয়ে আরো অনেকেই এসে জড়ো হলেন। ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটলো খাজুরতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা, ড্রিংকস আর পান খেয়ে।

আবুধাবী শহরে পান বিক্রি ও খাওয়া দুটোই নিষেধ। পুলিশ ধরলে জরিমানা আছে। তবুও পান বিক্রি থেমে নেই। খাজুরতলায় যখন হাঁটছি তখন চুপসারে একজন কাছে এসে জানতে চাইলেন- ভাইজান, খিল্লি লাগবে। বললাম হ্যাঁ, খাবো। ফিরে গিয়ে পাশেই ছোট একটি বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে রাখা একটি ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়ানো দু'টি খিল্লি নিয়ে এলেন। বললেন, দুই দেহরহাম দিন। পাছে পুলিশের ভয়। ধরতে পারলে জরিমানা। তাই দুই দেহরহাম নিয়ে তিনি সটকে পড়লেন। এভাবেই দুই দেহরহাম, এক দেহরহাম করে রুজি করছেন। পান খেতে খেতে আরো অনেকেই পাওয়া গেলো। তাঁদের কাছ থেকে শুনলাম খাজুরতলার গল্প। আরব আমিরাতের মানুষের সুখ দুঃখের গল্প। একসময় আড্ডা ভেঙ্গে দিতে হলো। কারণ রাত ঘনিয়ে আসছে। হাসপাতাল থেকে বড় ভাইয়ের ফোন। পাশেই অপেক্ষমান ট্যাক্সি। বিদায় নিয়ে ছুটলাম মুসাফফা লাইফ কেয়ার হাসপাতাল অভিমুখে। (চলবে...)

সিরিয়া হামলায় মধ্যপ্রাচ্য বনাম রুশ হিসাব

রবার্ট ফিল্ড

সিরিয়ার খান শেইখুন শহর থেকে পাওয়া ছবিগুলো ভয়ংকর; কিন্তু ট্রাম্প ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে এ মুহূর্তের বড় প্রশ্নটি হচ্ছে সিরিয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র কী করবে!

সিরিয়ার শহরটিতে রাসায়নিক গ্যাস কি প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ব্যবহার করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর তো রাশিয়ার জানা থাকা উচিত। রুশরা সিরিয়ার কোথায় নেই! তারা আছে সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে; আছে মন্ত্রণালয়

ও সেনা সদর দপ্তরও। রাশিয়া যদি এখন বলে ব্যাপক প্রাণঘাতী সেই গ্যাস সিরিয়ার ব্যবহার করেনি-এ দাবির ব্যাপারে তাদের নিজেদের আগে সুনিশ্চিত হতে হবে। গ্যাস হামলায় জ্বলন্ত হওয়ার কথা বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫৯টি জুজ ফ্রেপগান্ড নিষ্ক্ষেপ করেছেন। এ হামলা চালানোর কথা রাশিয়াকে কয়েক ঘণ্টা আগেই যুক্তরাষ্ট্র জানিয়ে দিয়েছিল। এখন ওয়াশিংটন দাবি করছে, তারা রাশিয়াকে মাত্র এক ঘণ্টা আগে সতর্ক করেছিল। সত্যটি হচ্ছে এক ঘণ্টা নয়, বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে হামলার সিদ্ধান্তের কথা রাশিয়ার কানে দেওয়া হয়। এরপর রাশিয়াও সিরিয়াকে সম্ভবত সতর্ক করে দিয়ে বলে, যত দ্রুত পারো ঘাঁটি থেকে সব যুদ্ধবিমান সরান। সিরিয়ার এ যুদ্ধে রুশদের হত্যা করা যাবে না, ফ্রেপগান্ডের লক্ষ্যবস্তু করা মানেই হতাহত হওয়া। অতএব, পাঠাও আগাম বার্তা।

সিরীয় সেনাবাহিনী সম্ভবত খানিকটা রুচ স্বভাবের! পূর্বাঞ্চলীয় শহর আলেক্সো পুনর্দখল করার পর তারা কি ভেবেছিল যে এমন কিছু করতে হবে, যাতে দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়? এ প্রশ্ন এখন তুলতে হবে। অতীতে দেখা গেছে, সেনা কর্মকর্তারা যেসব এলাকায় বাস করেন, এমনকি যেসব গ্রামে তাঁদের পরিবারের বাস, সেসব এলাকায় গ্যাস হামলা চালানো হয়েছে। সিরীয়দের অভিযোগ, তুরস্ক এই গ্যাস দুই জঙ্গিগোষ্ঠী আল-কায়েদা সমর্থক জাবাত আল নুসরা ও ইসলামিক স্টেটকে দিয়েছে। রুশদের দাবি হচ্ছে, সিরিয়ার রাজধানী দামাসকাসে যেসব গ্যাস হামলা হয়েছে সেগুলোর রাসায়নিক উপাদান এসেছিল লিবিয়া থেকে, যা তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় ঢোকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইপরেস ও গাজায় অস্ত্র হিসেবে গ্যাসের আবির্ভাব এবং অটোমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে জেনারেল আলেনবির এ গ্যাস ব্যবহার এমন ভয়ংকর দৃশ্য

তৈরি করে, যা এমনকি হিটলারও মিত্রবাহিনীর ওপর ব্যবহারের সাহস পাননি। কিন্তু সাদ্দাম কী করলেন? তিনি হালাবজার কুর্দদের ওপর রাসায়নিক গ্যাস ব্যবহার করলেন। সাদ্দামকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পরও বাগদাদের আদালতে শোনা গিয়েছিল কিভাবে ওই হামলার আদেশ দেওয়া হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, সিরিয়ার সেনারা কি নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করবে? সেদিনের হামলার শিকার শহরের ছবিগুলো আমাদের একটা নিশ্চিত বার্তা দেয়। এ দৃশ্য ভয়ংকর। অসহ্য। আবার আমাদের আলেক্সোর পূর্বাঞ্চলের আড়াই লাখ বেসামরিক মানুষের কথাও ভুলে গেলে চলবে না; পরে যারা কমে দেড় লাখ হলো, তারপর হলো ৯০ হাজার। বিশ্বের যেসব সংঘাতের খবর গণমাধ্যমে অনেক দুর্বলভাবে এসেছে তার মধ্যে অন্যতম সিরিয়ার সংঘাত।

বাকি অংশ ৩০ নং পৃষ্ঠায়

‘রুখো জঙ্গিবাদ, বাঁচাও দেশ’



আহমদ ইকবাল চৌধুরী

জঙ্গি জঙ্গি বলে আসলেই দেশটি জঙ্গিরাষ্ট্র হয়েই গেল। কেউ বলছেন আইএস আবার কেউবা বলছেন ‘হোম গ্রউন’। এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। বোধহয় এটি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের গবেষণা চলছে, দু’পক্ষের যুক্তি ফেলে দেবার নয়। কিন্তু কেউই প্রকৃত কারণ খুঁজছে না। একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় যদি শ্রেণী বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে, বাক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সঙ্কুচিত হয়, তখন তার স্ফূরণ ঘটে বিভিন্ন উপায়ে। যারা এ কাজগুলো করছে কোন বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারে না। কিন্তু এ মানুষগুলো আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জঙ্গি এখন সর্বত্র। আমার কাছে ‘হোম গ্রউন’ জঙ্গির সংখ্যা বেশি এবং এটা অনেকটা যুক্তিযুক্ত। জঙ্গির সংজ্ঞা কী? বা এর আওতা কত ব্যাপক তা বলা খুবই দুর্লভ ব্যাপার। যারা স্বেচ্ছায় বা কোনো প্রলোভনে আত্মহননের পথ বেঁচে নিয়ে নিরপরাধ জনগণ বা আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে হত্যা করে তাদের মতবাদ, আদর্শ বা অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সঠিক পথ বলে মনে করে তারাই জঙ্গি। আসলে এরা মানসিক বিকারগ্রস্ত। আসলে জঙ্গি মানে ‘এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমিস্ট’ যারা কোন কাজ করতে আইন-আদালত, রাষ্ট্র, সমাজ বা নিজের জীবনের তোয়াক্কা করে না তারাই জঙ্গি। জঙ্গিবাদ এখন সর্বত্র। যেমন ধরুন- বাসা বাড়িতে গাঁ ঢাকা দেওয়া নারী-শিশু জঙ্গি, টক শো’তে জঙ্গি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গি, নদীতে জঙ্গি, জলাশয়ে জঙ্গি, শেয়ার বাজারে জঙ্গি, ব্যাংকিং খাতে জঙ্গি, ভোট কেন্দ্রে জঙ্গি, চলন্ত বাসে আগুন দিয়ে এবং এর রাজনৈতিক সুফল ভোগীরা জঙ্গি, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লেবাসে গুম-হত্যা বা ক্রসফায়ার নামক রাষ্ট্রীয় জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ইত্যাদি।

এদের কাজের পরিধি বা সেক্টর শুধু ভিন্ন, কিন্তু রাষ্ট্র বা সমাজে এ সকল জঙ্গিপন্যার প্রভাব অভিন্ন। আর এ জঙ্গি গ্রুপগুলো নিজেদের স্বার্থোন্মত্ত হয়ে বাংলাদেশ নামক এই শান্তি প্রিয় রাষ্ট্রকে জঙ্গি বানাতে শতভাগ সফল হয়েছে। এরা সবাই ‘হোম গ্রউন’ জঙ্গি। যে সমাজে মায়ের পেটের বাচ্চা নিরাপদ নয়, যেখানে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যার বিচার নেই, তনু, এসপি বাবুলের স্ত্রী হত্যার কুল-কিনারা নেই, যে সমাজে টক শো’তে মন্ত্রী মহোদয় তার সহকর্মীর চোঁখ উপড়ে ফেলার হুংকার দিতে পারেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন পুলিশের নাকের ডগায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বোমাবাজি করে একে অন্যকে হত্যা করে শিক্ষার সৃষ্ট পরিবেশ বিনষ্ট করে, যে সমাজ ব্যবস্থায় পেশীশক্তি বা ক্ষমতার দাপটে খাল-বিল, নদী-নালা,

শুধু কয়েকজন নারী বা অবুঝ শিশুকে জঙ্গি আস্তানায় হত্যা করলে এর সুফল পাওয়া কঠিন, এদেরকে জীবিত অবস্থায় ধরে এনে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। নইলে খলের বিড়াল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকেই যাবে।

জলাশয় দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে কোটিপতি হওয়া যায়, যেখানে ব্যাংকিং খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাটের বিচার নেই, যেখানে ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলমসহ বিরোধী দলের হাজারো গুম হওয়া নেতাকর্মীর পরিবারের আহাজারি কেউ গুনতে পায় না, যে সমাজ ব্যবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি গ্রেফতারকৃত অবস্থায় কয়েক দিনের মধ্যে জঙ্গি বনে নিজেই নিজেকে বোমা মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে, যে সমাজে পিতাকে ফাঁসিতে ঝুঁলানোর পরও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে নিরপরাধ পুত্রকে গুম করে মাসের পর মাস অজানা গন্তব্যে রাখা যেতে পারে, যে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা শিবির নামক একটি ছাত্র সংগঠনের কয়েক কর্মী শিক্ষাসফর বা পিকনিক করতে চাইলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জঙ্গিপন্যার গন্ধ খোঁজে, যে সমাজে নুরু নামক একজন উজ্জল সম্ভাবনাময় ছাত্রনেতাকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে গ্রেফতারের পর দু’হাত বেঁধে নৃশংস হত্যা করে ফেলে দিতে পারে, যেখানে রক্ষক ভক্ষক হিসাবে আবির্ভূত হয়, এসব অপরাধ কোন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করবেন? এগুলো কি জঙ্গিবাদের সংজ্ঞায় পড়ে না? সম্ভ্রাস এবং জঙ্গিবাদ একই সূত্রে গাঁথা। একই মুদার এপিট-ওপিট।

সম্প্রতি আমাদের দেশে আবার যেভাবে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে- কালক্ষেপণ না করে তার মূলোৎপাটন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এরা হোম গ্রউন হলেও বিদেশী কোন রাষ্ট্রের এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে। ইসলামী আইন বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এদের উদ্দেশ্য নয়। এরা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা যদি বিগত কয়েক মাসের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনা করি অথবা যে কোন জঙ্গি

হামলার পূর্ববর্তী কাজগুলো পর্যালোচনা করি, তাহলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। লক্ষ্য করুন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি, বন্ধু রাষ্ট্র তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল, এত বড় একটি স্পর্শকাতর বিভাগে আমরা আমাদের নিজেদের বিশেষজ্ঞদের উপেক্ষা করে তাদের বিশেষজ্ঞ ধার করা হল। বন্ধু যখন শত্রু হয়, তার পরিণতি কিন্তু ভয়াবহ। কেননা বন্ধু আপনার সব দুর্বলতাগুলো জানে আর সেখানেই আঘাত করে। আর বন্ধু যে আজীবন বন্ধু থাকবে তা মনে করা মানে বোকার রাজ্যে বাস করার শামিল। গ্রামের মোড়লরা চায় গ্রামের মধ্যে সবসময় একটা ফিতনা লেগে থাকুক, তাহলে তাদের মোড়লগিরি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাই এবং তারা আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

কিন্তু তাদের এজেন্ডা বা পরিসর ভিন্ন। হাজারো সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ দিনে দিনে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা কারো একার অবদান নয়। স্বাধীনতার পর থেকে তিলে তিলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা সাবমেরিন কেনার সক্ষমতা অর্জন করেছি, বিশ্বায়নের সাথে তাল মেলাতে শিখেছি। এটাই আমাদের বন্ধুদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ একে অন্যের কাছে সহযোগিতা চায়, যখন তার সহযোগিতার প্রয়োজন, সুতরাং তাদের জন্য এ শান্তিপূর্ণ ভূ-খন্ডকে অশান্তিপূর্ণ করে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা খুবই জরুরি। এ সত্যকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে, ধর্মীয় মূল্যবোধ রয়েছে কিন্তু ধর্মাত্মতা নেই। এখানে ধর্মীয় উগ্রবাদের স্থান নেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত সামরিক সহযোগিতা- নামে একটি চুক্তির প্রস্তাব ভারতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী নাকি তার ভারত সফরে এ চুক্তি

আমরা কি কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি যে ভারতের কাছ থেকে আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন? ভারত আমাদের বন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আজীবন তারা যা চাইবে, তা দিতে হবে। বাংলাদেশের সীমারেখার তিন দিকে ভারত। যদি যুদ্ধ বাঁধে, তাহলে ভারতের সাথে বাঁধবে, কেননা তাদের আত্মসী চরিত্রে বাংলাদেশের প্রতি সেই অশনী সংকেত প্রতীয়মান। আর তারাই চাচ্ছে আমাদের চৌকস সেনাবাহিনীকে রণ-কৌশল শেখাতে। বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ কি এরকম একটি আত্মঘাতী চুক্তি মেনে নিতে পারে?

সম্পাদন করবেন। কিন্তু কী সেই চুক্তি বা কেন সেই চুক্তি? আমরা কি কারো সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি যে ভারতের কাছ থেকে আমাদের সহযোগিতার প্রয়োজন? ভারত আমাদের বন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আজীবন তারা যা চাইবে, তা দিতে হবে। বাংলাদেশের সীমারেখার তিন দিকে ভারত। যদি যুদ্ধ বাঁধে, তাহলে ভারতের সাথে বাঁধবে, কেননা তাদের আত্মসী চরিত্রে বাংলাদেশের প্রতি সেই অশনী সংকেত প্রতীয়মান। আর তারাই চাচ্ছে আমাদের চৌকস সেনাবাহিনীকে রণ-কৌশল শেখাতে। বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ কি এরকম একটি আত্মঘাতী চুক্তি মেনে নিতে পারে?

বাংলাদেশের নায়া পাওনা অবজ্ঞা করে ভারত একের পর এক তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো আদায় করে নিচ্ছে। তিস্তা চুক্তি, ফারাক্কা সমস্যা, আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি, প্রতিদিন সীমান্তে হত্যাশহ নানাবিধ সমস্যাকে পাত্তা না দিয়ে, আমাদের সমস্যাগুলোকে জিইয়ে রেখে ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট, কানেক্টিভিটি, সর্বক্ষেত্রে তাদের একচ্ছত্র ‘আন-কন্ট্রিনাল’ বিচরণ। সবশেষে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি নামক আত্মঘাতী চুক্তি, যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিবে।

জঙ্গিবাদ একটি মারাত্মক ব্যাধি, একে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা বা দোষারোপের রাজনীতি করা সমীচীন নয়। মধ্যপ্রাচ্যের জঙ্গিবাদ এবং আমাদের জঙ্গিবাদের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বিশ্লেষকেরা এ নিয়ে কাজ করছেন, তবে আমাদের তথ্যমন্ত্রীর বিশ্লেষণ গুলো প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ‘বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরালেই জঙ্গিবাদ মুক্ত হবে’। আমার মনে হয় তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। তিনি দেশের একজন তথ্যমন্ত্রী, সঠিক তথ্য ছাড়া এ রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে তিনি এরকম বলতে পারেন না। উন্নত বিশ্বে যদি কোন মন্ত্রী বা সাধারণ মানুষ মিডিয়ার সামনে কোন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এরকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিত, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কয়েক মিনিটের মধ্যে গ্রেফতার করে তাকে রিমাণ্ডে নিয়ে তথ্য উদ্ঘাটন করত। কিন্তু আমাদের দেশে তা হচ্ছে না। তথ্যমন্ত্রীর কথায় তথ্য আছে, বেগম জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরালে কারা লাভবান হবে, তাঁরাই চাইবে এমনই একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কীভাবে বেগম জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, যেমনটি চেয়েছিল গুয়ান এলেভেন এর কুশীলবরা। এরাই ৭৫’এ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। কারা, কেন আমাদের এ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশটিকে অস্থিতিশীল করতে চায়, তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার।

লন্ডনে হামলা হয়েছে। সরকার, বিরোধীদল, মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই মিলে এ ঘৃণ হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সম্মিলিতভাবে এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে। এ নিয়ে রাজনীতি বা দোষারোপ নেই। এটি একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা। এর মূল কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। শুধু কয়েকজন নারী বা অবুঝ শিশুকে জঙ্গি আস্তানায় হত্যা করলে এর সুফল পাওয়া কঠিন, এদেরকে জীবিত অবস্থায় ধরে এনে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। নইলে খলের বিড়াল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকেই যাবে। আসুন আমরা সকলে মিলে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করি। শুধু অস্ত্র দিয়ে নয়- দেশপ্রেম, গণ সচেতনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, মানুষের মৌলিক অধিকার, শ্রদ্ধাবোধ ও পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং দোষারোপের রাজনীতি পরিহার করলে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

লেখক: ব্যাংকার, লন্ডন প্রবাসী।

২৯ নং পৃষ্ঠার পর

এ পর্যন্ত কতজন মারা পড়ল যেন? চার লাখ? সাড়ে চার লাখ, নাকি পাঁচ লাখ? শেষেরটি সর্বশেষ প্রাপ্ত উপাত্ত। গ্যাসে মোট কতজনের প্রাণহানি হলো হিসাবটা আমরা কোথায় শেষ করব? সিরিয়ার সরকারকে বিশ্বাস করার জন্যই কি এ হিসাব করব? যখন আগের শেষ গ্যাস হামলাটি হলো দামাসকাসে, জাতিসংঘ তাদের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের মাঝখানে শুধু এটুকু বলল, রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যাপারে ‘কমপ্রোমাইজ’ করা হয়েছে।

কিন্তু তারপর আমরা রুশদের কাছে গেলাম। তারা সব গ্যাস অস্ত্র প্রত্যাহারে সিরিয়াকে সাহায্য করার কথা বলল। ওবামা যখন সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্রের ওপর বিমান হামলার হুমকি দিলেন, রাশিয়া সমর্থন দিল; হুমকিটি যখন পরে প্রত্যাহার করা হয় সমর্থন তখনো দেওয়া হলো।

সিরিয়া হামলায় মধ্যপ্রাচ্য বনাম রুশ হিসাব

সে যা-ই হোক, এবার রুশরা দেখল ট্রাম্প কী করতে পারেন যদি তিনি বিশ্বাস করেন (সত্যি যদি বিশ্বাস করেন) যে রাসায়নিক অস্ত্র সত্যি ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমি জানতে পেরেছি যে রুশরা মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কথা আগেই জেনে গিয়েছিল এবং জেনেছিল অনেক আগেই। এরপর সরে আসার আগে তারা কি সত্যি কোনো সিরীয় বিমানঘাঁটিতে কোনো সিরীয় বিমান রেখে এসেছিল? এ ধরনের কোনো অস্ত্র কি তারা বিমানঘাঁটির রানওয়েতে ফেলে

আসতে পারে? কিংবা কোনো সুরক্ষিত ব্যাকারে?

বাস্তবে সিরিয়ায় এ মার্কিন হামলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্কের যতটা যোগসূত্র আছে, তার চেয়ে বেশি আছে ট্রাম্প-পুতিন সম্পর্কের। এটি এমন এক সমস্যা, যা নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেগ্ন টিলারসনকে কাজ করতে হবে। অবশ্যই করতে হবে বাশার আল আসাদকেও। আরো একটি বিষয়ে পাঠক আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আর তা হচ্ছে দামাসকাস ও মস্কোর মধ্যে রাতে যদি কোনো ফোনালাপ হয়, তা হবে দীর্ঘ।

লেখক : খ্যাতিমান ব্রিটিশ সাংবাদিক ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি ইনডিপেন্ডেন্ট থেকে ভাষান্তর

জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনই হচ্ছে ক্ষমতায় যাওয়া অথবা থাকার একমাত্র উপায়। নির্বাচন স্বচ্ছ হলে, সুষ্ঠু হলে, গণতন্ত্র সংহত হয়, সুশাসন নিশ্চিত হয়, সরকারব্যবস্থায় জনগণের আস্থা বাড়ে। নির্বাচন প্রশ্রুবদ্ধ হলে মানুষের আস্থা হারিয়ে যায়। স্বচ্ছ নির্বাচন তাই গণতন্ত্রের মৌলিক শর্ত।

দুঃখজনকভাবে ১৯৯১ থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রচর্চায় নির্বাচন অস্বস্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় নির্বাচন থেকে নিয়ে স্থানীয় নির্বাচন-কোনোটিতেই স্বচ্ছতা থাকে না, ফল নিয়ে অসন্তোষ থাকে। নির্বাচন বর্জন হয়, ভোটভূটির মাঝখানেই বড় দলের প্রার্থী সরে দাঁড়ান। বিজয়ী দলের কাছে নির্বাচন হয় অতি উত্তম, দক্ষিণ এশিয়ার মডেল, পরাজিত দলের কাছে তামাশা, অথবা চরদখলের মহড়া। আমাদের দেশের নির্বাচনী অভিধানে বেশ কিছু শব্দবন্ধ উপহার দিয়েছে এই আড়াই দশকের যত নির্বাচন, যেমন সূক্ষ্ম কারচুপি, মিডিয়া ক্যু ইত্যাদি। সম্প্রতি নির্বাচনে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা অথবা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগও তোলা হচ্ছে। এসব অভিযোগের ভিত্তি কতটা আছে, কতটা নেই, তা দলগুলোর চেয়ে ভোটররাই ভালো জানেন। আমাদের দেশের ভোটররা এখন অনেক সচেতন। কোথায় কারচুপি হয়েছে, কোথায় হয়নি, তাঁরা তা জানেন। কিন্তু তাঁদের আলাদাভাবে সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ করার উপায় নেই। রাজনৈতিক দলগুলো ব্যস্ত থাকে তাদের অ্যাগেন্ডা নিয়ে। জনগণকে তারা ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখের পাশে দাঁড়ায় না। আমাদের দেশে নির্বাচনব্যবস্থা সুষ্ঠু না হওয়ার একটি কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতায় গণতন্ত্রের অভাব। গণতন্ত্র তাদের জন্য ঠোটসেবার একটি বিষয়। প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেমী হলে দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা হতো। তৃণমূলের মতামত দলগুলোর ভেতরের নির্বাচনে প্রতিফলিত হতো। আমরা আক্ষেপ করি, ভালো মানুষেরা রাজনীতিতে আসেন না। ভালো মানুষেরা আসেন না, যেহেতু তাঁরা পেশিশক্তিবে বিশ্বাস করেন না, জোর যার মুল্লুক তার-এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। ভালো মানুষ সৎ পথে পয়সা উপার্জন করেন। এ জন্য দেশের রাজনীতির দরজা তাঁদের জন্য বন্ধ।

তারপরও রাজনীতিতে ভালো মানুষ অবশ্যই আছেন এবং তাঁদের জন্য এখনো মানুষের কথাগুলো কিছুটা হলেও ক্ষমতার কানে যায়। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনটি সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছে এ কারণে যে মূল দুজন প্রতিদ্বন্দীর ক্যাডার বাহিনী নেই; তাঁদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ, তাঁরা মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চেয়েছেন। মানুষ যাকে অধিকতর যোগ্য ভেবেছে, তাঁকে জয়ী করেছে। এর বিপরীতে কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে দুটি বড় দল মাঠে সক্রিয় ছিল। দুই দলের নেতারা যেভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন, তাতে মানুষ খুব স্বস্তি পায়নি। ভোটের দিন ভোটকেন্দ্রে হামলা হয়েছে। দলের ক্যাডাররা ব্যালটে সিল মেরেছে। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিলে ওপরমহল থেকে টেলিফোন করে তাঁকে বাণী শোনানো হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট চোখে পানি নিয়ে নিজের অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছেন সাংবাদিকদের। এ রকম ঘটনা খুব যে ঘটেছে, তা নয়; কিন্তু একটি ঘটনাও তো মানা যায় না। আমরা যে জিরো টলারেন্স বা শূন্য সহনশীলতার কথা বলি, নির্বাচনে অনিয়মের ক্ষেত্রে সেটাই তো সব বিবেচনার আগে থাকা উচিত। আমাদের দেশে যত দিন দলগুলো নির্বাচন নিয়ে একটি অলিখিত চুক্তিতে না আসবে, যাতে থাকবে গণতন্ত্রের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার প্রকাশ, তত দিন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবে। আর যদি চুক্তিটি বলবৎ হয়, তাহলে কোনো দলীয় সরকার যদি নির্বাচনের সময় ক্ষমতায় থাকে, তাহলে সেই দলের প্রার্থী হেরে গেলেও বলবেন, স্বচ্ছ নির্বাচনের রায় মেনে নিচ্ছি। দলগুলো তৈরি না হলে সে রকম কোনো চুক্তির সম্ভাবনা যে নেই, তা তো বলেই দেওয়া যায়।

২. নির্বাচন যদি মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি যেমন সরকার, সরকার ও সরকারের বাইরের সব প্রতিষ্ঠান সম্মান দেখাবে, তাঁরাও সেই সম্মান এদের প্রতি দেখাবেন, গণতন্ত্রের এটিও একটি শর্ত। জনপ্রতিনিধিরা বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হলে তাঁদের কাজের জায়গাটা বাধামুক্ত রাখতে হবে, তাঁদের প্রতি সরকার ও সরকারি দলের বৈরী আচরণ করলে চলবে না; সরকারি দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পাবেন, সেসব তাঁরাও ভোগ করবেন। অন্যদিকে জাতীয় নির্বাচনে কম আসন পেয়ে একটি দল বিরোধী দলের আসনে বসলে তার সাংসদদেরও কিছু দায়দায়িত্ব পালন করতে হয়। উন্নত গণতন্ত্রের দেশে একটি ছায়া সরকার থাকে, যাতে সরকারের কাজকর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায়, সরকারের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া যায়,

ভুলত্রুটি বড়সড় হলে এবং সেগুলো দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলো শোধরানোর জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়। বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনার পাশাপাশি এ রকম সক্রিয়তা বজায় রাখলে সরকার অনেক সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসে। আমাদের দেশে এসব কিছুই হয় না। বিরোধী দলকে এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয় না। তাদের জনসভা করারও অনুমতি থাকে না। গত সাত-আট বছরে সরকার বিএনপিকে এমন কোণঠাসা করে রেখেছে যে তারা সংগঠিত হওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে না। গত জাতীয় নির্বাচন বর্জন করে তা প্রতিহত করার পথে নামায় এবং এরপর সহিংসতার আশ্রয় নেওয়ায় দলটি অনেকটা জায়গা হারিয়েছে। যে জন্য রামপালের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যুতে তাদের পথে দেখা যায়নি। সংসদে না থাকায় রাজপথটাও মোটামুটি দলটি হারিয়েছে। দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র থাকলে রামপাল থেকে সরকার পিছিয়ে এসে প্রকল্পটি সুন্দরবনের থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যেত। তা হয়নি। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফর নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তা-ও হতো না। আমরা তাঁর দিল্লি যাওয়ার আগেই জানতে পারতাম ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি/সমঝোতা স্মারক আসলেই আমাদের স্বার্থ কতটা আদায় করবে। একটি সক্রিয়, প্রাণবন্ত সংসদ থাকলে এসব নিয়ে সেখানেই হয়তো আলোচনা হতো। হয়তো তিস্তা চুক্তি নিয়ে আমাদের অপেক্ষা আর আক্ষেপ এত দিনে ঘুচত। এসব বিষয়ে এখন কথা বলাটাও ভাঙা গ্রামোফোন বাজানোর মতো হয়ে গেছে। মানুষ নতুন কিছু শুনতে চায়। মানুষ নতুনের জন্য কান পেতে থাকে। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যাঁরা মেয়র হন, সাংসদ হন, উপজেলা চেয়ারম্যান-এসব হন, তাঁরা যে সবাই লব্ধি থেকে বের হওয়া তুলসীপাতা, তা নয়, তাঁদের কারও কারও নামে গুরুতর অভিযোগ, এমনকি হত্যা মামলাও থাকে। কিন্তু সরকারি দলের হলে তখন তাঁরা চলে যান আইনের ওপরে, আইনের লম্বা হাতেরও দীর্ঘতর দূরত্বে। কিন্তু বিরোধী দলের হলে তাঁদের জন্য খবর অপেক্ষা করে। বিরোধী দলের হলে আবার তাঁদের ওপর মামলা চাপানোও হয়। সব সরকারই এই পদ্ধতিতে বিরোধী দলকে চাপে রাখার একটি উপায় হিসেবে দেখে। গত পাঁচ-সাত বছরে পৌর ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোতে বিএনপির প্রার্থীরা ভালো জয় পেয়েছেন। রাজশাহী, সিলেট ও গাজীপুরে; সবশেষে কুমিল্লায় তাঁরা

জিতেছেন; জিতেছেন হবিগঞ্জেও। কিন্তু মেয়রদের গুরু থেকেই কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। তাঁরা জেলেও গিয়েছেন। (কুমিল্লার নতুন মেয়র আশা করি শুরু থেকেই কাজ করার সুযোগ পাবেন।) সিলেট, রাজশাহী আর হবিগঞ্জের মেয়ররা আইনি লড়াই শেষে উচ্চ আদালতের নির্দেশে পদ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু চেয়ারে বসার পরপরই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় তাঁদের বরখাস্ত করল, তাঁরা আবার আদালতে গিয়ে চেয়ারে বসার অধিকার পেলেন। পুরো বিষয়টাতেই গণতন্ত্রের প্রতি একধরনের অশ্রদ্ধার মনোভাব দেখা গেল। ভোটরদের প্রতিও এতে সম্মান দেখানো হলো না। তবে মন্দের ভালো, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেও পিছিয়ে এসেছে। আমরা আশা করি, সরকার এখন এসব মেয়রকে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা এবং সহযোগিতা দেবে, যাতে তাঁরা নিজ নিজ শহরের জন্য কাজ করতে পারেন। ঢাকা উত্তরের মেয়র আনিসুল হক ভালো কাজ করছেন, সবার সমর্থন তিনি পাচ্ছেন। তাতে ঢাকা আরেকটুখানি বাসযোগ্য হচ্ছে। আমার নিজের শহর সিলেটের, মেয়র আরিফুল হক বলেছেন, তিনি সিলেটের উন্নতির জন্য কাজে নামবেন। আমি আশা করব, তিনি আস্তিন গুটিয়ে নেমে পড়বেন এবং সরকার তাঁকে সব রকমের সহযোগিতা দেবে। সিলেট আরও বাসযোগ্য হলে সবাই তার সুফল ভোগ করবে। তখন আওয়ামী লীগের লোকজনও তাঁকে সমর্থন দেবে। গণতন্ত্রে এমনটি হওয়াই তো উচিত। রাজশাহী এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবুজ শহরের স্বীকৃতি পেয়েছে। রাজশাহীর মেয়র বুলবুল তাকে আরও সবুজ করলে আনন্দটা হবে সবার। এতে বড় যে লাভ হবে, এসব উন্নয়নের প্রশংসায় সরকারও ভাগ পাবে। তবে সবচেয়ে বড় লাভ হবে গণতন্ত্রের। বাংলাদেশের মানুষ যত সামনে এগোয়, এর অর্থনীতি যতই সামনের দিকে দৌড়ায়, আমাদের গণতন্ত্র কেবলই উলটো পায়, উলটো পথে হাঁটে।

নির্বাচনের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই শহরগুলোর মেয়রদের কাজকর্মকে সহজ করার মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন একটা যাত্রা শুরু হোক এবং তখন মেয়ররা যত সফল হবেন, তাঁরাও যেন নিজেদের এবং নিজ দলের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকাটাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। দেখা যাক।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রাশিয়া কেন উন্নতি করতে পারল না?

জোসেফ স্টিগলিৎস

স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তির সিকি শতাব্দীর পর আজ আবারও পাশ্চাত্য ও রাশিয়া মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। তবে এবার অন্তত এক পক্ষের কাছে ব্যাপারটা আদর্শগত নয়, তাদের কাছে এটা খোলাখুলিভাবে ভূরাজনৈতিক ব্যাপার। সোভিয়েত-উত্তর যুগে পাশ্চাত্য নানাভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে। বহুদিনের একনায়কদের উৎখাতে বিভিন্ন দেশে নানা ‘রঙের’ যে বিপ্লব হয়েছে, তার ব্যাপারে উচ্ছ্বাস লুকানোর চেষ্টা পাশ্চাত্য খুব একটা করেনি। তবে এই একনায়কদের জায়গায় যে নেতারা ক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরা যতই ভান করুন না কেন, তাঁরা ঠিক অতটা অঙ্গীকারবদ্ধ নন।

সাবেক সোভিয়েত ব্লকের অনেক দেশেই কর্তৃত্বপরায়ণ সরকার ক্ষমতায় আছে। তাঁদের অনেকেই রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতো কীভাবে নির্বাচিত হওয়ার ভান ধরা যায় সেই বিদ্যায় কমিউনিস্ট পূর্বসূরীদের চেয়েও বেশি দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাঁরা ‘অনুদার গণতন্ত্রের’ ধারণা বিক্রি করছেন প্রায়োগিকতার ধূয়া তুলে, ইতিহাসের সর্বজনীন তত্ত্বের ভিত্তিতে নয়। এই নেতারা দাবি করেন, তাঁরা শ্রেফ কাজ করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর।

জাতীয়তাবাদী আবেগ উসকে দেওয়া ও ভিন্নমত দমনের বেলায় এটা বিশেষভাবে সত্য। যদিও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে তাঁরা অতটা কার্যকর নন। কথা হচ্ছে, রাশিয়া একসময় পৃথিবীর দুই পরাশক্তির একটি হলেও এখন তার মোট দেশজ উৎপাদন জার্মানির ৪০ শতাংশ ও ফ্রান্সের ৫০ শতাংশের কিছু বেশি। দেশটির মানুষের গড় আয়ু পৃথিবীতে ১৫৩তম। অর্থাৎ এই সূচকে তার অবস্থান হন্ডুরাস ও কাজাখস্তানের ঠিক পরেই।

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে রাশিয়ার অবস্থান এখন বিশ্বে ৭৩তম (ক্রয়ক্ষমতার সাম্যের ভিত্তিতে)। মানে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যে প্রান্তস্থ দেশগুলো ছিল, রাশিয়ার অবস্থা এখন সেগুলোর চেয়েও খারাপ। দেশটির শিল্পকারখানা কমে গেছে। ফলে তার রপ্তানির সিংহভাগই আসে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। দেশটি স্বাভাবিক বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি; বরং সেখানে অদ্ভুত রকম এক দলবাজির পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও রাশিয়া এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার গড়পড়তা অবস্থানের চেয়ে বেশি সামর্থ্য দেখায়, যেমন পারমাণবিক শক্তির বেলায়। এমনকি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তার এখনো ভেটো দেওয়ার সামর্থ্য আছে। আর সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ডেমোক্রোটিক পার্টির ওয়েবসাইট হ্যাক করে সে জানান দিল, পশ্চিমের নির্বাচনে নাক গলানোর সামর্থ্য তার আছে।

এটা বিশ্বাস করার সব কারণই আছে যে এই নাক গলানো চলতেই থাকবে। ডোনা! ট্রাম্পের সঙ্গে বাজে রুশিদের সম্পর্ক থাকায় মার্কিনরা তাঁদের রাজনীতিতে রুশ প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। তবে চলমান তদন্তের

মাধ্যমেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

আয়রন কার্টেনের (আদর্শিক বিভাজন) পতনের সময় অনেকেই রাশিয়া ও বৃহত্তর অর্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে বড় আশা পোষণ করতেন। তবে সাত দশকের সমাজতান্ত্রিক শাসনের পর রাশিয়ার পক্ষে বাজার অর্থনীতিতে ঢোকা সহজ ছিল না। কিন্তু সদ্য পড়ে যাওয়া ব্যবস্থার তুলনায় গণতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির সুবিধা দৃশ্যত অনেক বেশি হওয়ায় ধারণা করা হয়েছিল অর্থনীতি বিকশিত হবে এবং নাগরিকেরা বৃহত্তর স্বাধীনতা দাবি করবে।

কিন্তু ভুলটা কোথায় হলো? দোষটা কার? যদি কারও তা থাকে? রাশিয়ার সমাজতন্ত্র-উত্তর ক্রান্তিকাল কি ভালোভাবে সামলানো যেত?

আমরা কখনো নিশ্চিতভাবে এই সমস্যার উত্তর দিতে পারব না। ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আজ আমরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, তার আংশিক কারণ হচ্ছে ওয়াশিংটন কনসেনসাসের অন্তর্গত ভুল, যার আলোকে রাশিয়ার ক্রান্তিকাল পরিচালিত হয়েছে। সংস্কারবাদীরা বেসরকারীকরণের ওপর যে ব্যাপক জোর দিয়েছেন, তার মধ্যেই এই কাঠামোর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তা সে যেভাবেই করা হোক না কেন, এখানে গতিই সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে। এমনকি বাজার অর্থনীতির কার্যকারিতার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন ছিল, তার মধ্যেও এই তাড়াহুড়ো দেখা গেছে।

১৫ বছর আগে আমার বই গ্লোবলাইজেশন অ্যান্ড ইটস ডিসকন্টেন্ট-এ লিখেছিলাম, অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এই শব্দ থেরাপি মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হবে। আবার এই তরিকার সমর্থকেরা ধৈর্য ধরার কথা বলেছিলেন। দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য

থাকলেই কেবল এ ধরনের কথা বলা যায়। আজ সিকি শতকেরও বেশি সময় পরে আগের সেই ফলাফলের সত্যতা আরও নিশ্চিত হয়েছে। যাঁরা তর্ক করেছিলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার আইনের শাসনের বৃহত্তর দাবি তুলবে, তাঁরা ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। ব্যাপারটা হয়েছে কি, রাশিয়াসহ বিভিন্ন ক্রান্তিকালীন দেশ এখন উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় আগের চেয়েও বেশি পিছিয়ে পড়েছে। এমনকি এই মুহূর্তে কিছু কিছু দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ক্রান্তিকালের শুরুর চেয়েও কম। রাশিয়ার অনেকেই বিশ্বাস করেন, মার্কিন অর্থ বিভাগ ওয়াশিংটন কনসেনসাস কাজে লাগিয়ে তাদের অর্থনীতি দুর্বল করে ফেলছে।

আমি বিশ্বাস করি, এই ব্যাখ্যা অতটা হানিকর নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে ভুল চিন্তার উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, তার ফলাফল গুরুতর হতে পারে। রাশিয়াতে ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তা সংবরণ করা খুবই কঠিন ছিল। পরিষ্কারভাবে রাশিয়াতে গণতন্ত্রায়ণ নিশ্চিত করার জন্য সবার সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হতো, ধনিকতন্ত্র তৈরির নীতি গ্রহণ করে সেটা সম্ভব নয়।

তবে পশ্চিম যে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দেশ তৈরির সংকল্প করে ব্যর্থ হয়েছে, সেটাও খাটো করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্র এখন ট্রাম্প প্রশাসনের চরমপন্থা রুখতে লড়াই করছে, যাতে সেটা দেশের স্বাভাবিক রীতি না হয়ে যায়। কিন্তু একই সঙ্গে অন্যান্য দেশ যেমন, ইউক্রেনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের মতো ব্যাপারও যেন স্বাভাবিক রীতিতে পরিণত না হয়।

অনুবাদ: প্রতীক বর্ধন, স্বড়: প্রজেক্ট সিসিফট।
জোসেফ স্টিগলিৎস: নোবেল বিজয়ী মার্কিন অর্থনীতিবিদ।

আন্তর্জাতিক সালিসিই এখন তিস্তার ভরসা?

মিজানুর রহমান খান

তিস্তা চুক্তির বিষয়ে কোনো অগ্রগতি যে ঘটল না, বরং সেটা যে নতুন করে আরও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল, সেটা দুই বন্ধুপ্রতিম দেশকে বিবেচনায় নিতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসকে অবশ্যই আমরা গুরুত্ব দেব। কিন্তু তার পাশাপাশি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সালিসি ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়ার একটা চিন্তাভাবনা এখনই শুরু করতে হবে। ভারতের সম্মতিতে বহুপক্ষীয় ভিত্তিতে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন সমস্যার সুরাহায় নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প প্রস্তাবকে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে প্রথম আলো, আনন্দবাজারসহ গণমাধ্যম যে খবর দিয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে দ্বিপক্ষীয় সমাধানের আশায় আরও কালক্ষেপণ করা সমীচীন হবে না। মমতার প্রস্তাব যেকোনো পানি বিশেষজ্ঞকেই বিস্মিত করবে। অথচ ভারতে এখন পর্যন্ত তেমন লক্ষণীয় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। এমনকি ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য মমতার নিন্দা করতে আমরা দেখিনি। মমতা তিস্তার পরিবর্তে তোসাঁ, ধানসিঁড়ি, মানসিঁড়ি ও জলঢাকার পানি নিতে বলেছেন। মানসিঁড়ি অস্তিত্বহীন। অন্যগুলো অভিন্ন ৫৪ নদীর তালিকাভুক্ত। ধরলা, দুধকুমার কুড়িগ্রাম দিয়ে ঢুকে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে।

তিস্তা চুক্তির ২০১১ সালের খসড়া চূড়ান্ত করেছেন যাঁরা, তাঁদের একজনের সঙ্গে আমরা কথা বলি। তিনিই জানালেন, দুধকুমার ও ধরলা এবং এ দুটি নদীর হিস্যা নিয়ে আলোচনার উল্লেখ যৌথ বিবৃতিতে আছে। ভারতে যথাক্রমে তোসাঁ ও জলঢাকা হিসেবে পরিচিত। সে কারণেই আমরা বলব, মমতা যে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, সেটা আমরা ভারতের রাজনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে ভারতের যৌথ নদী কমিশনের কর্মকর্তাদের জবানিতে শুনতে উন্মুখ থাকব।

ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঢাকায় এসেছিলেন পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু এবার দিল্লিতে ডাক পড়ল শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর। আর ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদীর পরিবর্তে শুধু নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হলো তিস্তা চুক্তির। আশা করেছিলাম, তিস্তা চুক্তি এখনই না হওয়ার

ক্ষতি পুঁথিয়ে দেওয়া যাবে যদি যৌথ ইশতেহারে তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর বিষয়ের উল্লেখ থাকে। কিন্তু তা থাকল না। গঙ্গা ব্যারাজের প্রতি মমতার মনোভাবও উহ্য থাকল। কবে তিস্তা হবে তা-ও বলা হলো না। কিন্তু ইঙ্গিত মিলল মমতার অমতে তিস্তা হবে না।

২০১১ সালেও শুনতাম তিস্তা না হলে বাংলাদেশ ট্রানজিট দেবে না, এরপর তা ১৯২ টাকা দরে (টনপ্রতি ১ হাজার ৫৮ টাকার পরিবর্তে) ভারত পেয়েছে। কংগ্রেস থাকতেও ভারতীয় কর্মকর্তারা মমতার দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, ‘মতৈক্যের’ জন্য ‘কিছুটা সময়’ দরকার। মনমোহন সিং ঢাকায় আসার আগেই পররাষ্ট্রসচিব রঞ্জন মাথাই সাংবাদিকদের সাফ বলেছিলেন, রাজ্য সরকার রাজি না হলে তিস্তা তাঁরা করতে পারবেন না। ‘অ্যানি অ্যাগ্রিমেন্ট উই কনক্লুড উইল হ্যাভ টু বি অ্যাকসেস্টেবল টু দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট।’ ভারতের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সমঝোতা চুক্তি হওয়ার পরও মোদি সরকার তার অবস্থান পালটায়নি। ২০১১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় মনমোহন-হাসিনা শীর্ষ বৈঠকের পরের যৌথ বিবৃতিতে বলা হলো, যদিও তিস্তা হলো না, তবে সেটা ‘উড অলসো বি সাইন্ড সুন।’ আমরা শিগগির সই করব। এখন আমরা এটাও মানব যে, কংগ্রেস থাকলে তারা সংবিধানের ২৫৩ অনুচ্ছেদটা (এই বিধান অনুযায়ী আন্তর্জাতিক চুক্তি করতে রাজ্যকে অগ্রাহ্য করা যাবে) প্রয়োগ করত, সেটা মনে হয় না। কংগ্রেসের কেউ এখনো এদিকে অঙুলিনির্দেশ করছে না।

২০১৫ সালের ৬ জুন মোদি ঢাকায় যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন, ‘আমি আস্থাশীল, ভারতের রাজ্য সরকারগুলোর (শুধু একটি নয়!) সহায়তায় তিস্তা ও ফেনী নদীর বিষয়ে (পানিবণ্টন কথাটি উহ্য ছিল) একটা ন্যায্য সমাধানে পৌঁছাব।’ এরপর শীর্ষ বৈঠক শেষে যৌথ ঘোষণার ১৯ দফায় বলা হলো, ‘শেখ হাসিনা অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন তিস্তা চুক্তি চাইলে মোদি বলেছেন অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা (পড়ুন মমতার মত সাপেক্ষে) করে তিনি ‘অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল’ চুক্তিটা করবেন। ২০১৭ সালের যৌথ বিবৃতিতে ‘অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল’ কথাটি তুলে দেওয়া হয়েছে।

দুই শীর্ষ নেতার উপস্থিতিতে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে যা বলা হয়, সেটা খুব দামি সরকারি ভাষ্য নয়। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল হলো শীর্ষ বৈঠক শেষে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহার বা ঘোষণা। ‘আমরা তিস্তা চুক্তি সই করব’, বলে প্রথম আলোয় যে প্রধান শিরোনাম আমরা পেলাম, সে কথাটা কিন্তু আনুষ্ঠানিক যৌথ বিবৃতিতে নেই। সেটা আছে বক্তৃতায়। দুইয়ের মধ্যে মৌলিক তফাত আছে। যখন যৌথ বিবৃতি হয়,

তখন বক্তৃতার গুরুত্ব কমে যায়। তাই তিস্তা সম্পর্কে যৌথ বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে, সেটাই ভারতের অবস্থান। বক্তৃতার উদ্দেশ্য প্রধানত রাজনৈতিক। তিস্তার বিষয়ে ভারতীয় বিশ্বস্ততা এখন তাই গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন।

আমরা যদি ২০১৫ সালের ঢাকায় শেখ হাসিনা-মোদি যৌথ বিবৃতির সঙ্গে সদ্য সই হওয়া ২০১৭ সালের ওই একই ধরনের দলিলটির তুলনা করি তাহলে দেখি, তিস্তাবিষয়ক চুক্তি দ্রুত সমাধানের ব্যাপারে দালিলিক অঙ্গীকারের ব্যাপারেও একটা অবনতি ঘটেছে। দুই বছর আগে তিস্তা ছিল ১৯তম দফায়, এবার তা ৪০তম দফায়। বাক্য গঠনশৈলী বা গংটা আরও নিজীব করে একই ধরনের রাখার একটা চেষ্টা চোখে পড়েছে।

আগে শেখ হাসিনার বরাতে দুই সরকার ২০১১ সালে তিস্তা চুক্তিতে একমত হয়েছিল, সে কথাটি বসানো হয়েছিল। এবারও দ্বিতীয়বারের মতো শেখ হাসিনার মুখেই তা বসানো হলো যে, দুই সরকার ২০১১ সালে একমত হয়েছিল। তফাতি হলো যদি এটা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে বসানো হয়, তাহলে একটা আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। ২৫৩ অনুচ্ছেদ, যেখানে বলা আছে, আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারকে অগ্রাহ্য করা যাবে, সেটা আপনাপানি খেলা করতে শুরু করবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির বিষয়টি শেখ হাসিনার মুখে বসানো হয়েছে। অনুমেয়, আমাদের কূটনীতিকেরা খসড়া নিয়ে কোনোরকম জোরাজুরি করেননি, বা করলেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

আগে শেখ হাসিনার মুখে ছিল তিনি ‘অনতিবিলম্বে’ চুক্তি চান। এবার সেই শব্দ কর্তন করা হয়েছে। ঢাকায় মোদি বলেছিলেন এটা হবে ‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব’, এবার তার বিলোপ ঘটেছে। বলা হয়েছে, ‘তিনি পুনর্ব্যক্ত করছেন যে যথাসময়ের আগে চুক্তি সম্পন্ন করতে তাঁর সরকার ভারতের সব অংশীজনের সঙ্গে কাজ করছেন।’ তার মানে এর আগে নির্দিষ্টভাবে ‘যথা শিগগিরই তিস্তা চুক্তি’ করার অঙ্গীকার থেকে ভারত সরকার মরত এসেছে। সুতরাং সমুদ্রের সীমা বা পানিবণ্টনের মতো নদীর পানিবণ্টনেও ভারতের অপারগতাকে বিবেচনায় নিতে হবে। আর কালক্ষেপণ করা ঠিক হবে না।

মোদি প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ‘আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, একমাত্র আমার সরকার এবং মান্যবর শেখ হাসিনার সরকার, তারাই তিস্তার পানি বণ্টনে আশু সমাধানে পৌঁছাতে পারে এবং পৌঁছাবে।’ কিন্তু সেই চুক্তিতে কোনো গ্যারান্টি রুজ থাকবে কি না, সেই ভরসা আমাদের কেউ দিচ্ছে না। ১৯৯৬ সালে গঙ্গা চুক্তি করে আমরা শুনছি এটা ঐতিহাসিক। কিন্তু তাতে গ্যারান্টি ও আরবিট্রেশন রুজ ছিল না। চুক্তি সই করতে

গিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে শেখ হাসিনা ও আই কে গুজরালের উপস্থিতিতে তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব কথাটি তুলেছিলেন। ওই রুজ দুটি না থাকার কারণে ‘বিস্মিত’ মি. গুজরাল এ জন্য তাঁদের আমলাদের দুধেছিলেন বটে কিন্তু তিনটি ‘যদি’সংবলিত গঙ্গা চুক্তির সেই খসড়াই সই হয়ে গেছে।

এখন আরও মনে হচ্ছে বাংলাদেশকে গুনে গুনে ৫৪টি অভিন্ন নদী নিয়ে শেষতক ৫৪টি পৃথক চুক্তিতে যেতে হবে!ভারতের এই মনোভাব পুনর্বার প্রকাশিত হওয়ায় দুই দেশের সম্পর্কের রূপান্তরকরণ, যেটা দাবি করা হয়েছে, সেটা রূপায়ণের কাজ বাকি থাকতেই বাধ্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় ৮ এপ্রিল যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন প্রভাস কে দত্ত। তাঁর মতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকি একটা পয়েন্ট আছে। সেটা হলো তিস্তায় পানি নেই। তারপর বাংলাদেশ তিস্তার পানিপ্রবাহের আধাআধি (৫০: ৫০) ভাগ চাইছে। সেখানেই মমতার আপত্তি। এটা নাকি প্রিন্সিপাল অব ন্যাচারাল জাস্টিসের পরিপন্থী। মি. দত্ত একটা নতুন ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, তিস্তা চুক্তি হলে ভারতকে উজানে নতুন আটটি বাঁধ তৈরি করতে হবে। সুতরাং যেনতেনভাবে একটা তিস্তা চুক্তি পেলেই সমস্যা মিটেছে না। এরশাদ আমলে তিস্তা চুক্তি করেও কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হওয়ার নজির আছে। আমরা আশঙ্কা করি জোরাজুরির মুখে একটা জোড়াতালির চুক্তি আমাদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করবে না।

শুনেছি, মনমোহন আমলে জেআরসি বৈঠকে তিনটি সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত হয়েছিল। তিস্তার ইতিহাসে যা কখনো ঘটেনি। প্রথমত উজানে পানি প্রত্যাহার চলবে না, এটা সীমিত থাকবে। দ্বিতীয়ত, নদীকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি থাকবে। তৃতীয়ত অবশিষ্ট পানি বণ্টন করা হবে। অবশ্য এটা দুর্ভাগ্যের যে উজানে পানি প্রত্যাহারের কোনো তথ্য ভারত আগেও দিত না, এখনো দেয় না। তাই অভিন্ন নদীর পানিবণ্টনের ন্যায্য সমাধান (চুক্তি আপনাপানি সেই গ্যারান্টি দেবে না) চাইলে একটা আন্তর্জাতিক সালিসি ব্যবস্থায় যাওয়ার জন্য নীরবে প্রস্তুতি শুরু করাটাই একটা উত্তম বিকল্প হতে পারে।

আমরা অবশ্যই বিশ্বাস হারাতে চাই না। ধরে নেব ভারত রাষ্ট্র হিসেবে আন্তরিকভাবে পানি সমস্যার সমাধান চায়। কিন্তু তারা কোনো কারণে আটকে গেছে। তাই সালিসি ব্যবস্থায় গেলে আমরা সব পক্ষই জয়ী হতে পারি। আমরা ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব উঁচুতেই রাখতে আগ্রহী।

মিজানুর রহমান খান: সাংবাদিক

বাংলাদেশে অটিজম

বৈষম্য দূরীকরণে চাই নতুন উদ্যোগ

সায়মা ওয়াজেদ হোসেন

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে অটিজমের বিষয়ে সচেতনতা ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে, এ জন্য রাজনৈতিক সমর্থন ও জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমকে ধন্যবাদ। তহবিল ও সম্পদের অভাবে যাদের প্রয়োজন তাদের পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত তথ্যপ্রমাণভিত্তিক সেবা দেওয়া এখনো সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমাদের অগ্রগতির যে হার তাতে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। অটিজম সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং যেসব পরিবার অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে, তাদের আমরা বোঝাতে পেরেছি, এটাই আমাদের সাফল্য। এ জন্য ওই সব পরিবারকে উৎসর্গ এবং ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। এই পরিবারগুলোর জন্য আমাদের কাজ শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকে, অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য প্রণীত সমন্বিত নীতি বাবায়নের মধ্য দিয়ে। তখন জাতীয় ফোরাম ও প্রতিবন্ধীদের সংগঠনও গঠিত হয়।

আজ ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। ২০০৮ সাল থেকে এটি বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তির অংশগ্রহণ করেন। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানে অংশ

নেওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ সময় তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পান। এ সময় তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে নিজেদের উদ্বেগের কথা বলেন। জনগণের মধ্যে অটিজমের বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা এসেছে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে ২০১১ সালের ২৫ জুলাই ঢাকায় আয়োজিত অটিজমের ওপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। ওই সম্মেলনে সোনিয়া গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন দেশের ফার্স্ট লেডি ও মন্ত্রীরা যোগ দেন। তাঁদের উপস্থিতিতে আমাদের সম্মেলন অনন্য হয়ে ওঠে।

এই সম্মেলন অটিজমে আক্রান্ত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সামাজিক মনোভাবে অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসে। তারপর থেকে পত্রপত্রিকাগুলো অটিস্টিক, প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিদের নিয়ে তাদের মা-বাবা ও বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন লেখা নিয়মিতভাবে ছাপানো শুরু করে, যেগুলো তারা আগে ছাপত না। টক শোশুলোতেও অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অটিজম শব্দটি, যা আমাদের বাংলা ভাষায় আগে ছিল না, এখন ঘরে ঘরে একটি পরিচিত শব্দ। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে অটিজম প্রতিবন্ধ্যাত্বের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ওই সম্মেলনের পর অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বাবা-মা ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে চারটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এ ছাড়া আমি বেশ কয়েকটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়ে অটিজমের সংজ্ঞা দিয়েছি। এ ব্যাপারে বৈষম্য ও লজ্জা নিরসনে আমার নিজের কথা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করেছি। টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী বাবা-মায়েরদের একটি ফোরাম গঠন করা হয়।

এরপর ২০১৩ সালে আটজন মন্ত্রীসহ শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে অটিজম-বিষয়ক জাতীয় স্ট্রিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই নানামুখী উদ্যোগের মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সহায়ক শিক্ষাগত কর্মসূচি, কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ও সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিতে যে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, সেটা তুলে ধরা হয়। এসব উদ্যোগ অংশীজন ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি পৌঁছে দেয় যে, অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সমস্যা খুব সহজে সমাধান করা যায় না। শুধু চিকিৎসাসেবায় পরিবর্তন এনে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ভালো করা যায় না। এ জন্য পরিবারের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বহুমুখী টেকসই ও সহায়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

গত চার বছরে অটিজম-বিষয়ক জাতীয় স্ট্রিয়ারিং কমিটি সরকারের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। এ জন্য একাধিক মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে। এতগুলো মন্ত্রণালয় জড়িত হওয়ার ফলে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

অটিজম শনাক্তের হার বেড়ে যাওয়া, চিকিৎসার চাহিদা তৈরি এবং এ জন্য নতুন নতুন পস্থা উদ্ভাবন হওয়ায় বিশ্বব্যাপী অটিজম নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে। তবে নতুন অনেক পন্থার কথা এখনো প্রকাশিত হয়নি। এ ছাড়া উচ্চমূল্য এবং কপিরাইট আইনের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক কর্মসূচির কথা জানা যায় না। তার ওপর বিদ্যমান অবকাঠামোর সঙ্গে আশু ও অন্তর্বিভাগীয় যোগাযোগ গড়ে তোলাটা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। কাজেই আমাদের এমন একটি পদ্ধতি দরকার, যার

মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জ ও সফলতার গল্প সরকার এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো জানতে পারে, যাতে তারা আরও কার্যকর ও টেকসই কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে। এটা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। অটিজম ও অন্যান্য স্নায়ুজনিত রোগের জটিলতা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে চিকিৎসার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ব্যক্তিগত দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আর্থসামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রচণ্ড মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক সমস্যাগুলো সমাধান করা এখন চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

চলতি এপ্রিল মাসে সূচনা ফাউন্ডেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল অফিস যৌথভাবে অটিজমবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রাব বাবায়নের পথ সুগম করতে ভূটানে একটি সম্মেলনের আয়োজন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভূটানের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য এ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক, উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠেয় তিন দিনের এ সম্মেলন অংশ নেবে।

সম্মেলনে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত, তাদের চিকিৎসাপদ্ধতি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি একটি সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে, যে পরিকল্পনা বিশ্বের সব দেশ অনুসরণ করতে পারবে।

সায়মা ওয়াজেদ হোসেন: স্কুল সাইকোলজি বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারসের চেয়ারপারসন। ইংরেজি থেকে অনূদিত:

Weekly Desh

- Britain's largest circulation Bengali newspaper
- Out every Friday • Free • 50p where sold



Page 34

Aung San Suu Kyi denies ethnic cleansing of Rohingya



Page 37

MoneyGram Launch the ICC Champions Trophy 2017 Campaign

Aspiring artist and business student Syed Jamanoor Islam, 20, stabbed to death in Mile End



This is the first picture of an aspiring artist and business student who was stabbed to death yards from his home in East London.

Syed Jamanoor Islam, 20, died after being set upon by a group of men in Wager Street, near Mile End, at around 5.30pm on Tuesday.

He was with two friends who got into an argument with another group before he was attacked.

Mr Islam's family think he was in 'the wrong place at the wrong time' and while his friends fled, he was beaten with a baseball bat and then stabbed in the side.

Mr Islam was killed in the close-nit Wager Street estate which remained under lockdown this morning as detectives scoured the car park for clues.

A blood stain remained on the tarmac as police investigated today.

Family members and neighbours ran out to help the young man as he lay in the road, witnesses said.

One witness told the Standard people were desperately trying to give the victim mouth-to-mouth in a bid to save his life before emergency services arrived on the scene.

He said: "Many people were trying to help, shouting and crying."

Another neighbour said: "All we heard was a lot of screaming and then a car sped off with tyres screeching."

Footage published on social media showed a group of residents and distressed family members desperately trying to help the stricken man as he lay on the ground beside a car.

Mr Islam's death comes after 19-year-old Abdullahi Tarabi was stabbed to death in Northolt an hour earlier at 3.30pm on Tuesday.

Another young man was killed in Plumstead on Monday afternoon.

A Met Police spokesman said: "Police were called at 16:46hrs on Tuesday, 11 April to Wager Street, E3, to reports of a stabbing."

"Officers and the London Ambulance Service attended and found a 20-year-old man suffering from stab wounds."

"He was taken to an east London hospital where he was pronounced dead just after 17:30hrs."

Detective chief inspector Tony Lynes said: "We are keen to speak to anyone who was in the area at that time and might have seen what happened or who has any information about the circumstances."



Council failing to meet 'basic social work standards', finds Ofsted

Poor practice from senior management down led to "widespread and serious" failings in Tower Hamlets council's children's services, Ofsted has found.

Inspectors rated the council's services as 'inadequate' after finding leaders, including the chief executive, directors of children's services and elected members, were "unaware" that children were being left in harmful situations. Action was only taken after issues were flagged up by inspectors, Ofsted's report said.

"Senior leaders have not been effective in challenging the entrenched culture of non-compliance with basic social work standards," the report said.

"The local authority as a whole has failed to ensure professional accountability and, as a result, too many children have remained in neglectful and abusive situations for too long."

Inspectors found that performance management systems were in place but were unreliable as social workers and managers did not update electronic records and produced assessments and plans of poor quality. Problems had been exacerbated by staff turnover, which in the assessment and intervention team had reached 30% in 2016.

'Significant decline'

Tower Hamlets' last Ofsted inspection of safeguarding and looked after children's services, in July 2012, judged services to be good with some outstanding features. Political and managerial change in the borough had contributed to a "significant decline" since, inspectors found. After mayor Luftur Rahman was removed from office in 2015 following corruption charges, Tower Hamlets was placed in the hands of government-appointed commissioners, with full powers only being restored to the council in March this year.

Thresholds for intervention were found to be applied inconsistently "at all levels" and weaknesses in case recording made it "impossible" to understand how critical decisions about children's lives had been made.

More than 25 cases were identified



at inspection in which the needs of children in need of help and protection had not been recognised or properly assessed. As well as poor documentation, the Ofsted report noted that child protection conference chairs lacked oversight and did not always challenge situations when necessary.

A culture of "drift and delay" left children waiting to receive the help they needed, meaning family relationships declined and in some cases put young people at risk of being drawn into gang activity, a significant issue in the borough, inspectors found.

'Lack of understanding'

A further area of concern picked up on by Ofsted was around private fostering arrangements, where they identified a "lack of understanding". Inspectors highlighted failures to consider whether children had been trafficked, or abandoned by their parents. In most cases basic

safeguarding checks had not been carried out.

Tower Hamlets' local safeguarding children board (LSCB) was also rated as inadequate, on the basis that it was not fulfilling its statutory functions because of a lack of oversight of frontline practice. However, inspectors noted that, following an independent review commissioned in 2016, a new chair had been appointed and was "effectively refocusing the board's priorities by increased scrutiny".

Another qualified positive picked up during the inspection was around multi-agency working. While too many children living in violent families were still receiving insufficient support, inspectors found that MARAC meetings were well attended with "timely reporting on actions". Ofsted inspectors also singled out for praise social workers' "creative and sensitive work" to protect children from violent extremism.

Tower Hamlets' services for looked-

after children were judged 'requires improvement'. While inspectors found room for greater consistency, they noted that most children live within 20 miles of home in stable placements that meet their cultural, ethnic and religious needs. "The fostering service is actively recruiting new carers, and it supports carers well," the Ofsted report said. "Care proceedings are effective for most children in progressing plans for permanence."

'Immediate action required'

Ofsted said Tower Hamlets should take immediate action so that "work with children and families is compliant with basic practice standards, and that poor practice is challenged across all service areas."

The watchdog stated that steps must be taken by the borough to ensure thresholds are applied consistently, children in need of statutory assistance receive it, and assessments and plans are completed to a better standard. Implementing a workforce strategy to improve stability and meet training needs was also highlighted as a priority.

Ofsted noted that leaders at Tower Hamlets council had accepted the inspection findings in full and were "determined" to improve outcomes for children.

"Senior politicians and local authority leaders gave assurances that immediate action will be taken to protect children," inspectors said.

Will Tuckley, Tower Hamlets' chief executive, said the authority would be "making it an absolute priority to improve the service, working alongside Ofsted".

He said: "As time has gone on, we have found more and more problems with the service and, while we have made improvements, they have been not been fast or comprehensive enough."

"The Ofsted report has demonstrated the full scale of work that is needed. We are creating an improvement plan with Ofsted that will meet, and in many cases exceed, their recommendations. It will complement our existing work to improve the service."

News

For people like me and Saffiyah Khan, our very presence is a protest – that's what Pepsi failed to understand

A photograph of Saffiyah Khan staring – or rather smiling – down an English Defence League protester in Birmingham city centre went viral this week. This seemingly small moment has been hailed as an important symbol of defiance in a world which feels increasingly fuelled by hate.

Many have praised Khan's decorum, admiring how she managed to remain composed in the face of xenophobia. Her condescending smile is in stark contrast to the face of the EDL protester she's facing, whose features appear contorted into a grimace of rage, his eyes narrowed. The world seemed to marvel that Khan might be the calmer of the two, when it was she who should have felt the most threatened.

What Khan showed us in her stance was that for her, existence was a protest. In simply standing and smiling she was undermining the authority of those who wished her to cower, to recede, and to leave her city and home. This is particularly significant just a few days



after the release of the now infamous protest-oriented Pepsi ad, which was pulled after being accused of undermining and trivialising the act of protest. In it, Kendall Jenner – a rich white celebrity – handed a policeman a can of Pepsi as a peace offering, while an assortment of young

people held generic "Peace" and "Join The Conversation" signs in the background. You couldn't have presented a more sanitised idea of protest if you tried.

By comparison, the picture of Khan – a depiction of authentic insubordination, genuine motivation, and bravery in the face

of a very real threat – seemed to get to the heart of the issue.

It was an important reminder that while people can and should fight for causes that are not their own, their protest ends when they put down the sign and stop shouting the motto.

But, for people who are the subject of prejudice, their protest continues. For some people, simply walking down the street is a challenging act. Khan's expression told the story of a woman who was used to her very presence being provocative.

I saw this photo for the first time last night, and it couldn't have come at a better time. On my way home that evening, I had been aggressively shouted at by a stranger: "Do you have a passport?"

Just to clarify: I wasn't about to board a flight; I was at a tube station. This was not a genuine enquiry, but rather the product of someone's anger at my being in London, in England, on what they saw as their turf.

I was surprised, not only because this had never happened to me before, but also

because I wasn't doing anything. I wasn't vocally challenging the status quo, or marching against white supremacy; I was just standing and waiting. I have encountered racial abuse online before, mainly for writing things people didn't like, but this was a first for me. It was a reminder that my race wasn't something I could take off, like a political T-shirt.

When I got home from this unsettling encounter, more shaken than I wanted to admit to myself, I saw the picture of Saffiyah Khan. It reminded me of the reality of the perpetual protest.

People must, of course, rally for the left, and vocally counter the far right. We should all shout and storm in much-needed forms of organised protest. Not all insurgence should be done with a smile.

But for the people who are the targets of prejudice there is a vital, and non-optional, passive counterpart to active rebellion. For these people, the unavoidable acts of simply carrying on and being themselves are a form of protest in societies that find their presence challenging.

Aung San Suu Kyi denies ethnic cleansing of Rohingya

Myanmar leader Aung San Suu Kyi has denied security forces carried out ethnic cleansing of the country's Rohingya Muslims, despite the UN and human rights groups saying a crackdown by the army may amount to crimes against humanity.

Tens of thousands of people have fled Myanmar's Rakhine state since the military began a security operation last October in response to what it says was an attack by Rohingya armed men on border posts, in which nine police officers were killed.

A UN report in February said the army's campaign targeting the Rohingya involved mass killings, gang rapes and the burning down of villages, likely amounting to crimes against humanity and ethnic cleansing.

In neighbouring Bangladesh, where more than 75,000 Rohingya have fled to escape the crackdown, people have recounted grisly accounts of horrendous army abuse, including soldiers allegedly executing an eight-month-old baby while his mother was gang-raped by five security officers.

"What kind of hatred could make a man stab a baby crying out for his mother's milk," UN rights chief Zeid Raad al-Husseini said in a statement at the time. "What kind of 'clearance operation' is this? What national security goals could possibly be served by this?"

"Too strong an expression"

Aung San Suu Kyi, a Nobel Laureate whose international star as a rights defender is waning over the treatment of the Rohingya, has not condemned the crackdown, and has not spoken out in defence



of the persecuted minority.

Instead, she has called for space to handle the issue in a country where the more than one million Rohingya are not recognised as an ethnic minority and widely vilified as "illegal" immigrants from Bangladesh – even though many have lived in Buddhist-majority Myanmar for generations.

In a rare interview with the BBC televised on Wednesday, Aung San Suu Kyi said ethnic cleansing was "too strong" a term to describe the situation in Rakhine.

"I don't think there is ethnic cleansing going on," she said.

"I think ethnic cleansing is too strong an expression to use for what is happening."

Aung San Suu Kyi also told the BBC there was "a lot of hostility" in Rakhine.

"It is Muslims killing Muslims, as well, if they think

they are collaborating with authorities.

"It is not just a matter of ethnic cleansing. It is a matter of people on different sides of a divide, and this divide we are trying to close up. As best as possible and not to widen it further," she said.

Myanmar has launched its own probe into possible crimes in Rakhine and appointed former UN chief Kofi Annan to head a commission tasked with healing long-simmering divisions between Buddhists and Muslims.

Last month, the UN rights council agreed to send a fact-finding mission to examine the allegations of torture, murder and rape committed by troops.

Aung San Suu Kyi said the army was "not free to rape, pillage and torture".

"They are free to go in and fight. And of course, that is in the constitution ... Military matters are to be left to the army," she said, adding that she aimed to amend the constitution which allows the military total control of defence.

In the interview, Aung San Suu Kyi also tried to reassure those who fled that "if they come back they will be safe".

Her National League for Democracy (NLD) faced the ballot box on Saturday in by-elections across the country, winning a string of seats but losing out in ethnic minority areas including Rakhine.

The NLD came to power in a historic 2015 election which ended half a century of brutal military rule, but there has been disillusionment with the administration as it struggles to push through reforms and ease unrest.

'Leader shortage' means 51,000 children wait to join Scouts



There are 51,000 children on a waiting list to become Scouts, Beavers, Cubs or Explorers, according to the organisation behind the movement.

The Scout Association, which is open to girls and boys between six and 18, blamed a shortage of volunteer leaders. It said record numbers of adults were members but that volunteers had limited amounts of time.

Chief Scout Bear Grylls said it was a "challenge" to recruit more people.

"We've got 51,000 young people wanting to join and benefit from what scouting offers," he said.

"Volunteering changes us all for the better. Please join me."

There are 457,000 Scouts, including Beavers (aged six to eight), Cubs (eight to 10), Scouts (10 to 14) and Explorers (14 to 18).

Although 154,000 adults currently volunteer, which the Scouts said was an all-time high, people are

committing less time than before.

About 17,000 more volunteers are needed, the Scout Association said. Leaders are at their scarcest in Surrey, Devon and Merseyside.

Hannah Kentish, 24, from Greenwich, in south-east London, has been a volunteer with the scouts for six years at a Cub pack in Erith and a Scout group in Welling.

"When I joined the Scouts, my confidence grew massively. I was selective mute and not comfortable in groups of people my own age. But my confidence grew and I wanted to give that confidence to others who were also shy."

"I've always found volunteering flexible. I began at 18 doing a couple of hours every Monday after school. While at university, I only really helped during the holidays, and would go to camps. Afterwards while I was finding my feet in a new job, I volunteered about once a month."

Muslim student who has dedicated life to fighting religious extremism is banned from returning to US

For Zia Shah, being awarded a Fulbright scholarship to study at the University of Chicago was a dream come true. But having given up his job educating Pakistani schoolchildren about religious tolerance, and after just one term of studies in the US, that dream was snatched away.

Zia was enrolled at Chicago at the start of this academic year, and returned home to visit his proud parents during the winter holidays. On 4 January, he made his way to the airport in his home town of Karachi, only to find he'd been prohibited from flying back to the United States to continue his course.

Airport staff said they had received a "confidential email" from the US which blocked him from returning to continue his religious studies degree – which was being sponsored by the American government.

"At that moment I was in disbelief," Shah tells The Independent. "I thought all my efforts had gone to waste, and everything was falling apart. This couldn't be real."

Shah is not the type of person you expect to see on a watch list: a 25-year-old student with ambitions of teaching children about the peacefulness of divinity.

In 2014 he was given funding from the United States Agency for International Development (Usaid) to set up Ravvish, a social enterprise that runs workshops for young students on different faiths and beliefs.

"I found my own understanding of other religions and cultures became more tolerant when I actually spoke to other people," he says.

"Our work is aimed at enabling human connections so negative stereotypes can be addressed and peace can prevail between Pakistan and other countries – like our neighbours India."

A Muslim himself, Shah was compelled to establish Ravvish to combat the faith-driven turmoil that continues to engulf his country.

From historic tensions with India, to the threats of the radical Taliban, and widespread attacks on Shia Muslims – which saw his own uncle shot and killed in 2010 – Shah saw that something needed to be done. And so he set out to tackle the problem at a grass-roots level.

"We started going into schools, and rolling out our curriculum. Part of that was connecting students with people from India, China, Japan, US, Germany



and others," he says.

"I think this personal connection is important for people to understand that it's okay for your personal beliefs to be different."

To defy an ongoing "extremist mindset" that Shah says is encouraged in certain faith schools, he seeks to combat – through education – the very people and the ideals that inspire terrorism.

In just over two years, his organisation has taught more than 1,000 children, holding workshops across the country.

Ravvish has also attracted international attention, with the World Bank overseeing the curriculum, and a student from University College London (UCL) visiting to monitor the progress of his efforts.

According to the UCL student's research, children were found to be more empathic and willing to interact with people from other religions once they had completed one of these sessions.

"We found that students were able to talk about their religion more openly without feeling that they would be attacked or harassed," Shah says.

"It was an amazing feeling, to have an idea you've always wanted to do and suddenly people were helping you out and making some impact. It's the best thing I've ever done."

In order to develop his organisation further – now 30-people strong and building their own international partnerships – in 2015 Shah applied for a scholarship with the US-funded Fulbright programme.

He was then accepted to study at the University of Chicago on an Islamic Studies course, which he says was a huge step, but also one off the beaten track for a Pakistani.

"All the people I looked up to were now my tutors," he says. "It was like a dream come true. And I did everything against the mainstream. You just don't see Pakistani students studying at a divinity school."

This unexpected travel block was a shock not just to local friends and family. Teachers and fellow students in Chicago said they felt it was unnecessary. Some have already set up a social media campaign, using the hashtag #JusticeForZia.

"Zia is a gem," says Yousef Casewit, a lecturer who taught Zia in his first semester. "I was looking forward to his participation in my classes this quarter."

"He developed educational curricula to promote religious peace. The irony of being denied entry into the USA is flabbergasting."

Though Shah was horrified to be turned away from the airport check-in desk on his return, he was also stopped at US customs when travelling back to Pakistan at the very beginning of the same holiday.

"I'd only imagined this happened in the movies," he says. "We've all heard stories of people being detained for no reason."

He says he had a hunch that something didn't seem right, despite the officers being friendly and inquisitive in their approach, and claiming they were "only doing cultural outreach".

After three months, Shah still has had no explanation as to why he's been forbidden from returning to complete his course in Chicago.

Numerous trips to the US embassy in Karachi have proved unsuccessful. Staff here gave him hope of a swift answer, but even after handing over his passport and reapplying for the same visa, there has been no breakthrough.

Despite the notoriety of an immigration

ban sought by the Trump administration – the proposals for which have included seven Muslim-majority countries – this all occurred during Obama's time in office.

If there is one positive thing to come out of this situation, Shah wishes that US border and customs would "do their research" before choosing who to block.

"Everyone wants their country to be safe, and everyone has the right to ensure the safety of their citizens," he says.

"But I feel like they need to be more informed about people they're stopping. I just feel like they don't know me at all. If they had known me a little, they probably wouldn't have stopped me."

Shah says he is urging his Pakistani friends in the US not to think about returning home now until they've finished their degree, out of fear they may face similar complications.

Despite the lack of cooperation from the US government, both the University of Chicago and the Fulbright programme have done what they can to keep options open. If his visa is suddenly approved, Shah still has the option of returning to his studies in September.

Representatives from the university have also written to US authorities in Pakistan in an attempt to get a definitive answer on his status.

"I just feel nobody is looking into the case," he says. "This is my career. My whole life is on the line, and it's just a random document that nobody has taken notice of."

Shah says he now feels both aimless and powerless, as he waits in limbo. When he moved to the US, he left Ravvish in the hands of fellow volunteers in Lahore, across the other side of the country.

Without the funds to return to running the organisation, he is staying with family in Karachi indefinitely. In the meantime, he's helping out with another project that involves working in schools for children who can't afford education.

"The most irritating thing for me is that I'd put so much effort into setting out such an unprecedented career path."

"Now I'm questioning myself, you know? Maybe it was better for me to have taken a proper job, and be like every other person. It really hurt my self-esteem."

"I keep waking up and I would just hope I was waking up in Chicago instead of Karachi, and someone would be like 'oh sorry, that was just a bad dream'. But it's not going away."

Almost 800 straight-A British students are being denied a place at medical school

Almost 800 straight-A British students are being denied a place at medical school despite a 'crippling' national shortage of medics that has forced the NHS to recruit 6,000 foreign doctors. Last year 770 students with excellent grades were rejected by medical schools.

As a result some of the brightest British students are having to train abroad.

Thousands of foreign doctors hired despite being more likely to be struck off for blunders.

Hundreds of straight-A British students are being denied the chance to train as doctors in the UK despite a 'crippling' national shortage of medics in the NHS.

Top-performing teenagers are being shunned by leading universities while the NHS continues to recruit thousands of foreign doctors to plug a staffing crisis.

Official figures reveal that 770 students with three grade As or higher at A-level were rejected by medical schools last year due to a controversial Government quota system.

The Government says it takes £230,000 to fully train each doctor in the UK because of the higher costs of delivering medical education, and critics claim the number of places available at universities is capped to save taxpayers' money.

That means one in five of straight-A students failed in their application to study at a British medical school last year, according to university applications body UCAS.

As a result, some of the brightest British students are having to train abroad after failing to get into UK universities.

Yet almost 6,000 foreign doctors were hired in the UK last year, despite the fact overseas staff are four times more likely to be struck off for blunders than British counterparts.

A House of Lords NHS Sustainability committee last week warned in a highly-critical report that the NHS was 'too reliant' on foreign staff. Committee chair Lord Patel said: 'It is a farcical situation where the best A-level students are being told they cannot train as doctors in the UK when we are facing a major crisis in the NHS. We are not training enough doctors and the ones we are leaving the NHS in their droves.'

One in five of straight-A students failed in their application to study at a British medical school last year.

'We cannot go on like this. We need to own our ability to train doctors. This is the biggest problem facing the NHS.'

Experts say the Government's pledge to boost the number of UK-trained doctors by 1,500 will be insufficient to tackle the manpower crisis.

Harrison Carter, of the British Medical Association, said: 'The Government has failed to train enough doctors to meet growing patient demand, leaving the NHS facing crippling staff shortages. It takes at least ten years to train a doctor, but with the NHS at breaking point and patients waiting too long, we need more doctors now.'

MPs have warned there is a shortage of 3,000 doctors on A&E wards, while other experts have said four-week waiting lists to see a GP will soon become the norm.

Thandeka Xhakaza, from Bath, told yesterday how she had to move to Bulgaria to study to be a doctor after being rejected by four British universities last year, despite achieving three A-level As in biology, chemistry and physics. Miss Xhakaza, who aspires to be a brain surgeon, said: 'It is absurd. There are 300 other British students at my university in Trakia and a further 1,000 more in the capital Sofia.'

UK universities were allowed to recruit just 6,071 medicine students last year, even though the General Medical Council (GMC) registers 13,000 doctors each year.

To train as a doctor in the UK, students need to pass a medical degree that takes five years. This is followed by a two-year foundation course, and then three years' GP training, or five to eight years in other speciality areas.

The GMC says 30,778 doctors currently come from the EU and other countries in the European Economic Area, while 72,402 were trained elsewhere outside the UK. One in three doctors in Britain comes from abroad, but last year foreign-trained medics made up 72 per cent of those struck off.

Feature

THE NEIGHBOURHOOD PRINCIPLE AND INDIA-BANGLADESH RELATIONS



BARRISTER MUHAMMAD NAWSHAD ZAMIR

PART 01

"The rule that you are to love your neighbour becomes in law, you must not injure your neighbour; and the lawyer's question, Who is my neighbour? receives a restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. Who, then, in law, is my neighbour? The answer seems to be – persons who are so closely and directly affected by my act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question." – This quote of Lord Atkin is known to all common-law students of first year. How about applying this neighbourhood principle to countries on the basis of sovereign equality enunciated under the UN Charter? For example, the case of Bangladesh and India. India and Bangladesh share a 4,096-km border. Five Indian states - West Bengal (2,217 km), Assam (262 km), Meghalaya (443 km), Tripura (856 km) and Mizoram (318 km) - have a border with Bangladesh. Hence, simplistic application of Lord Atkin's neighborhood principle may not be possible. One will have to consider the challenges in the region, often caused by the colonial legacy, in the context of changes in domestic politics in the two countries, and in the context of a rapidly-shifting global diplomatic background.

Bangladesh and India now find themselves at a crossroads in their relationship – one of many in the past decades but, given the various domestic challenges in both countries and, above all, the highly changeable nature of current global politics, one of the most important. No-one could be more committed to mutually respectful and beneficial relationship with Bangladesh's large neighbour than BNP leader Begum Khaleda Zia, who has repeatedly called for differences to be worked through and solutions to problems found which benefit both populations. At the same time, it is the BNP's duty as an alternative government or the main opposition political party to point out injustice and ensuring that our neighbour is fair when it comes to resource sharing and security, and respectful to the principle of sovereign equality when it comes to the integrity of Bangladeshi domestic politics.

What Bangladesh expects from its neighbour are basic human securities – water, freedom from indiscriminate state violence against those living in border regions, and the ability to trade in a mutually benefiting manner. When President Ziaur Rahman laid the foundation of SAARC, he demonstrated a vision of possible economic and political union that would be successful in elevating its people from poverty. In opposition, the BNP have, and continue to, insist on a fair deal for the Bangladeshi people.

Water-sharing

Bangladesh, with 230 interweave rivers, lies within the flood plains of three most significant intercontinental rivers – The Ganges, the Brahmaputra, and the Meghna (GBM) all of which run throughout the country and drains into the Bay of Bengal. Bangladesh lies in the lowest riparian of the region, a unique location for 57 trans-boundary Rivers among which 54 are common with India. As estimated, agriculture on dry season provides half of the GDP of Bangladesh. So, the interference with flow-regime of the rivers can be catastrophic. India's plan of inter-basins huge water transfer has become a key controversial issue to debate in the global area. Diversion of water in the GBM basins, as claimed by the researchers and environmentalists, would cause an ecological upheaval in Bangladesh and would affect the livelihood of 240 million people in the region.

The GBM basin encompasses approximately 1.7 million sq km, including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, and Tibetan China. The average runoff is around 1200 cu. The region lays 64% in India, 18% in China, 9% in Nepal, 3% in Bhutan and only 6% in Bangladesh. Although India holds much of the power of the river basin, the three major rivers fall into Bay of Bengal through a single passage, known as Meghna Estuary. It is the easternmost sector of the Ganges delta and the catchment area is 1,520,000 sq km.

Presently India aims to connect all major Rivers by interlinking canal systems and many Barrages and dams. The implementation would lead to whole diversion of 173 cubic metres of water, therefore no flow for Bangladesh. As found in the reports 30 upstream constructions for diverting water is on process. Farakka Barrage is the major one so far which is built for diverting the water of Ganges River. The transferring of water through Bhagirathi River with a twenty-six mile long feeder canal has endangered the natural flow of Ganges River in Bangladesh territory.

The Ganges Water dispute

As soon as the British India was divided in 1947, the struggle started as Bangladesh (the then East Pakistan) was in the lowest riparian in the GBM system. In order to improve the navigability of Calcutta port Farakka Barrage was built in 1951 to redirect 40,000 cause of water from Ganges into Hoogly-Baghirathi River to flush silt and keep Calcutta harbor operational during the dry season, which consequently started the conflict. On October 29, 1951, Pakistan first officially objected regarding the building of Farakka Barrage. Indian government responded on March 8, 1952 that the project was only under preliminary investigation, and that the concern was "hypothetical". The following years several meetings took place and in 1960 an expert level meeting was held between India and Pakistan which brought no success. In 1968, with no course of action Bangladesh (then the East Pakistan) took the matter before the United Nations General Assembly. India finished the construction in 1970. Till 1976 the discussions in the United Nations and other international fora at the instance of Bangladesh continued. On 18th April 1977, a successful signing of Ganges Water Agreement took place. The issues covered in the Agreement were: 1. sharing the water of the Ganges River at Farakka, and, 2. finding a long-term resolution for increase of the dry season flows of the Ganges. The issues covered by the agreement however failed to pass any resolution over the five years period. The five-year treaty ended in 1982 and two additional short term agreements were concluded on water sharing till 1988 and after that India began the one-sided diversion at will.

On 12th December 1996, the recent treaty was signed regarding the sharing of Ganges water in dry season (1st of January to 31st of May). The treaty is valid for 30 years. Unlike the previous treaties, it was severely criticized over its unclear dispute resolution mechanisms and does not include any arrangement for long-term solution of the dry season water scarcity. So, soon after the agreement was established, Bangladesh requested a review of the watershed status and found out the water flow dropped below the minimum agreement level.

The Teesta river issue

Less well-known in international terms, but another crucial point of conflict and potential agreement in Indian-Bangladeshi relations, are the waters of the Teesta river and the impact of the Teesta barrage. In 2014, after the barrage had resulted in an alarming decline in the water available for the Boro crops of the region, the BNP organised a "long march" to draw attention to what the BNP secretary general Mirza Fakhrul Islam Alamgir called a "life or death" issue. Far from engaging in political point-scoring, the march was intended to provide the Awami League government with more evidence to demonstrate the public pressure for a fair and humane solution to the problems caused by the water shortage. The waters of the Teesta are particularly crucial for Bangladeshi agriculture in the region during the so-called "lean" period from December to March. They are thus absolutely crucial for survival.

Teesta, an off shoot of the Bhrammaputra of the GBM above, is the most important river in northeast of Bangladesh and is the 4th largest river of the country. It originates in the Sikkim Valley of the Himalayan Range within India. Sikkim reportedly has built five dams, and is building 31 more on the upper region of the Teesta River, according to International Rivers Organization. The flow comes down to West Bengal where India has built a barrage at Gazaldoba from which 85% percent of water flow is reportedly diverted from Teesta River through a link-canal to the upper Mahananda River, which falls on in the Meichi River in Bihar that links the Fulhar River and reaches the Ganges River upstream of Farakka Barrage.

As described above, Teesta also falls under one of the Indian interlinking projects. The plan adversely affects about 21 million Bangladeshi people who live in the basin of river Teesta, while only 8 million live in the basin in West Bengal and half a million in Sikkim state. The population ratio is 70 for Bangladesh 30 for India. When Bangladesh needs water in the dry season, it does not get it, but when it does not need water during summer and monsoon it gets enough to the point of flooding, which destroys houses, roads and river banks and embankments. Initially, Dhaka reportedly proposed equal sharing of the water, keeping 20% for river flow of Teesta at Gazaldoba. This means the sharing would be out of 80% remaining water and Bangladesh would get 40% and India 40%. But India asked for 55%. In June 2011, it was reported that India and Bangladesh might have agreed to share at the ratio of 42.50% (India) and 37.50% (Bangladesh). Furthermore, India had proposed a 15-year agreement on water sharing of the Teesta River.

However, on the plea of internal politics etc. India has so far refrained from signing an agreement with Bangladesh. And if history is right, Bangladesh could not sign any water agreement, either with the Congress or the BJP-led governments in New Delhi. The 1977, Ganges Water Agreement (for 5 years) was concluded with the Janata government led by Morarji Desai and the 1996 Ganges Water

Treaty with the United Front coalition government led by Deve Gowda. However, whatever the Indian internal policy is, that should not affect Bangladesh. We should be moving in our own way to internationalize these issues unless there are quick resolves and the environment is not damaged to an irretrievable manner.

The impact on the Environment

The supply of water in the Bangladesh part of GBM basin has substantially decreased since 1975. The minimum discharge of water is now 135 cusecs where it used to be 1460 (1100% less) in the pre-division phrase. The essential flow for the purpose of agricultural activities and industrial activities is around 55,000- 66,000 cusecs and is also vital for sustainable navigability ecology and proper salinity intrusion.

In the past decade the level of surface water has dropped 4 meter lower than the wet season level and for the south-western region of Bangladesh the only source of fresh water is Garai, where the discharge dropped from 1500 cusecs to 10 cusecs. Additionally, in recent years insufficient water flow causing an increase in the soil porosity has been increased and as a result arsenic-pyrite air gets into the ground water. The Ground Water Task Force conducted a survey which reports that 7 out of 12 most arsenic contaminated regions are located in Ganges basins and 70% of tube-wells on the areas exceed the acceptable arsenic limits as a result 50 million people are under threat of severe water born disease.

The water flow has been decreased dramatically since 1975 and the rate of sediment has decreased radically. Instead of being flushed into the sea the sediments stay on the riverbeds causing astonishing river bank erosion. For example, the river course has been reallocated directly to 11km south near Faridpur.

Moreover, the long-time undesirable water diversion has caused a negative effect on the ecology, climate, navigation, species and economy. Research shows that the minimum wintertime climate has gone down from 8 to 4 degree Celsius in post-dam period where the summertime maximum temperature has risen in pre-dam period from 37 to 43 degree Celsius. The world's largest mangrove forest 'The Sunderbans', which is crisscrossed by number of Ganges born rivers, is largely affected. Various aquatic species are in threat because of saline intrusion. The national fish of Bangladesh namely, Hilsha is in extreme danger with other 109 kinds of fish as the production process is hugely barred by the low flow level. Even species like Turtles, snails, frogs, reptiles, dolphins (present population 1200-1500) etc. are about to vanish due to the upstream water withdrawal.

Large number of rivers have made a wonderful waterway of travel in Bangladesh. But due to the exceptional lack of Ganges water flow 391 km waterway has lost its navigability causing a negative effect in people's life. In addition, the fertility of the soil has rapidly resulting in a significant amount of economic loss. According to the figure published by the Bangladesh government the amount is US\$876 million and BUET (Bangladesh University of Engineering and Technology) estimated the loss to be about US\$ 625 million as compared to the pre-Farakka period. Environmentalists and scientists have also cautioned that the scarcity of water is enormously expected to transform the region into a sub-human ecosystem resulting permanent economical damage.

**MUHAMMAD NAWSHAD ZAMIR : LL.M.(HARVARD),
BARRISTER-AT-LAW (LINCOLN'S INN)
ADVOCATE, SUPREME COURT OF BANGLADESH.**

Continued ...

MoneyGram Launch the ICC Champions Trophy 2017 Campaign



LONDON (April 6, 2017) – MoneyGram, a global provider of innovative money transfer services and the official partner of the International Cricket Council (ICC), launched today a customer activation campaign to reach out to cricket fans across the United Kingdom. Cricket enthusiasts will get a chance to put their commentary skills to the test, as well as meet some of England's best known cricket stars like Michael Atherton and Owais Shah.

"Last year MoneyGram extended its sponsorship agreement with the ICC for an additional eight years. Our association with the ICC has certainly helped establish MoneyGram as a preferred brand for South Asians living in the UK," said Marc Matthews, MoneyGram's head of Northern Europe and MoneyGram Online. "As part of our activation this year, we are bringing our customers closer to the action by giving them the opportunity to try their hand at commenting in the MoneyGram commentary booth," said Matthews.

Michael Atherton, former England cricket captain, joined the launch event at MoneyGram's office in London saying, "I'm

honored to participate in today's event as I believe that cricket has the unique power to bring people closer across geographies. Even if you're far away from your family, being a

cricket fan can help you feel at home," said Atherton.

The ICC Champions Trophy 2017 campaign kicks off with the

'MoneyGram Commentary Challenge' providing the opportunity for cricket fans to put their commentary skills to the test and win match tickets. The MoneyGram commentary challenge will be at the following locations, before taking residence at both The Oval and Edgbaston venues during the ICC Champions Trophy:

- London (Exchange, Ilford) – April 22
- London (Intu, Uxbridge) – May 6
- Birmingham (Bullring) – May 13
- Leicester (Highcross) – May 14

Participants at Ilford and Birmingham will have a chance to meet Owais Shah, former England cricketer, who will provide hints and tips about commentary and Cricket. Fans can expect to bump into a number of surprise guests inside the Commentary booth once the ICC Champions Trophy Kicks off on 1st June.

The Commentary challenge will be running during the ICC Champions Trophy from June 1 to June 18 at matches at The Oval in London and Edgbaston in Birmingham.

Forbes listed billionaire and philanthropist Dr Binod Chaudhary launches his book in London

The inspirational journey of a man from humble beginnings to the Forbes billionaire list is a story which needs to be told. Detailing his life story and how he became Nepal's only billionaire, Dr Binod Chaudhary launched his biography in the UK with Standard Chartered Global Chairman and CEO Bill Winters CBE.

Beginning his entrepreneurial journey with a nightclub called Copper Floor in Kathmandu, today, at 61, he is Nepal's richest man and the only Forbes billionaire from the Himalayan nation, with a net worth of \$1.14 billion. His CG Corp have interests in FMCG, electronics, hotels and even a controlling stake in Nepal's Nabil Bank. But Dr Chaudhary's best known enterprise is his brand of instant noodles: Wai Wai, which saw him get the name of Noodle King.

His book Making it Big was launched in the UK at Marlborough House by Mr Winters along with a discussion surrounding Global innovation in investing in Nepal. Known for his philanthropy, he was a panel member at the PWC round table conference on meeting the humanitarian challenge and opening a deeper business contribution in South Asia.

Not many know that Dr Chaudhary was in Chile during the devastating earthquake in 2015 and it was that combined with the Nepal earthquake which prompted him to share his life story. "The first earthquake changed the perspective of my life and the second one changed my life itself and my priorities in life. After the Nepal earthquake, along with my team we worked at the grassroots level to uplift

the effected, and sometimes we don't even realise that a small gesture can transform the lives of so many people. Like the homes, we built, each one costs \$700 which is not a big deal, but six people live there and that's their life."

Through Making it Big he talks about the different facets of his life and how young entrepreneurs can learn from his journey of innovation and hard work. During the launch, he spoke about his plans in Europe. He said: "We have recently bought a plant in Belgrade, Serbia from where we will start manufacturing our iconic Wai Wai Noodles to Europe, and are looking forward to introducing it to the UK market."

On the entrepreneurial front through CG Corp, he will be partnering with an Indian and Singapore-based firm to fund start-ups who have innovative business ideas.

About the Book:

The inspiring success story of one of Asia's biggest businessmen, the man behind Wai Wai noodles, Binod Chaudhary is one of Asia's most prominent businessmen. President of the Chaudhary Group, which deals in banking, insurance, finance and housing, he has invested in hotels and real estate and collaborates among others with India's Taj Group. In 2013 he became the first Nepali entrepreneur to be listed as a dollar billionaire by Forbes. His passion for growing his business in the face of stiff challenges is legendary. This memoir, already a massive bestseller in Nepal, tells Binod Chaudhary's inspiring success story in his own words.

Human Relief Foundation announces Co-op partnership



THE WHITECHAPEL branch of the Human Relief Foundation has announced a charity partnership with the Co-operative, which will see 1% of the profits from the local store being awarded to aid the humanitarian efforts of the charity. A percentage of bag sales will also be donated as part of the community fund partnership.

A co-operative (co-op) is a business, which is owned by individual members and other co-ops, not big investors. Members get a chance to have a say how they're run. Every time a member shops at a Co-op store, 1% of what they spend on own brand products and services goes to the Co-op Local Community Fund.

The Fund is a way of giving back to the millions of members and their communities – providing funding to local causes that the members care about. —This money, along with money raised from carrier bag sales, is used to support local projects that benefit the community close to where you live. Co-op members have already earned over £4 million for over 4,000 local causes.

Cate Tuitt, Vice Chair of the London Co-op, commented: "I am delighted to have made a successful application to the Co-op Local Community Fund for the Human Relief Foundation to deliver food banks and soup kitchens in east London."

Khoyrul Shaheed, Human Relief Foundation fundraising manager, added: "We are delighted with the support from the Co-op and we share the values of ethical trading. I would like to request our community to become members and support this great cause. Through ethical shopping we can make a huge difference in the lives of those who need it the most. I would like to extend my thanks to the Co-op group team on behalf of HRF, as well as the local Tower Hamlets Co-op Party." Launched in 1991, Human Relief Foundation seeks to promote sustainable economic and social development by working with local communities through relief and developmental programmes, supporting them to build a better life and find their own solutions to global problems.

বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচনে নিরপেক্ষতা নিয়ে আশঙ্কা

সভাপতিত্বে ও বিয়ানীবাজার সরকারী কলেজের ছাত্রলীগের সাবেক নেতা জাবির আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের পছন্দের প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নেয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিয়ানীবাজারবাসী। বক্তারা বলেন, নুরুল ইসলাম নাহিদ স্থানীয় আওয়ামী লীগের পরীক্ষিত নেতাকর্মীদের তোয়াক্কা না করে যুক্তরাজ্য প্রবাসী একজন আউটসাইডারকে ধরে নিয়ে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছেন। অযোগ্য ওই ব্যক্তির নির্বাচিত হওয়া বিয়ানীবাজারবাসীর জন্য সুখকর হবে না বলে তারা মন্তব্য করেন। বক্তারা অভিযোগ করেন, মন্ত্রী হওয়ার সুবাধে প্রভাব খাটিয়ে শেখ হাসিনাকে ভুল বুঝিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ তাঁর নিজের গ্রামের এক বিতর্কিত ব্যক্তিকে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছেন। সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচন হলে বিয়ানীবাজারের পরীক্ষিত নেতা বর্তমান পৌর প্রশাসক শহীদ সন্তান মোহাম্মদ তফজ্জুল হোসেন নির্বাচিত হবেন। যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন।

মোহাম্মদ তফজ্জুল হোসেন বিয়ানীবাজার সদর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। এলাকায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিনিধি হিসেবে ইতোমধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। প্রবাসী অধ্যুষিত বিয়ানীবাজার উপজেলার মেয়র হিসেবে মোহাম্মদ তফজ্জুল হোসেনকেই দেখতে চান তারা। তফজ্জুল হোসেনের পক্ষে দেশের ন্যায় যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিয়ানীবাজার পৌরবাসীর মধ্যেও বেশ সাড়া পড়েছে। বক্তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় রাজাকারদের ইন্ধনে পাক বাহিনীর হাতে পিতা ও এক ভাইকে হারান তফজ্জুল হোসেন। তাঁর পরিবার আজীবন আওয়ামী লীগার হিসেবে পরিচিত। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর এই পরিবার আবারও নানা জুলুম অত্যাচারের শিকার হয়। ১৯৭০ এর দশকের স্মৃতিচারণ করে বক্তারা বলেন, তোফাজ্জল হোসেনের বড় ভাই মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যেসব স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি মুক্তিযুদ্ধের সময় তফজ্জুল হোসেনের বাবা ও এক ভাইকে হত্যা করিয়েছিলেন, তারাই ১৯৭৮ সালে আরেক ভাই মোহাম্মদ আলতাফ হোসেনকে হত্যা করান। কাজেই স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ তফজ্জুল হোসেন ও তাঁর পরিবার যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে সমাজ সেবায় কাজ করছেন- এতে কোনো সন্দেহ নেই। বক্তারা বলেন, বিয়ানীবাজার পৌরসভায় সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচন হলে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের নেতা তফজ্জুল হোসেনই নির্বাচিত হবেন। তারা বলেন, নুরুল ইসলাম নাহিদের লোকজনের আচরণ ও অপকৌশলের কারণে ইতোমধ্যে এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নির্বাচনে যে কোনো প্রকারের প্রভাব খাটানো থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের প্রতি আহবান জানানোর পাশাপাশি তাঁরা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহবান জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম খান, সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল হান্নান, সাবেক ব্যাংকার আবদুল ওয়াদুদ খান, কমিউনিটি নেতা আশিক আহমদ পুতুল, আবদুর রউফ, আব্দুল খালিক, আব্দুল বারি তেরা, নিজাম উদ্দিন, জাসদ নেতা হাজি সমির উদ্দিন, শামীম আহমদ, হাজি ফখরুল ইসলাম, সাবেক প্রভাষক জয়মুল হক, খায়রুল আলম মজুমদার বকুল, হাজি আলাউদ্দিন, যুবনেতা রাহুল রহমান ও কয়সর আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মুফতি হান্নানসহ তিনজনের ফাঁসি কার্যকর

ছগির মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আইজি প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন ফাঁসির খবর নিশ্চিত করে বলেন, ‘রাত ১০টায় কাশিমপুর ও সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে একই সময়ে তিন জঙ্গির ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে।’ পরে কাশিমপুর কারাফটকের সামনে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের এ বিষয়ে ব্রিফ করেন সিনিয়র জেল সুপার মিজানুর রহমান।

সিলেটে রিপনের ফাঁসি কার্যকরের পর কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে ব্রিফিং করেন জেল সুপার মোঃ ছগির মিয়া। তিনি বলেন, ‘রিপনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এরপরই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ২১ মে সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার প্রাঙ্গণে বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্নেভেড হামলা করে হরকাতুল জিহাদের জঙ্গিরা। এ ঘটনায় আনোয়ার চৌধুরীসহ ৭৬ জন আহত হন। ঘটনাস্থলেই পুলিশের এএসআই কামাল উদ্দিন নিহত হন। পরে পুলিশ কনস্টেবল রুবেল আহমেদ ও হাবিল মিয়া নামে আরেক ব্যক্তি হাসপাতালে মারা যান।

পুলিশ ওই দিনই সিলেট কোতোয়ালি থানায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করে। ২০০৭ সালের ৭ জুন হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি আবদুল হান্নান, তার ভাই মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান ওরফে মফিজ ওরফে অভি, শরীফ শাহেদুল আলম ওরফে বিপুল ও দেলোয়ার ওরফে রিপনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

মামলায় ৫৬ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে ২০০৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিলেটের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক সামীম মোঃ আফজাল রায় ঘোষণা করেন। আসামিদের মধ্যে মুফতি হান্নান, বিপুল ও রিপনকে মৃত্যুদণ্ড এবং মহিবুল্লাহ ও আবু জাদ্দালকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

স্পেক্ট্রাম বাংলা রেডিও প্রডাকশন্স’র ২৩ বছর পূর্তিতে গুণীজনকে সম্মাননা প্রদান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার খালিছ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ আহমেদ, সানরাইজ রেডিও ও টিভি এবং লাইকা রেডিও প্রোথ্রামের হেড জনপ্রিয় প্রেজেন্টার রবি শর্মা, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নাহাস পাশা, বেতার বাংলা রেডিওর ফাউন্ডার নাজিম চৌধুরী ও ব্যারিস্টার আতাউর রহমান। পরিচালনায় সহযোগিতা করেন রেডিও টিভি প্রেজেন্টার তোফায়েল আহমদ, শামসুল জাকি স্বপন, সাংবাদিক পলি রহমান ও এখলাছুর রহমান পাঙ্ক।

দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে মিছবাহ জামাল তার রেডিওর অনুষ্ঠান দিয়ে বাঙালি কমিউনিটিকে যেভাবে বাংলাদেশের প্রতি ও নতুন প্রজন্মের স্বদেশের প্রতি উৎসাহিত করতে- যে শ্রোগান চালিয়ে যাচ্ছেন, ‘প্রবাসে স্বদেশের অনুভূতি’ যা সত্যিকার অর্থে এই রেডিও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিউনিটি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছে বলে বিভিন্ন বক্তারা মতামত পোষণ করেন।

একাউন্টেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান বলেন, মিছবাহ জামাল তার রেডিও দিয়ে একটি ইন্সটিটিউশনে পরিণত হয়েছেন। তাই তিনি তার এই অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান।

বিশেষ করে অনেকে এই বলে উদাহরণ দেন যে, এই রেডিওর অনুষ্ঠানের আহ্বানের ফলে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের (বাংলাদেশ) প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) ডাঃ এ মালিকেন আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রবাসীরা বিগত ১০ বছর ধরে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট হসপিটাল প্রতিষ্ঠার পেছনে যে অবদান রেখেছেন তার মূল কেন্দ্র হচ্ছে ওই রেডিও’র বাংলা অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের পরিচালক মিছবাহ জামাল। মূলত ইউকে প্রবাসীরা এই হসপিটালে প্রায় ৩ কোটি টাকা অনুদান দিয়ে দাতার বোর্ডে নাম লিখিয়েছেন মূলতঃ এই অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের কারণে। অবশ্য তাতে এখানে



ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া চ্যানেল-এস ও বাংলা টিভি ভূমিকা রাখে।

অনুষ্ঠানে সম্মাননা গ্রহণ করেন ব্রেন্ট কাউন্সিলের মেয়র পারভেজ আহমদ, বাংলা মিডিয়ায় অবদান রাখার জন্য সৈয়দ নাহাশ পাশা, লিগ্যাল এডভাইস-এর জন্য ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, আর্টস এন্ড ড্রামা’র জন্য তসলিম আহমদ, কণ্ঠ শিল্পী হিসেবে আলাউর রহমান ও গৌরী চৌধুরী, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে ইউসুফ আলী খান, একাউন্টেন্ট হিসেবে আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, বিজনেস-এ রফিক হায়দার, ইভেন্টস্ ম্যানেজমেন্ট-এ ওয়াজিদ হাসান সেলিম, আশির দশকের অন্যতম গীতিকার কবি আবদুল মুখতার মুকিত, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক কবি আহমদ ময়েজ, পত্রিকা সম্পাদক এমদাদুল হক চৌধুরী, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য কে এম আবু তাহের চৌধুরী, চ্যানেল-এস ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব রহমান, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারি মুহাম্মদ জুবায়ের, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের কমিউনিকেশন সেক্রেটারি এম এ কাইয়ুম, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য রূপী

তিস্তার পানি আসবেই কেউ আটকাতে পারবে না

শেখ হাসিনা ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করেছেন’ মর্মে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বক্তব্যের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি নেত্রীকে ধন্যবাদ। আরো ৫ বছর সময় পাওয়া গেল। উনি ধরেই নিয়েছেন আমরা আরো ৫ বছর ক্ষমতায় থাকবো। আসলে যারা যেভাবে ক্ষমতায় আসে তারা সেভাবেই কথা বলে।’

শেখ হাসিনা বলেন, মাটি ও মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আওয়ামী লীগের জন্ম। আর বিএনপির জন্ম বন্দুকের নল দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধ ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে। তিনি বলেন, ‘ক্ষমতার জন্য আমরা রাজনীতি করি না। দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি।’ ভারত সফরের তৃপ্তি-অতৃপ্তি নিয়ে করা প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সফর অত্যন্ত সফল হয়েছে। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হলেও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আমরা সমান। সেই সম্মান ভারত আমাদের দিয়েছে। কোন অতৃপ্তির জায়গা নেই। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বর্তমানে তা বিশেষ উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। এই সফরে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশ্বস্ততা, বন্ধুত্বের বহুমুখি সম্পর্ক আরো সুসংহত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সফরকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কথা দিয়েছিলেন পানি দিবেন। কিন্তু দিদিমনি আমাদের খালি হাতে ফেরাননি। পানির বদলে বিদ্যুৎ দিয়েছেন। এবার দেখি মমতা কত বিদ্যুৎ দেন। আমরা সেই বিদ্যুৎ কিনে নেব। শেখ হাসিনা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অন্য ৫টি নদীর কথা বলেছেন। আমি তাকে পালাটা প্রস্তাব দিয়েছি ওই ৫টি নদীর পানি তিস্তাতে এনে আমাদের পানি দিন। তিস্তা নিয়ে অপর এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দীর্ঘ ২১টি বছর জিয়াউর রহমন-এইচএম এরশাদ-খালেদা জিয়ারা ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে তারা স্থল সীমানা নির্ধারণ, গঙ্গার পানি চুক্তি ও সমুদ্রসীমায় হিস্যা আদায়ে ভারতের কাছে কোন কথা বলতে সাহস পায়নি কেন? কেন কোন সমস্যার সমাধান করেননি? দেশের জনগণের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, পৃথিবীর বহু দেশে ছিটমহল নিয়ে যুদ্ধ বেঁধে আছে। কিন্তু আমরা আনন্দঘন পরিবেশে দু’দেশ ছিটমহল বিনিময় করেছি, যা নিয়ে কোথাও কিছু হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে ছিটমহল বিনিময় করে বাংলাদেশ সারাবিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এছাড়া ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রেখেও আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার মাধ্যমে আমরা সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি। ‘সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়’-বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত এ পথেই সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখেই আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করে যাচ্ছি। এটাই আমাদের কূটনৈতিক সাফল্য।

ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ১৪টি এমওইউ ও ১১টি চুক্তি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চুক্তি নিয়ে আমাদের কোন লুকোচুরি বা রাখঢাক নেই। দেশের স্বার্থ বজায় রেখেই আমরা সবকিছু করেছি। এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের যে সমীক্ষা ও নকশা করেছে সেটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি তা নাকচ করে দিয়েছি। এই নকশা অনুযায়ী গঙ্গা ব্যারেজ

হলে তা আমাদের জন্য হবে আত্মঘাতী। যেমনটি হয়েছে তিস্তা ব্যারেজের ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর যখন ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি করি, তখনই আমি বলেছিলাম আমরা গঙ্গা ব্যারেজ নামে একটা ব্যারেজ করবো। সেই ব্যারেজ হবে ভারত ও বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে। এমনভাবে এটা তৈরি করা হবে যেন দুটি দেশের মানুষ এটা ব্যবহার করতে পারে।

দিল্লি সফরকালে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে তার বৈঠকের বিষয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, আপনি জায়গা দেখেন, আমরাও জায়গা দেখি। তিনি বলেন, আমাদের শাখা নদী ও দুই দেশ মিলে ওয়াটার রিজার্ভার হিসেবে ব্যারেজ তৈরি করি। যাতে বর্ষা মৌসুমে পানি সংরক্ষণ করে রেখে শুষ্ক মৌসুমে তা ব্যবহার করতে পারি। আর এটা করাই হবে যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন, ব্যারেজ বা রিজার্ভার যাই হোক তা ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে করতে হবে। এর খরচও উভয় দেশ বহন করবে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে আসবেন তা আমি আগে থেকে জানতাম না। তাকে বহনকারী বিমান নয়াদিল্লির পালাম ঘাঁটিতে অবতরণের পর তিনি বিষয়টি জানতে পারেন। তিনি বলেন, ‘সত্যি বলতে কি, এতে আমি আশ্চর্য হই।’

শেখ হাসিনা ভারত থেকে খালি হাতে ফিরেছেন- খালেদা জিয়া

এদিকে বিএনপি চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, শেখ হাসিনার ভারত ব্যর্থ হয়েছে। তিনি ভারত থেকে খালি হাতে ফিরেছেন। তিনি বুধবার বিকেলে গুলশানে তাঁর কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন।

খালেদা জিয়া বলেন- তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা, গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্প, সীমান্ত হত্যা বন্ধ এবং বাংলাদেশি রণ্তানি পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করার মতো বাংলাদেশের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোতে এই সফরে কোনো অগ্রগতি হয়নি। জনগণের দাবি সত্ত্বেও সুন্দরবনবিনাশী এবং পরিবেশ-বিধ্বংসী রামপাল কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের স্থান পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি কথাও বলেননি।

খালেদা জিয়া দাবি করেন- সরকার ভারতের সঙ্গে কোনো চুক্তি বা সমঝোতার ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেনি বা করেনি। তিনি বলেন- ‘তারা কেবল কৃতজ্ঞতার ঋণই ক্রমাগত শোধ করে চলেছে। বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা। খর্ব হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব।’

বিএনপির চেয়ারপারসন বলেন, শেখ হাসিনা এই সফরে তৃপ্ত হলেও বাংলাদেশের জনগণ এই সফরের ফলাফলে তৃপ্ত নয়, বরং আতঙ্কিত। তারা জাতীয় স্বার্থবিরোধী একগাদা চুক্তি ও সমঝোতা চায়নি। হিসাবের পাওনা চেয়েছে। এই সফরে করা প্রতিরক্ষাবিষয়ক চুক্তির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের সামরিক পরিকল্পনার অংশ করে এসেছেন বলে মন্তব্য করেন খালেদা জিয়া।

খালেদা জিয়া বলেন, বাংলাদেশের মানুষ আপ্যায়নের চেয়ে তাদের ন্যায্য পাওনা কী এসেছে, সেটা জানতে চায়।

দাউদপুর প্রবাসী ট্রাস্টের ওয়েবসাইট উদ্বোধন

যুক্তরাজ্যের ট্রাইব্যুনাল জাজ ও বাংলাদেশ আইন কমিশনের অনারারী এডভাইজার ব্যারিস্টার নজরুল খসরু, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ, ইকুরা টিভির প্রেজেন্টার মাওলানা মিসবাহউজ্জামান হেলালী ও বেতার বাংলা শ্যামল সিলেট অনুষ্ঠানের প্রেজেন্টার মানিকুর রহমান গণি।

ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী সম্পাদক তৌহিদুর রাহমান রুমান ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক তাজ উদ্দিনের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জয়তুন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মজিদ, এম.আই.এম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন, মোগলাবাজার ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশন ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট আব্দুল মতিন ও মোগলাবাজার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তৈয়ব আলী সাজু।

ট্রাস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহকারী সাধারণ সম্পাদক আলীম উদ্দিন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম মজনু, স্থায়ী কমিটির সদস্য নওশাদ আলী ও অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ মানিক।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আব্দুল কুদ্দুছ, উপদেষ্টা মোস্তফা উদ্দিন ও কার্যকরী সদস্য সাজু আহমদ। অডিও বাতায় সাউথ আফ্রিকা থেকে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সেক্রেটারি নোমান মাহমুদ।

ব্যারিস্টার নজরুল খসরু দাউদ পুর ইউনিয়নে গরীব মানুষের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণ-ব্যবস্থা চালু করতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। বিশেষ করে তিনি এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। জনাব নজরুল খসরু বাংলাদেশ নাগরিকত্ব খসড়া আইন ২০১৬ সংশোধনের দাবী বাস্তবায়নে প্রবাসী দাউদপুরবাসীকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, প্রবাসীদের আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশ সরকার এই আইন সংশোধনের আশ্বাস দিয়েছে। তবে সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত প্রবাস থেকে সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, এই আইন পাশ হলে প্রবাসীরা বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিগণিত হবেন। তাছাড়া বহির্বিদেশে বেড়েওঠা ভবিষ্যত প্রজন্মও বাংলাদেশের

কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ স্তরকে মাস্টার্সের স্বীকৃতি

এ মর্যাদা দেওয়া হলো বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। বুধবার এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন কওমি মাদরাসা থেকে দাওয়ায়ে হাদিস পাস শিক্ষার্থীরা দেশে-বিদেশে মাস্টার্স পাস সমমানের মর্যাদা পাবেন। অন্য মাধ্যম থেকে স্নাতকোত্তর পাস করা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন তাঁরা। এত দিন স্বতন্ত্র ধারার এই শিক্ষাব্যবস্থার সনদের কোনো স্বীকৃতি ছিল না।

বৈঠকে কওমি মাদরাসার আলেম-ওলামাদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘প্রথমে একটা প্রজ্ঞাপন হবে। তারপর আপনারা যেভাবে চান সব কিছু মিলিয়ে একটা আইনি ভিত্তি যেন হয় সে বিষয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করব। এখানে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন, সচিবরা রয়েছেন, আমার দপ্তরের মুখ্য সচিব রয়েছেন এবং অন্য কর্মকর্তারা রয়েছেন, আমি আশা করি তাঁরা যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন। যাতে এ সনদের স্বীকৃতি দ্রুত হতে পারে। আপনারা মতামত যেটা আমার কাছে এসেছে, সবার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এবং দেওবন্দের যে মূলনীতি সেটার ওপর ভিত্তি করেই এটা হবে।’

জানা গেছে, বৈঠকে কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আব্দুল্লাহ শাহ আহমদ শফী, জাতীয় দ্বিনি শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা রুহুল আমীনসহ ছয়টি কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি এবং ওলামা-মাশায়েখ নেতাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, আব্দুল হালিম বোখারি, মাওলানা নূর হোসেন কাশেমি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্য অপসারণের দাবির বিষয়ে আলোচনা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের হাইকোর্টের সামনে গ্রিক থেমিসিসের এক মূর্তি লাগানো হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি আমি নিজেও এটা পছন্দ করিনি। কারণ গ্রিক থেমিসিসের মূর্তি আমাদের এখানে কেন আসবে। এটা তো আমাদের দেশে আসার কথা না। আর গ্রিকদের পোশাক ছিল এক রকম, সেখানে মূর্তি বানিয়ে তাকে আবার শাড়িও পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাও একটা হাস্যকর ব্যাপার করা হয়েছে। এটা কেন করা হলো, কারা করল, কিভাবে-আমি জানি না। ইতোমধ্যেই আমাদের প্রধান বিচারপতিকে আমি এই খবরটা দিয়েছি এবং খুব শিগগির আমি ওনার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে বসব। আলোচনা করব এবং আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা এখানে থাকা উচিত নয়। তবে আমি আপনাদের বলব, আপনারা ধৈর্য ধরেন। কারণ এটা নিয়ে কোনো হেঁচকি নয়। একটা কিছু যখন করে ফেলেছে সেটাকে আমাদের সরাতে হবে। সেটার জন্য আপনারা এতটুকু ভরসা অন্তত রাখবেন যে এ বিষয়ে যা যা করার আমি তা করব।’

বৈঠক শেষে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল জলিল জানান, কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের স্বীকৃতির বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিয়েছেন। কওমি মাদরাসার ছয়টি বোর্ড তাদের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাগুলো আগের মতোই পরিচালনা করবে। সরকার এ ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদ স্বীকৃতি বাস্তবায়ন পরিষদের সদস্যসচিব মাওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ জানান, প্রধানমন্ত্রী বহু প্রতীক্ষিত কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন। শিগগিরই এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোনো বিষয় নিয়ে মতভিন্নতা থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী আলোচনার বক্তব্য মনোযোগসহকারে শোনেন এবং যৌক্তিক দাবিগুলোর বিষয়ে তাঁর সরকারের সর্বাত্মক সহায়তার কথা জানান।



নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।

সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ দাউদপুর ইউনিয়ন প্রবাসী ট্রাস্টের ওয়েবসাইট উদ্বোধনকে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, এলাকার ইতিহাস-এতিহ্য কৃষ্টি-কালচার সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে এটি একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট হিসেবে বহির্বিদেশে সমাদৃত হয়ে ওঠবে বলে আমি আশাবাদী। তিনি সংগঠনের

উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন।

উল্লেখ্য, বহির্বিদেশের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত মেধাবী ও অভিজ্ঞ তরুণদের নিয়ে গঠিত এই ট্রাস্ট গত বছরের ১১ মে যাত্রা শুরু করে। কমিটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Mini cab DRIVERS

TAXI-PRIVATE HIRE

Had an accident that wasn't your fault?

WE HAVE PCO LICENSED AND
INSURED REPLACEMENT
VEHICLES AVAILABLE
IMMEDIATELY

PRESTIGE HAS A VEHICLE SUITABLE
FOR YOU WHETHER IT'S A VW
SHARAN, A ZAFIRA, A VECTRA OR A
MERCEDES BENZ SALOON
INCLUDING C, E AND S CLASS ALL
COME FULLY INSURED AND PCO
REGISTERED.

PRESTIGE

DON'T DELAY CALL US NOW ON

020 8523 1555



সিলেটে আনোয়ার চৌধুরীর ওপর থ্রেনেড হামলা মুফতি হান্নানসহ তিনজনের ফাঁসি কার্যকর



সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটে ব্রিটিশ
হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর
ওপর থ্রেনেড হামলার মামলায়



হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি
হান্নানসহ তার দুই সহযোগী শরীফ
শাহেদুল আলম ওরফে বিপুল ও

দেলোয়ার হোসেন রিপনের ফাঁসি
কার্যকর করা হয়েছে।
গাজীপুরের কাশিমপুর হাই

সিকিউরিটি কারাগারে গত ১০ এপ্রিল
বুধবার রাত ১০টায় মুফতি হান্নান ও
শরীফ শাহেদুল আলম ওরফে
বিপুলকে এবং সিলেট কেন্দ্রীয়
কারাগারে দেলোয়ার হোসেন
রিপনকে একই সময়ে ফাঁসি দেওয়া
হয়। কারা মহাপরিদর্শক (আইজি
প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ
ইফতেখার উদ্দিন, গাজীপুর
কাশিমপুর কারাগারের সিনিয়র জেল
সুপার মিজানুর রহমান ও সিলেট
কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপার

পৃষ্ঠা ৩৮

দাউদপুর প্রবাসী ট্রাস্টের ওয়েবসাইট উদ্বোধন

‘মানবসেবায় এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে’



দাউদপুর ইউনিয়ন প্রবাসী ট্রাস্টের
ওয়েবসাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
অতিথিরা সংগঠনের বহুমুখী
কার্যক্রমের ভূয়শী প্রশংসা করে
বলেছেন, ইন্টারনেট জগতে
পদার্পণের মধ্য দিয়ে এই সংগঠন
আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো।
দাউদপুর ইউনিয়ন এখন বিশ্ববাসীর
হাতের মুঠোয় চলে এলো। বিশ্বের
যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো
সময়, দাউদপুর সম্পর্কে
জানতে পারবে। বক্তারা দাউদপুর
প্রবাসী ট্রাস্টকে একটি আদর্শ সংগঠন

উল্লেখ করে বলেন, এই সংগঠন
মানবসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান
রাখছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে থাকা দাউদপুরের প্রবাসীরা
এই সংগঠনের মাধ্যমে বঞ্চিত ও
অবহেলিত ইউনিয়নকে একটি মডেল
ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট
হবেন।

গত ১০ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায়
লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সেমিনার
হলে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন

পৃষ্ঠা ৩৯

কওমি মাদরাসার সর্বোচ্চ স্তরকে মাস্টার্সের স্বীকৃতি

ভাস্কর্য অপসারণের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর



গণভবনে আল্লামা শফি আহমদকে সমান জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ১২ এপ্রিল : অবশেষে কওমি মাদরাসার শিক্ষা সনদের
স্বীকৃতি দিল সরকার। কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন
সর্বোচ্চ স্তর দাওয়ায়ে হাদিসের সনদ ইসলামিক স্টাডিজ ও আরবি
সাহিত্যের মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) ডিগ্রির সমমর্যাদা পাবে। গত
মঙ্গলবার রাতে গণভবনে কওমি মাদরাসার প্রতিনিধিদের সঙ্গে
বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ঘোষণা দেন। কওমি মাদরাসার
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এবং দারুল উলুম দেওবন্দের
মূলনীতিগুলোকে ভিত্তি করে

পৃষ্ঠা ৩৯

স্পেস্ট্রাম বাংলা রেডিও প্রডাকশন্স'র ২৩ বছর পূর্তিতে গুণীজনকে সম্মাননা প্রদান



স্পেস্ট্রাম বাংলা রেডিও মিছবাহ নাহিদা প্রডাকশন্স'র ২৩
বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে আলোচনা,
সঙ্গীত ও বাঙালি কমিউনিটির ২৩ জন গুণী ব্যক্তিকে
সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত রোববার ৯ এপ্রিল

রোববার পূর্ব লন্ডনের ব্র্যাডি আর্টস সেন্টারে রেডিওর
চেয়ারম্যান (অনারারী) এমএ মতিনের সভাপতিত্বে ও
পরিচালক মিছবাহ জামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান

পৃষ্ঠা ৩৮

স্বতন্ত্রপ্রার্থী তফজ্জুল হোসেন সমর্থনে লন্ডনে সভা বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচনে নিরপেক্ষতা নিয়ে আশঙ্কা



আগামী ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিয়ানীবাজার পৌরসভা
নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ তফজ্জুল হোসেনের সমর্থনে
বিয়ানীবাজার পৌরবাসীর উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত
হয়েছে।

গত ১০ এপ্রিল সোমবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস
সেন্টারে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সাবেক
প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মাহতাব চৌধুরীর

পৃষ্ঠা ৩৮

AUTOMEC
VEHICLE MANAGEMENT
www.automecvehiclemanagement.co.uk

We can manage your whole claim and this service is FREE to you!

- Vehicle recovery and storage
- Vehicle Repair or total loss
- Replacement vehicle
- PCO licenced vehicles for mini cabs
- Personal injury representation by specialist No Win - No fee solicitors

Had an accident, fault or non-fault?
Either way, let us help to get you back on the road and you could receive a bonus payment of up to £500!*

CALL US on
020 8983 2088
or 0845 838 1185

*Terms & Conditions apply. Automec Vehicle Management Ltd is regulated by the Ministry of Justice for Claims Management activities. Our details can be checked on www.claimregulation.gov.uk